NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ নারী সমাজের অহংকার ঠাকুরবাড়ির স্বর্ণকুমারী দেবী
তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ ৬

কলকাতা ৮ জুলাই ২০২৪ ২৩ আষাঢ় ১৪৩১ সোমবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 8.7.2024, Vol.18, Issue No. 29 8 Pages, Price 3.00

রথযাত্রা লোকারণ্য...

পুরীতে রথযাত্রা উৎসবে পদপিষ্ট হওয়ার মতো পরিস্থিতি। বিকেল ৫টা ২০ নাগাদ নিয়ম মেনে মাসির বাড়ির উদ্দেশে জগন্নাথ দেবের যাত্রা শুরু হয়। সেই সময় কয়েক হাজার পুণ্যার্থী পবিত্র রথের রশি টানার সময় হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয় বলে খবর। ঘটনায় আহত হয়েছেন বহু ভক্ত। এখনও পর্যন্ত পদপিষ্ট হয় মৃত্যু হয়েছে একজনের।

স্থগিত যাত্রা

■ জম্মু ও কাশ্মীরে অমরনাথ যাত্রার পর এবার উত্তরাখণ্ডের চারধাম যাত্রাও সাময়িক ভাবে স্থগিত করা হল। স্থানীয় প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, রবিবার চারধাম যাত্রা বন্ধ থাকবে। ফলে পুণ্যার্থীরা যেখানে আছেন, সেখানেই যেন তাঁরা দাঁড়িয়ে যান। মৌসম ভবন থেকে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে উত্তরাখণ্ডের জেলাগুলিতে। লাল সতর্কতাও জারি করা হয়েছে।

খতম জঙ্গি

■ শনিবার জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগামে চলা সেনা অভিযানে ৫ জঙ্গিকে খতম করার প্রত্যাঘাত হল রাজৌরিতে। জানা গিয়েছে, সেখানে সেনাবাহিনীর ক্যাম্প লক্ষ্য করে জঙ্গিরা এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়েছে। এই হামলায় এক জওয়ান আহত হয়েছেন। হামলার পর জঙ্গিরা জঙ্গলের দিকে পালিয়ে গেলে, তল্লাশি শুরু করে সেনা।

৭০ কোম্পানি

■ আগামী ১০ জুলাই রাজ্যে চারটি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন। লোকসভার পর বিধানসভা উপনির্বাচনের ক্ষেত্রেও নিরাপত্তার কোনও খামতি রাখতে চাইছে না কমিশন। আর সেই কারণেই চার বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের জন্য বাড়ানো হল কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যা। অতিরিক্ত আরও ১৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়ন করা হবে চার বিধানসভা উপনির্বাচনের নিরাপত্তার জন্য।

ভাঙড়ে থানার অদূরেই পিটিয়ে ফের খুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাঙড়: প্রশাসনের লাগাতার সতর্কবার্তা, একটানা প্রচার, পুলিশি তৎপরতার পরেও বদলাচ্ছে না ছবিটা। ফের গণপিটুনিতে মৃত্যু হল আর এক ব্যক্তির। ঘটনাস্থল ভাঙড়। চোর সন্দেহে বেঁধে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠেছে। এমনকী যে জায়গায় ঘটনা ঘটেছে, তা কিন্তু একেবারে থানার অদূরেই। তাতেই প্রশ্ন উঠছে এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে।

সূত্রের খবর, মৃত ব্যক্তির নাম আজগার মোল্লা। বাড়ি ফুলবাড়ি এলাকায়। ভাঙড় বাজারে এদিন তাঁকে চোর সন্দেহে পিটিয়ে মেরে ফেলে উত্তেজিত জনতা। এমনকী মারের পর দেহ দীর্ঘক্ষণ পরে থাকলেও পুলিশ আসেনি বলেই জানা গিয়েছে স্থানীয় সূত্রে। শেষে গ্রামবাসীরাই মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এই ঘটনার পর থেকেই বাজারের ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষজন কার্যত মুখে কুলুপ এঁটেছে। ভরা বাজারে দীর্ঘক্ষণ দেহ পড়ে থাকলেও কেন পুলিশ এল না সেই প্রশ্নও উঠতে শুরু করে দিয়েছে।

ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন আজগরের পরিবারের সদস্যরাও। তাঁরা জানিয়েছেন, কী থেকে এমন ঘটনার সূত্রপাত তাঁরা কিছুই জানেন না। তবে এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, 'অনেকদিন ধরে এই এলাকায় চুরি হচ্ছে। রাতে নাইট গার্ড থাকে। তাঁরা চলে গেলেই চুরি বেড়ে যায়। রবিবার একজন ধরা পড়ে। তারপরই তাঁকে বেঁধে রাখা হয়। সবাই এসে চড়-চাপড় মারছিল। বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল। আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম পাতা খোড় হয়তো। নাটক করে শুয়ে আছে। তারপর দেখি আর উঠছে না।'

কোথাও ভাঙল, কোথাও ভাসল

এবার দেওঘরেও বাড়ি ভেঙে মৃত্যু

দেওঘর, ৭ জুলাই: সুরাটের পর দেওঘরেও ভেঙে পড়ল বহুতল। গুজরাতের সুরাটের পর ঝাড়খণ্ডের দেওঘরেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। ফের ভেঙে পড়ল বহুতল। রবিবার সকালে হুড়মুড়িয়ে ধসে পড়ে এলাকার একটি তিনতলা বিল্ডিং। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর, এই ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। ৪জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

দেওঘরের জেলাশাসক বিশাল সাগর জানান, দুই শিশুকে ইতিমধ্যেই উদ্ধার করেছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। উদ্ধারকাজে তাদের সঙ্গে হাত লাগায় দমকল বাহিনীও। ঘটনাস্থলে রয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তরের টিম। দেওঘরের ডেপুটি কমিশনার এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'দেওঘরের পুরসভা এলাকার অন্তর্গত সীতা হোটেলের কাছে একটি বহুতল ভেঙে পড়েছে। ঘটনাস্থলে রয়েছে এনডিআরএফ এবং স্বাস্থ্য দপ্তর। জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা, অ্যাম্বুল্যান্স টিম, দমকল এবং পুলিশ রয়েছে ঘটনাস্থলে।'

এদিকে স্থানীয় সূত্রে খবর, গোদ্দা কেন্দ্রের সাংসদ নিশিকান্ত দুবে খবর পেয়েই দেওঘরের ঘটনাস্থলে পৌঁছন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন দেওঘরের এসপি, ডেপুটি কমিশনারও। উদ্ধারকাজ খতিয়ে দেখেন তাঁরা। বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে জানান, রবিবার সকাল ৬টা নাগাদ দেওঘরের বামবাম ঝাঁ পাঠে একটি তিনতলা বিল্ডিং ভেঙে পড়ে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তৎক্ষণাৎ একটি উদ্ধারকারী দল পাঠান। স্থানীয় বিজেপি নেতাদের সঙ্গে সকাল থেকেই ঘটনাস্থলে রয়েছি। এখানকার মানুষজন উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়ে তিনজনকে ধ্বংসস্তূপ থেকে বের করে আনতে সক্ষম হয়েছেন। এনডিআরএফের দল আরও একজনকে উদ্ধার করেছে। এখনও উদ্ধারকাজ চলছে। দেওঘর এইমসের তরফে চিকিৎসার সমস্ত বন্দোবস্ত করা হচ্ছে আহতদের জন্য।' তবে কী কারণে ঝাড়খণ্ডের দেওঘরের এই তিনতলা বিল্ডিংটি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ল তা অবশ্য এখনও জানা যায়নি।

অন্যদিকে, গুজরাতের সুরাতে ছ'তলা বাড়ি ভেঙে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল সাত। রাতভর চলা উদ্ধারকাজে একের পর এক দেহ বেরিয়েছে ধ্বংসস্তূপ থেকে। তবে আর কেউ ধ্বংসস্তূপের ভিতরে আটকে নেই বলেই অনুমান উদ্ধারকারীদের। গুজরাতের সুরাটের পর ঝাড়খণ্ডের দেওঘরেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। ফের ভেঙে পড়ে বহুতল। রবিবার সকালে হুড়মুড়িয়ে ধসে পড়ে এলাকার একটি তিনতলা বিল্ডিং। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর, ধ্বংসস্তূপের ভিতর ছয় থেকে সাতজনের আটকে পড়ার আশঙ্কা।

২০১৭ সালে সুরাতের সচিন পালি গ্রামে তৈরি ছ'তলা বহুতলটিতে মোট ৩০টি ফ্ল্যাট ছিল। অবশ্য বেশির ভাগ ফ্ল্যাটই ছিল ফাঁকা। পাঁচটি ফ্ল্যাটে মানুষ বাস করছিলেন। অনেকেই কর্মসূত্রে বহুতলের বাইরে থাকলেও, যাঁরা রাতে কাজ করেন, তাঁরা তখন বহুতলের ভিতরেই ঘুমোচ্ছিলেন। তাঁদের ওপরেই ভেঙে পড়ে ছ'তলা বহুতল। শনিবার আচমকা বহুতলটি হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা অনেকেই ভিতরে ছিলেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দল। দমকলবাহিনীর প্রধান বসন্ত পারিক সংবাদ সংস্থাকে বলেন, 'সারা রাত ধরে উদ্ধারকাজ চালানো হয়েছে। ভিতরে কেউ আটকে আছেন কি না, তল্লাশি চলেছে। এখনও পর্যন্ত সাতটি দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তবে আর কেউ আটকে নেই বলেই আমাদের অনুমান। উদ্ধারকাজ জারি আছে।'

সুরাতের পুলিশ কমিশনার অনুপম গহলৌত বলেন, 'পাঁচটি ফ্ল্যাট ছাড়া বাকি সব ফাঁকাই ছিল। ওখানে বসবাসকারীদের বেশির ভাগই এলাকার বিভিন্ন কারখানায় কর্মরত। উদ্ধারকাজ শুরু হওয়ার পর আমরা ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে অনেকের কান্নার আওয়াজ শুনতে পাই। ভিতরে অনেকে আটকে পড়েছিলেন। সন্ধ্যা নাগাদ এক মহিলাকে আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি। তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।' যাঁরা আটকে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে থেকে ওই মহিলা ছাড়া আর কাউকেই বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

হলুদ সতর্কতা তোর্সা-রায়ডাকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, জলপাইগুড়ি: কোথাও জলবন্দি গোটা গ্রাম তো কোথাও বিপদসীমার কাছ দিয়ে বইছে নদীর জল। কোচবিহারের তুফানগঞ্জের রায়ডাক (১) নদীতে হলুদ সতর্কতাও জারি করা হয়েছে। কোচবিহার থেকে আলিপুরদুয়ার সর্বত্র চিত্রটা একই। কোচবিহারে তোর্সা নদীর জলে বলরামপুরের শোলাডাঙা গ্রাম ভেসে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। গ্রামের রাস্তা জলের তলায় চলে গিয়েছে। কয়েকশো বাড়িতে জল ঢুকেছে। বৃষ্টির জলে কোচবিহার শহরের কয়েকটি রাস্তা জলের তলায় চলে গিয়েছে। তুফানগঞ্জ ১ ব্লকের নাটাবাড়ি ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের জাইগির চিলাখানা, সাহাপাড়া এলাকায় গদাধর নদীর ভাঙনে প্রায় দু'শো বাড়িতে জল ঢুকে যায়। বৃষ্টিতে তুফানগঞ্জ পুরসভা এলাকায় কয়েকটি জায়গায় জল ঢুকেছে।

এরপর দুয়ের পাতায়

ছ'তলার রেলিং গলে পড়ে শিশুর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন: মর্মান্তিক দুর্ঘটনা বালিগঞ্জে। ছ'তলা থেকে পড়ে মৃত্যু হল ৬ বছরের শিশুর। শনিবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বালিগঞ্জের সেনা আবাসন লাগোয়া পরিচারক কোয়ার্টারে।

বালিগঞ্জে সেনা আধিকারিকদের আবাসনের লাগোয়া তাঁদের পরিচারকদের আবাসন। শনিবার রাতে দুই ভাইবোন সিঁড়িতে খেলা করার সময় সিঁড়ির রেলিং বেয়ে নীচে নামার খেলায় মত্ত ছিল দু'জন। বড় ভাইটি ৬ বছরের আর ছোট বোনের বয়স ৩-৪ বছর। সিঁড়ির রেলিংকে স্লিপ বানিয়ে নীচে নামছিল বড় ভাই। পাশেই ছিল বোন। সেই সময় মা ছিলেন ঘরের ভিতর। বাইরে ছেলেমেয়েদের খেলার শব্দ শুনতেও পাচ্ছিলেন। আচমকা নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পেরে রেলিং থেকে পড়ে যায় পাশের ফাঁকা জায়গা দিয়ে। মায়ের কানে পৌঁছয় তাঁর তিন বছরের প্রচণ্ড কান্নার আওয়াজ। প্রথমে মা ভেবেছিলেন হয়তো দাদার সঙ্গে খুনসুটি করছে বোন।

কিন্তু তিন বছরের মেয়ে চিৎকার করে জানায়, 'মা দাদা পড়ে গিয়েছে।' এরপরই মায়ের নজরে আসে সিঁড়ির রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে একেবারে ছ'তলা থেকে নীচে পড়ে গিয়েছে ছেলে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে মেঝে। আবাসিকরা সঙ্গে সঙ্গে তাকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যায়। শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। দুই শিশু কেন একা একা বিপজ্জনক ভাবে খেলছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গুরুসদয় রোডে রয়েছে সেনাদের পরিচারিকাদের আবাসনে বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকত ছ'বছরের যোগেশ নায়েক। যোগেশদের ঘর ছ'তলায়। ঘরের সামনে রেলিং। বোনের সঙ্গে খেলতে খেলতে রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে নীচে পড়ে যায়। চিকিৎসকরা জানান, মাথায় গুরুতর চোট, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের জন্যই মৃত্যু হয়েছে শিশুটির।

সতর্ক থাকুন, সুরক্ষিত থাকুন

ওটিপি, সিভিভি, পিন বা জন্মতারিখ জাতীয় কোনো ব্যক্তিগত তথ্য ফোনে শেয়ার করবেন না। ব্যাঙ্কের আধিকারিকরা কখনোই কল করে বা মেসেজের মাধ্যমে আপনার কাছ থেকে এইসব তথ্য জানতে চাইবেন না।

ইন্টারনেটে পাওয়া হেল্পলাইন নম্বর ব্যবহার করবেন না; সঠিক হেল্পলাইন নম্বরের জন্য সবসময় ব্যাঙ্কের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটগুলির উপর নির্ভর করুন।

অজানা উৎস থেকে প্রাপ্ত কোনো অ্যাপ / এপিকে ফাইল ক্লিক / ডাউনলোড করে ইনস্টল করবেন না। কেবলমাত্র অ্যাপ স্টোর বা প্লে স্টোর থেকেই ডাউনলোড করুন।

কোনো ব্যাঙ্ক কেওয়াইসি আপডেট করার জন্য কোন অজানা নম্বর থেকে স্ক্রিন-শেয়ারিং বা রিমোট অ্যাক্সেস রিকোয়েস্টে সম্মত হবেন না।

আপনি যদি প্রতারণামূলক কোনো কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন, তাহলে সেই বিষয়ে চাকসু পোর্টাল (sancharsaathi.go.in)-এ রিপোর্ট করুন। আপনার ফান্ড সম্বন্ধিত কোনো প্রতারণামূলক কার্যকলাপের জন্য, ভিজিট করুন cybercrime.gov.in বা '1930' নম্বরে কল করুন।

আরও বিশদ তথ্যের জন্য, কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

এথার এনার্জি-র প্রথম ফ্যামিলি স্কুটার রিজতা এখন কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: এথার এনার্জি-র প্রথম ফ্যামিলি স্কুটার রিজতা লঞ্চ করল কলকাতায়। ভারতে তৈরি এই বৈদ্যুতিক স্কুটার পারিবারিক ব্যবহারের জন্যই বিশেষ ডিজাইন করা হয়েছে। এথার এনার্জি সম্প্রতি কলকাতায় একটি 'মিট রিজতা' ইভেন্টের আয়োজন করে। ইভেন্ট চলাকালীন, এথার তার নতুন ফ্যামিলি স্কুটার 'রিজতা' এবং তার প্রথম স্মার্ট হেলমেট 'হ্যালো' তার কমিউনিটির সদস্য এবং ইলেকট্রিক গাড়িতে উৎসাহী গ্রাহকদের কাছে তুলে ধরে। এথার এনার্জি -এর চিফ বিজনেস অফিসার রবনীত সিং ফোকেলা বলেন, 'এথার-এর ৪৫০ সিরিজের স্কুটার বিশেষত পারফরম্যান্সের জন্য পরিচিত। কলকাতায় আমাদের গ্রাহকদের কাছে অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছে। এখন আমাদের লক্ষ্যপরিবারের স্কুটার হিসেবে রিজতা-কে উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। রিজতায় একটি আরামদায়ক বড় আসন আছে। পর্যাপ্ত স্টোরেজ স্পেস থাকছে। বেশ কয়েকটি নিরাপত্তা এবং ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে এটিতে। যা পরিবারের জন্য উপযুক্ত করে তোলে।'

আরও গতি পাচ্ছে পূর্ব রেলের বেশ কয়েকটি দূরপাল্লার ট্রেন

নিজস্ব প্রতিবেদন: পূর্ব রেলের ট্র্যাকে বেশ কয়েকটি দূরপাল্লার ট্রেনের গতি ১১০ কিলোমিটার থেকে বেড়ে হতে চলেছে ১৩০ কিলোমিটার। এতে দূরপাল্লার ট্রেনের গড় গতিবেগ বৃদ্ধি পাবে এবং যাত্রা সময় কমবে। ট্রেন গুলির এই উচ্চতর গতি খুব শীঘ্রই বাস্তবায়িত করা হবে বলে জানিয়েছে পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ। পূর্ব রেলওয়ে ক্রমাগত তার পরিষেবা উন্নত করার ক্ষেত্রে এলএইচবি কোচগুলির অন্তর্ভুক্তির চেষ্টা করছে।

আধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি এলএইচবি কোচ যাত্রীদের জন্য আরও আরামদায়ক এবং নিরাপদ। কারণ এগুলি লম্বা, হালকা। যা উচ্চ গতির জন্য উপযুক্ত। পাশাপাশি এই কোচগুলির রক্ষণাবেক্ষণের খরচও অনেকটা কম বলে জানানো হয়েছে রেলের তরফ থেকে।

এদিকে সম্প্রতি পূর্ব রেলওয়ের বিভিন্ন রুটে এলএইচ বি কোচ যুক্ত করা হয়েছে। এই কোচের সিটগুলোও আরও উন্নতমানের। দীর্ঘক্ষণের যাত্রাপথে যাত্রীরা যাতে আরামে যেতে পারেন, তার জন্যই রেলের এই উদ্যোগ। যে ট্রেনগুলিতে আপাতত এই বগি ব্যবহার করা হচ্ছে, তার একটি তালিকাও রেলের তরফ থেকে প্রকাশ করা হয়েছে। সেগুলি হল, ১২৩৬১, ১২৩৬২ আসানসোল, ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ টার্মিনাস (সাপ্তাহিক) এক্সপ্রেস, যার স্পিড ১৩০ কিমি প্রতি ঘণ্টা। ১২৩৭৫,১২৩৭৬ টাটানগর, জাসিদিহ এসএফ এক্সপ্রেস, এই ট্রেন প্রতি ঘণ্টায় ছুটবে ১৩০ কিমি উন্নত প্রযুক্তির সঙ্গে। ১৩২৮৭, ১৩২৮৮ দুর্গ, আরা এক্সপ্রেস, ট্রেনের গতিবেগ ১৩০ কিমি প্রতি ঘণ্টায়। ২২৮৪৩, ২২৮৪৪ সম্বলপুর, পাটনা এসএফ এক্সপ্রেস। ১৮৪১৯,১৮৪২০ পুরী , জয়নগর (সাপ্তাহিক) এক্সপ্রেস।১৮৪৪৯, ১৮৪৫০ পুরী , পাটনা বৈদ্যনাথধাম এক্সপ্রেস। ১৫০৪৭, ১৫০৪৮ কলকাতা, গোরক্ষপুর পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেস। ১৫০৪৯,১৫০৫০ কলকাতা, গোরক্ষপুর এক্সপ্রেস। ১৫০৫১, ১৫০৫২ কলকাতা, গোরক্ষপুর এক্সপ্রেস।

কলকাতা মজেস্টিক রোটারি ক্লাবের ১৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা মজেস্টিক রোটারি ক্লাব তাদের ১৩ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন করল। রোটারি সদনে প্রধান অতিথি হিসেবে জেলা গভর্নর ডা. কৃষ্ণেন্দু গুপ্ত, ফার্স্ট লেডি ডা. সিমরান গুপ্ত, ডা. রমেন্দু হোমচৌধুরী, জেলা গভর্নর ইলেক্ট তপস ভট্টাচার্য, জেলা গভর্নর নমিনী এবং অনুষ্ঠানের মর্যাদা বৃদ্ধিতে রোটারি ইন্টারন্যাশনাল ডিরেক্টর অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরীর উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও প্রাক্তন জেলা গভর্নর রাজনী মুখার্জী, রাজু খাণ্ডেলওয়াল এবং অন্যান্য জেলা কর্মকর্তার পাশপাশি বিশেষ অতিথি হিসেবে অভিনেত্রী ও রোটারিয়ান ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত এবং গায়ক সুরজিৎ ক্লাবের সদস্য হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। রোটারিয়ান শির্ষেন্দু নিয়োগী নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এদিন। অন্নপূর্ণা রায়চৌধুরী সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতায়, প্রেসিডেন্ট ক্লাবের টেকসই প্রকল্পগুলি চালিয়ে যাওয়ার এবং বিনামূল্যে চক্ষু শিবির, স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং শিক্ষা কর্মসূচির মতো কমিউনিটি উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালনার প্রতিশ্রুতি দেন। রোটারিয়ান শির্ষেন্দু নিয়োগী বিশেষভাবে উল্লেখ করেন, তিনি আরুনিমা হসপিসের এইচআইভি আক্রান্ত শিশুদের প্রোটিন খাদ্য, বস্ত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা সরবরাহ করবেন। এদিন অভাবী শিশুদের শিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রদান করা হয় এবং শিব মন্দির ও অর্শা বিদ্যানিধির দুই ছাত্রকে চেক প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানটি সমন্বয় করেন, এমসি রোমা সেনগুপ্ত, ফেলোশিপ চেয়ার শেখর সেনগুপ্ত এবং এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি প্রবীর চ্যাটার্জী।

তমলুকে শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মন্দিরে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা মহোৎসবে অংশগ্রহণ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। অংশ নিলেন হরি লুঠে।

বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে ৭৭ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এস সুরেশ কুমার, আইএএস চেয়ারম্যান, দুর্গাপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রকে এই বছরের সেরা স্বীকৃতি প্রদান করলেন।

হলুদ সতর্কতা তোর্সা-রায়ডাকে

প্রথম পাতার পর

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, রায়ডাক (১) নদীতে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। নাটাবাড়ি বিধানসভার অন্তর্গত নাটাবাড়ি ১ অঞ্চলের জায়গির চিলাখানায় বন্যাকবলিত এলাকার পরিস্থিতি দেখে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্যদের চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ জানান, দুর্গত মানুষদের সবরকম সহযোগিতা করা হচ্ছে। দিনহাটার বিভিন্ন এলাকায় জল জমে গিয়েছে। একটানা বৃষ্টিতে দিনহাটার গীতালদহ, মাতালহাট সহ বেশ কিছু এলাকায় নদী বিপদসীমার কাছে পৌঁছেছে। আলিপুরদুয়ার পুরসভার ৮ ও ৯ নম্বর ওয়ার্ড-সহ একাধিক এলাকা বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। কুমারগ্রাম ব্লকের তুরতুরিখণ্ড, রায়ডাক, কামাখ্যাগুড়ি ১ গ্রাম পঞ্চায়েত ছাড়াও আলিপুরদুয়ার ২ ব্লকের একাধিক এলাকায় জল জমেছে। ক্রান্তিতে তিস্তা, চেল, খুলনাই, ধরলা, ফালাঝোরা-সহ বিভিন্ন নদীর জল বেড়েই চলেছে। প্রবল বৃষ্টিতে ব্লকের চাপাডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েতের মাস্টারপাড়া, কেরানিপাড়া ও সেনপাড়ার প্রায় ২৫০টি বাড়িতে জল ঢুকেছে। বহু জমিতে জল জমায় আমন ধানের চারা রোপণ ব্যাহত হচ্ছে। এলাকা জুড়ে পানীয় জলের মারাত্মক সমস্যা দেখা দিয়েছে।

তিস্তার জল বাড়ায় আশঙ্কায় চ্যাঙমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকার বাসিন্দারা। কালচিনি ব্লকের হাসিমারা চৌপথি থেকে সাতালি যাওয়ার রাস্তা, কালচিনি স্টেশন লাইন, শান্তি কলোনি-সহ একাধিক এলাকা জলমগ্ন রয়েছে। জলমগ্ন হ্যামিল্টনগঞ্জের পাঁচমোড় এলাকা। জয়গাঁরও অনেকাংশে এদিন জল জমেছে। বাসরা নদীর জল সেন্ট্রাল ডুয়ার্স চা বাগানে ঢুকেছে। ধূপগুড়ি পুরসভার ৩, ৭, ১২, ১৫, ১৬ নম্বর ওয়ার্ড-সহ একাধিক এলাকায় রাস্তা, বাড়ি জলমগ্ন। ময়নাগুড়ি শহরের অনেক ওয়ার্ডের শোচনীয় অবস্থা।

মিডল বাঙ্কের শিকল খুলে আহত রেল যাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেরলের ছায়া এবার পশ্চিমবঙ্গেও। মিডল বাঙ্কের শিকল খুলে আহত হলেন এক যাত্রী। রবিবার সকালে উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস শিয়ালদা ঢোকার সময়ে লোয়ার বাঙ্কে বসেছিলেন বিমলেন্দু রায়। আচমকা তার মাথায় খুলে পড়ে শিকল। মাথা থেকে রক্ত বেরোতে থাকে। অভিযোগ, শিয়ালদা স্টেশনে ঘটনা ঘটলেও রেলের কোনও ডাক্তারকে হাতের কাছে পাননি তিনি। শেষ পর্যন্ত সহযাত্রীদের উদ্যোগে রেলের কর্মরত টিটিই তাঁকে স্টেশন মাস্টারের কাছে নিয়ে যান। সেখান থেকে তাঁকে নীলরতন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

এদিকে বিমলেন্দুবাবুর সহযাত্রীরা জানাচ্ছেন, উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসের থার্ড এসি-তে ৪১ ও ৪৪ নম্বর বার্থের মধ্যে বসেছিলেন বিমলেন্দুবাবু। এই সময় মিডল বার্থের চেনটি আচমকা খুলে যায় লক থেকে এবং সেটি সমেত খুলে পড়ে যাত্রীর মাথায়। তবে হঠাৎ করে কীভাবে এই ঘটনা ঘটল তা নিয়ে যাত্রীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। রেলের তরফে জানা যাচ্ছে, কোনও ভাবে তিনি মিডল বার্থ খোলার চেষ্টা করছিলেন। সেই সময় চেনটি আচমকা খুলে যায় এবং তার মাথায় গিয়ে পড়ে।

রথের দিনে জল থৈথৈ ক্যামাক স্ট্রিট

পূর্ণ গতিতে চলছে গৌরকিশোর ঘোষ মেট্রো স্টেশনের কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কবি সুভাষ-বিমানবন্দর করিডোরের (অরেঞ্জ লাইন) গৌর কিশোর ঘোষ মেট্রো স্টেশনের নির্মাণ কাজ চলছে পূর্ণ গতিতে, এমনটাই জানাল কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ। এই স্টেশনটি কলকাতার অন্যতম ব্যস্ত ট্রাফিক পয়েন্ট চিংড়িঘাটা ক্রসিং-এ হতে চলেছে। এটি চালু হলে, সুকান্ত নগর এলাকার কাছে অবস্থিত। বিখ্যাত সাংবাদিক, লেখক গৌর কিশোর ঘোষের নামে নামকরণ করা এই স্টেশনটি সল্টলেকের অন্যতম প্রধান প্রবেশপথ হতে চলেছে বলে জানাচ্ছে কলকাতা মেট্রো। একইসঙ্গে এই স্টেশনটি আগামী দিনে প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রীদের পরিষেবা দিতে চলেছে।

ইতিমধ্যে এই স্টেশনের কাঠামোগত কাজ শেষ হয়েছে এবং এখন সমাপ্তির কাজ চলছে। এই স্টেশনের প্রবেশ ও প্রস্থান পয়েন্টের প্রায় ৬০ শতাংশ নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে এবং ভারসাম্যের কাজ চলছে। ইতিমধ্যেই প্ল্যাটফর্ম স্তরের নির্মাণ কাজ, ছাদের ইস্পাত কাঠামোর কাজ শেষ হয়েছে। ছাদের কাজ চলছে। এই স্টেশনে আসা ভায়াডাক্টের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। এই স্টেশনের প্রায় ৪০ শতাংশ স্থাপত্য কাজও সম্পূর্ণ হয়েছে। বাকি কাজ চলছে। গৌর কিশোর ঘোষ স্টেশনে অত্যাধুনিক যাত্রী সুবিধা দেওয়া হবে। এই স্টেশনে ৮টি এসকেলেটর, ৪টি লিফটের ব্যবস্থা থাকছে। এগুলি ছাড়াও এখানে ৮টি সিঁড়িও থাকছে। গৌর কিশোর ঘোষ স্টেশনে ৪ টি টিকিট কাউন্টার সহ ১৮০ মিটার দৈর্ঘ্যের দুটি প্রশস্ত প্ল্যাটফর্ম থাকবে। স্ব-টিকিটিং সুবিধার জন্য স্বয়ংক্রিয় স্মার্ট কার্ড রিচার্জ মেশিন, ১টি প্রাথমিক চিকিৎসা কক্ষ এবং প্ল্যাটফর্মে বসার বেঞ্চও থাকছে। এগুলি ছাড়াও যাত্রীদের সুবিধার্থে মহিলাদের জন্য একটি, ভদ্রলোকদের জন্য একটি এবং দিব্যাঙ্গজনদের জন্য একটি টয়লেটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্যান্য সুবিধার মধ্যে, যাত্রীদের ব্যবহারের জন্য ওয়াটার কুলার স্থাপন করা হবে। এছাড়াও থাকছে পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম, ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড, যাত্রীদের সুবিধার্থে জরুরি আলোর সুবিধা, অন্ধদের জন্য স্পর্শকাতর মেঝে নির্দেশক-এর মতো আরও কিছু অতিরিক্ত সুবিধা।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৮ ই জুলাই। ২৩ শে আষাঢ়। সোম বার। তৃতীয়া তিথি। জন্মে কর্কট রাশি। অষ্টত্তরি চন্দ্র র বিংশোত্তরী শনির মহাদশা। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : গ্রহ অবস্থান যা তাতে আজকের দিনটি খুব সাধারণ ভাবে কাটবে। যারা ইলেকট্রিক্যাল ব্যবসা করেন যারা মেকানিক্যাল ব্যবসা করেন, বাণিজ্যের সুযোগ আসবে--তবে আজকে নয়। প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলুন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ দলের হয়ে মত প্রকাশ, না করা শুভ। সকালে পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, গুপ্ত শত্রু ষড়যন্ত্র থাকবে। ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : বিদ্যাযোগে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ে যাদের কথা পাকা হওয়ার ছিল, তাদের সু-সম্পর্ক বজায় থাকবে। প্রেমিক যুগল শুভদিন। বাণিজ্য অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা বিশেষত যারা জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে কাজ করেন, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত। দুর্গা মায়ের নামকরণ।

মিথুন রাশি : বেতনভুক কর্মচারীদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দেওয়া কাজ, শেষ করার জন্য সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে, বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে কাজ করেন তাদের অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকলেও বিশেষ কোনো অশুভ যোগ নেই। দেবী মহাকালীর নাম করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কর্কট রাশি : গ্রহ অবস্থান রাশিচক্র অনুসারে আজ খুবই সতর্ক থাকার দিন। বাড়িতে গৃহ-বিবাদ। কর্মে অশান্তি দায়ক পরিবেশ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কুনজর থাকবে। যারা পুলিশ-প্রশাসন-সেনা, সরকারি আধিকারিক তাদের সতর্ক হয়ে আজকের দিনটি বাক্য ব্যয় করা উচিত। সন্তানের বিদ্যালয়ে একটি সমস্যা দেখা দেবে, ঠান্ডা মাথায় ধৈর্য ধরে তা সমাধান করা উচিত, পরিচিত কোন মানুষের দ্বারা মনে কষ্টপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। দুর্গা মায়ের নামকরণ শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পারিবারিক যে সমস্যা দানা বেঁধেছিল তা সমাধান হয়ে পড়বে। বি পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যবসায় অর্থপ্রাপ্তি- বিশেষত যারা হোটেল-রেস্তোরা ব্যবসা করেন। জমি বাস্তু বিষয় অতীব শুভ। সমাজে সম্মান প্রাপ্তি এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান গণেশের উদ্দেশ্যে দূর্বা প্রদান করলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি। কর্ম প্রার্থী যারা, তাদের কাছে নতুন সুযোগের সম্ভাবনাময় কাল। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নতুন চুক্তির সম্ভাবনা। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। যাকে কথা দিয়েছিলেন সে কথা রাখার জন্য, আজ বড় আর্থিক লাভ সম্ভাবনা। পরিবারে নারীর বুদ্ধির দ্বারা জয় লাভ। ভক্ত হনুমানজির চরণে আরতী করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : গ্রহ যোগ আজকে যা আছে তাতে নতুন বড় কোন ব্যবসায়িক চুক্তির সম্ভাবনা। বেতনভোগ কর্ম যারা করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে যারা কাজ করেন, যাদের খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা, যাদের তরল পদার্থ এবং বাস্তু জমি বিষয় ব্যবসা তাদের লাভ প্রাপ্তির সম্ভাবনা, বিদ্যা যোগ। শুভ উচ্চ বিদ্যা যোগ। সুখ বৃদ্ধি কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের কাছে, নতুন পথের সম্ভাবনা। ধৈর্য ধরে নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে চলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর উদ্দেশ্যে পুজো পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ সতর্ক থাকার দিন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রবল আকার নেবে, বুদ্ধির দ্বারা প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার দ্বারা ছলে বলে কৌশলে, শত্রুকে পরাজিত করতে পারবেন। বাণিজ্যে নতুন ভাবে লগ্নী করা উচিত নয়, সন্তানের কারণে পরিবারে অশান্তির যোগ। এক গৃহ শিক্ষকের কারণে ভুল বোঝাবুঝি। বেতন ভোগ কর্মচারীদের কোন পরিস্থিতিতেই তর্ক ও বিতর্কে না জড়িয়ে এই বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়া মঙ্গলজনক। পরিবারে তর্কবিতর্কের সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে দেবী দুর্গা মায়ের উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হোক তৈরি হবে।

ধনু রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থ লাভ। বেতনভোগ কর্মচারীদের সম্মান প্রাপ্তি এবং অর্থ লাভ বিশেষত যারা বৈধভাবে পশু পাখির ব্যবসা করেন। যারা কাচের দ্রব্যের ব্যবসা করেন। যারা তরল পদার্থ, জল দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। প্রবীন মানুষ যিনি উ চিকিৎসার জন্য কোথাও ছিলেন তিনি আজ বাড়ি ফেরার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আয় এর থেকে ব্যায় বৃদ্ধি। আজ সামান্য কথাতে তর্কের সম্ভাবনা। আপনার ভেতরের শৈল্পিক মানসিকতা কিছু মানুষের ঈর্ষা র কারণ হয়ে পড়বে। ইনস্টিটিউট বা বিদ্যা বিষয়ক ব্যবসা-বাণিজ্যে যারা আছেন তাদের সফলতা থাকবেই। বাড়ি জমি বাস্তু বিষয় শুভ চিন্তা হবে। নতুন এক সম্পর্কের দ্বারা অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চদীপ জেলে আরতি কোন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : গত দিনের যে অস্থিরতা ছিল আজ তার শান্তির বাতাবরণে থাকবে। আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে সম্মান প্রাপ্তির দিন। অর্থ প্রাপ্তির দিন বুদ্ধির দ্বারা জয়ী উ হবার দিন। প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতায় আজ প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি নতুন কর্মের সুযোগ। বাণিজ্যের লগ্নী করতে পারেন অসুবিধা নাই। যারা আমন্ত্রণ অনুসন্ধান বিভাগে কাজ করেন তাদের খুবই শুভ যোগ। প্রশাসনিক কর্মে যারা কাজ করেন তাদেরও শুভ যোগ। বিদ্যা যোগের শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। বাড়ীর গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে, আতপ চাল সহ দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : মানসিকভাবে কোন সংবাদে দুঃখ পেতে পারেন। যে কাজটা আটকে গেল, যে কাজের জন্য আপনি কিছু সময় পরিশ্রম করেছেন, সেই বিষয়ে হয়তো ভবিষ্যতে কোন সুযোগ আসবে। আজকে গ্রহ সংস্থান বলছে খুব সতর্ক হয়ে চলা ভালো। যাকে বিশ্বাস করেছেন তিনি অবিশ্বাসের কাজ করতে পারেন। বিবাহে ডিভোর্সের যে মামলা চলছে, সেই বিষয়ে আজ কোন মতামত না দেওয়া শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভত্ব তৈরি হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

LOST & FOUND

The Original Deeds being Nos. 1657 of 1940 of District Sub Registrar, Alipore 24 Parganas South and 1823 of 1990 of ADSR Alipore 24 Parganas South from the custody of Sri Sabyasachi Ghosh and Smt. Pampa Ghosh (owners) and they have lodged a General Diary in respect of the same before the Kalighat Police Station on 26.05.2024 vide G.D.E No 1791 dated 26.05.2024. If any person having the aforesaid Original Deeds and having any claim, share, right, title, interest, concerning the matter or any objection whatsoever must notify the same to Sri Sabyasachi Ghosh and Smt. Pampa Ghosh (8240285351) of 44D, Iswar Ganguly Lane, P.S. Kalighat, Kolkata-700 026 with supporting documentary evidence within 15 days from the date of the publish of this notice thereafter the claim if any shall be deemed to be waived and no further claim shall be entertained.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে **১) শ্রী মদন মোহন হালদার,** পিতা- রামচরন হালদার, **২) শ্রী প্রতাপ স্বর্ণকার,** পিতা- লক্ষ্মী নারায়ন স্বর্ণকার, **৩) শ্রী আশীষ কুমার নন্দী,** পিতা - গদাধর নন্দী, **৪) শ্রী স্বপন দাস,** পিতা- অনন্ত কুমার দাস, (১), (৩), (৪) নং এর সাকিম ও পো: সিমলাগড়, থানা – পান্ডুয়া, জেলা – হুগলী, (২) নং এর সাকিম চাঁপাহাটি, পোস্ট – সিমলাগড়, থানা- পান্ডুয়া, জেলা - হুগলী বিগত ইং 05/03/2008 তারিখে এ.ডি. এস. আর., পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে IV-3/2008 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাদেরকে {**(১) শ্রীমতী সুলেখা দাস**, স্বামী - স্বপন দাস, **২) শ্রীমতী পূর্ণিমা শেঠ (নন্দী)**, স্বামী- আশীষ কুমার নন্দী, উভয়ের সাকিম সিমলাগর, পোস্ট – সিমলাগড়, থানা – পান্ডুয়া, জেলা – হুগলী} ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমরা আমমোক্তারদ্বয়, বিগত ইং 07/11/2008 তারিখে A.D.S.R. পান্ডুয়া, রেজিস্ট্রি অফিসে I-2330/2008 নং দলিল মূলে বাসুদেব সরকার, পিতা - গোপাল চন্দ্র সরকার, সাকিম - চাঁপাহাটি, পোস্ট সিমলাগড়, থানা পান্ডুয়া, জেলা হুগলী, মহাশয়কে 4.96 শতক সম্পত্তি বিক্রয় করি। যাহা বর্তমানে পূর্ব মালিক শৈলেন কুমার পাল পিতা বসন্ত কুমার পাল ও মানিক সাধখাঁ পিতা এককড়ি সাধুখাঁর নাম পর্চায় নথিভুক্ত রহিয়াছে।

তপশীল - জেলা - হুগলী, থানা - পান্ডুয়া, মৌজা - চাঁপাহাটি, জে. এল. নং 52, সাবেক নং 141 এবং হাল নং 707 ও 1143 খতিয়ানে, সাবেক দাগ 1172 ও 1173 এবং হাল 1453 দাগে

উক্ত মদন মোহন হালদার 36 শতকের মধ্যে 12 শতক, শ্রী প্রতাপ স্বর্ণকার 24 শতকের মধ্যে 08 শতক, শ্রী আশীষ কুমার নন্দী ও শ্রী স্বপন দাস 04 শতকের মধ্যে 04 শতক, একুনে সর্বমোট 24 শতক শালি জমি আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য আগামী ১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন ।

শ্রীমতী সুলেখা দাস,
শ্রীমতী পূর্ণিমা শেঠ (নন্দী),
আমমোক্তারগণ

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

In the Court of the Ld. District Judge, Midnapore
Dist-Paschim Medinipur
Ref: J. Misc. Case No. 34/2023

Shri Dulal Chand Pachri, S/O Late Basanta Pachri, Vill - Chandipur Old Malancha P.O. - Rakhajungle, P.S. - Kharagpur (Local), Dist-Paschim Medinipur

এতদ্বারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুর টাউন থানার অন্তর্গত মুক্তিচক মৌজায় চন্ডিপুর ওল্ড মালঞ্চা, পোঃ-রাখাজঙ্গল এর সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে উপরোক্ত দরখাস্তকারী শ্রী শ্রী শীতলা ঠাকুরানীর পক্ষে সেবায়েত বসন্ত পাচুড়ী পরলোকগমন করায় তার একমাত্র পুত্র দুলাল চাঁদ পাচুড়ী পারিবারিক দেবতার সেবায়েত হিসাবে মন্দির সংস্কারের জন্য নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার জন্য উপরোক্ত মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছে। উক্ত মোকর্দ্দমার সম্পর্কে কাহারো কোন বক্তব্য ও আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের 29-08-24 দিনের মধ্যে আদালতে আসিয়া স্বয়ং অথবা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির দ্বারা হাজির হইয়া তাহা জানাইবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী বিচার পূর্বক আদেশ হইবে ।

তপশীল সম্পত্তির বিবরন

জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- খড়্গপুর টাউন, মৌজা- মুক্তিচক, জে.এল নং - ০৯৬, এল.আর খতিয়ান নং ৭৪, এল.আর দাগ নং- ২১৯, পরিমান ০.২২ একর, এল.আরদাগ নং - ২২০, পরিমান ০.২১ একর সর্বমোট পরিমান ০.৪৩ একর ভূমি যাহার সর্বোচ্চ বাজার মূল্য ১,৯৩,৫০০/- (এক লক্ষ তিরানব্বই হাজার পাঁচশত) টাকায় বিক্রয় করিবার অনুমতি প্রার্থনায় অত্র মোকর্দ্দমা উত্থাপন করা হইল।

আদেশানুসারে
বিভাস মন্ডল
সেরেস্তাদার
জেলা জজ আদালত, পশ্চিম মেদিনীপুর

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ৮ জুলাই ২০২৪ ২২ আষাঢ় ১৪৩১ সোমবার

বৃষ্টি মাথায় ইসকনের রথের রশিতে টান মুখ্যমন্ত্রীর

দিলেন পরের বছর দিঘায় রথযাত্রা পালনের বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রতি বছরের মতো এবারও ইসকনের রথযাত্রা অনুষ্ঠানে অংশ নিতে দেখা গেল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বৃষ্টি মাথায় নিয়েই টানলেন রথের রশিও। দুপুর ২টো নাগাদ কলকাতার ইসকন মন্দিরে যান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। প্রথমে সেখানে গিয়ে পুজো দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কথা বলেন মন্দিরের পুজারিদের সঙ্গেও। বেড়িয়ে এসে সকলকে রথযাত্রার শুভেচ্ছা জানান। পাশাপাশি দিঘায় পুরীর আদলে নতুন জগন্নাথ মন্দির সম্পর্কে কিছু বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, 'বাংলায় আমরা সমস্ত ধর্মীয় উৎসব পালন করি। বাংলার অর্ধেক মানুষ জগন্নাথ দর্শন করছেন বিভিন্ন জায়গায়। আগামী বছর দিঘায় পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের আদলে যে মন্দির তৈরি হয়েছে সেখানে রথযাত্রা পালন হবে। সেই মন্দিরের কাজ প্রায় হয়ে গিয়েছে। মন্দির উদ্বোধনের দিন সকলে আসবেন।'

এদিন সকালেই এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্টও শেয়ার করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে তিনি লেখেন, 'সকলকে জানাই রথযাত্রার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। প্রার্থনা করি, প্রভু জগন্নাথের কৃপায় এই শুভদিন সকলের জন্য হয়ে উঠুক মঙ্গলময়। আজ সারা বাংলা জুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই উৎসবে যোগ দেবেন। ঐতিহাসিক মাহেশে আমরা মন্দিরের ঐতিহ্যসম্মত পুনর্নির্মাণ করেছি, কলকাতায় ইসকনের রথযাত্রায় আমি যোগ দেব, আগামীবছর এর সঙ্গে যুক্ত হবে দিঘার বিশাল রথযাত্রা! জয় জগন্নাথ!'

এদিন রথের রশি টানার আগে ইসকনের রথের সামনে পুজো

করেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর অ্যালবার্ট রোডের ইসকন মন্দির থেকে দুপুর ২টো নাগাদ শুরু হয় রথযাত্রা। এরপর হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিট, এজেসি বোস রোড, শরৎ বোস রোড, হাজরা রোড, এসপি মুখার্জি রোড, আশুতোষ মুখার্জি রোড, চৌরঙ্গী রোড, এক্সাইড ক্রসিং, জেএল নেহেরু রোড, আউটট্রাম রোড ধরে সোজা ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের উপর দিয়ে যায় রথ।

ইসকনের রথের একাধিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ভগবান বলরামের রথ সবথেকে লম্বা। ৩৮ ফুট উঁচু, ১৮ ফুট চওড়া এবং ৩৬ ফুট লম্বা। ইসকন গত ৪০ বছর ধরে এই রথ ব্যবহার করছে। রথে সংকোচনযোগ্য চাঁদোয়া থাকায় সহজেই তা এগিয়ে যায়। সুভদ্রা মহারাণীর রথটি সবচেয়ে ছোট, লোহার চাকা দ্বারা নির্মিত। এটির উপরেও সংকোচনযোগ্য চাঁদোয়া রয়েছে। ভগবান জগন্নাথের রথ বলদেবের চেয়ে সামান্য ছোট কিন্তু সুভদ্রার চেয়ে বড়, ভারী কাঠামোকে বহন করার জন্য বোয়িং ৭৭৭-এর চাকা সহ ৩৬ ফুট উঁচু, ১৭ ফুট চওড়া এবং প্রায় ৩০ ফুট লম্বা।

জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রার এই তিন রথ ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে (পার্ক স্ট্রিট মেট্রো স্টেশনের বিপরীতে) ৮ থেকে ১৪ জুলাই পর্যন্ত থাকবে। যেখানে একটি বর্ণাঢ্য মেলার আয়োজন করা হবে। প্রতিদিন বিকাল সাড়ে ৩টা থেকে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত খিচুড়ি প্রসাদ পরিবেশন করা হবে। ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের নৃত্যদল, পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত নৃত্যশিল্পী-সহ ভারত ও বিদেশের বিশিষ্ট শিল্পীরা প্রতিদিন ভগবানের সামনে নৃত্য পরিবেশন করবেন। এছাড়াও মঞ্চে পরিবেশিত নৃত্য, নাটক, কীর্তন ও ছায়ানৃত্য।

কল্যাণের হয়ে ভোটপ্রচারে শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবাসরীয় ভোটপ্রচারে নামতে দেখা গেল বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে। আগামী ১০ জুলাই ৪ বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন। আর এই চার বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে অন্যতম উত্তর কলকাতার মানিকতলা। তৃণমূল বিধায়ক তথা মন্ত্রী সাধন পাণ্ডের প্রয়াণে দীর্ঘদিন পর কলকাতার মানিকতলাতেও উপনির্বাচন আগামী ১০ জুলাই। মানিকতলা উপনির্বাচনে বিজেপি মনোনীত প্রার্থী কল্যাণ চৌবের সমর্থনে কাঁকুড়গাছি মোড় থেকে রবিবার পদযাত্রায় অংশ নেন শুভেন্দু অধিকারী। এদিনের পদযাত্রায় প্রার্থী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তাপস রায়, উত্তর কলকাতা জেলা বিজেপি সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষ, সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। ঢাকঢোল, ধামসা মাদল-সহ ভোটপ্রচারে বিজেপি কর্মী সমর্থকরাও পথে প্রচারে অংশ নেন।

কাঁকুড়গাছি থেকে উল্টোডাঙ্গা হয়ে শ্যামবাজার পর্যন্ত বিজেপি প্রার্থী কল্যাণ চৌবের সমর্থনে এদিনের পদযাত্রা হয়। দলীয় প্রতীক পদ্ম ফুলের প্ল্যাকার্ড হাতে জনসংযোগের লক্ষ্যে দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করেন শুভেন্দু। রাস্তার দু'প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষদের সঙ্গে জনসংযোগ

মানিকতলা বিধানসভা উপনির্বাচনে বিজেপি মনোনীত প্রার্থী কল্যাণ চৌবের সমর্থনে রবিবারে নির্বাচনী প্রচারে পদযাত্রায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সঙ্গে ছিলেন সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো, প্রাক্তন বিধায়ক তাপস রায়, বিধায়ক নীলাদ্রি শেখর দানা, কাউন্সিলর মীনা দেবী পুরোহিত ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

এবং পদযাত্রার যাত্রাপথের দুধারের বহুতল আবাসনের আবাসিকদের উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে ভোট প্রার্থনা করেন শুভেন্দু। জবাবে আবাসনের আবাসিকদের একাংশের তরফেও বিরোধী দলনেতাকে উদ্দেশ্য করে হাত নাড়তে আবার কাউকে হাতজোড় করতে দেখা যায়।

বলাবাহুল্য, চব্বিশের লোকসভা ভোটে ভরাডুবি হয়েছে বঙ্গ বিজেপির। নিয়োগ দুর্নীতি থেকে সন্দেশখালি। পদ্ম শিবির একের পর এক অস্ত্রে শান দিয়েছে। কিন্তু, ভোটে ফল মেলেনি। এবার সামনে উপনির্বাচন। একুশে জয়ী তিন বিজেপি প্রার্থীর দলবদলের জেরে অকাল ভোট নদিয়ার রানাঘাট দক্ষিণ, উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা, উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে। এর মধ্যে প্রথম তিনটি আসনেই উনিশের লোকসভা ভোট থেকে বিজেপির দাপট। এবার উপনির্বাচনেও ওই তিনটি আসন ধরে রাখতে বিজেপি মরিয়া।

বিধানসভা উপনির্বাচনে নিরাপত্তার দায়িত্বে ৭০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী ১০ জুলাই রাজ্যে চারটি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন। মাস খানেক আগে রাজ্যে লোকসভা নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। মোটের উপর শান্তিতেই হয়েছে লোকসভা নির্বাচন। বিধানসভা উপনির্বাচনের ক্ষেত্রেও নিরাপত্তার কোনও খামতি রাখতে চাইছে না কমিশন। আর সেই কারণেই চার বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের জন্য বাড়ানো হল কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যা। অতিরিক্ত আরও ১৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে চার বিধানসভা উপনির্বাচনের নিরাপত্তার জন্য।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, রায়গঞ্জে অতিরিক্ত আরও চার কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়ন করা হবে। একইসঙ্গে রানাঘাটে আরও ৪ কোম্পানি, বাগদায় ৪ কোম্পানি এবং মানিকতলায় অতিরিক্ত আরও ৩ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকবে। অর্থাৎ চার বিধানসভা উপনির্বাচনের জন্য রাজ্যে থাকছে ৭০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। এর আগে ৫৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে আবেদন জানিয়েছিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন এবং সেই মতো বাহিনী মোতায়ন করা হয়েছিল। তবে রাজ্যের বর্তমান আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে নির্বাচন যাতে সুষ্ঠু, অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে করা যায় সেই জন্য আরও অতিরিক্ত ১৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। অর্থাৎ ৪ কেন্দ্রে বিধানসভা উপনির্বাচনের জন্য রায়গঞ্জে থাকছে ১৬ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী, রানাঘাটে থাকছে ১৯ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী, বাগদায় থাকছে ২০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং মানিক তলায় থাকছে ১৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী।

উল্লেখ্য, এই ৭০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর মধ্যে সিআরপিএফ থাকবে ১৪ কোম্পানি, বিএসএফ থাকবে ১৯ কোম্পানি, সিআইএসএফ থাকবে ১০ কোম্পানি, আইটিবিপি থাকবে ১৪ কোম্পানি এবং এসএসবি থাকবে ১৩ কোম্পানি।

রবিবার নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত এপিএআই প্রি-কাউন্সিলিং ফেয়ার ২০২৪-এ কলেজের ডেস্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করছেন ছাত্রীরা।

ফের গণপিটুনিতে যুবকের মৃত্যু ভাঙড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রশাসনের লাগাতার সতর্কবার্তা, একটানা প্রচার, পুলিশি তৎপরতার পরেও বদলাচ্ছে না ছবিটা। ফের গণপিটুনিতে মৃত্যু হল আর এক ব্যক্তির। ঘটনাস্থল এবার ভাঙড়। চোর সন্দেহে বেঁধে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠেছে। এমনকী যে জায়গায় ঘটনা ঘটেছে তা কিন্তু একেবারে থানার অদূরেই। তাতেই প্রশ্ন উঠছে এলাকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে।

এদিকে সূত্রে খবর, মৃত ব্যক্তির নাম আজগার মোল্লা। বাড়ি ফুলবাড়ি এলাকায়। ভাঙড় বাজারে এদিন তাঁকে চোর সন্দেহে পিটিয়ে মেরে ফেলে উত্তেজিত জনতা। এমনকী মারের পর দেহ দীর্ঘক্ষণ পরে থাকলেও পুলিশ আসেনি বলেই জানা গেছে স্থানীয় সূত্রে। শেষে গ্রামবাসীরাই মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এদিকে এই ঘটনার পর থেকেই বাজারের ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষজন কার্যত মুখে কুলুপ এটেছে। ভরা বাজারে দীর্ঘক্ষণ দেহ পড়ে থাকলেও কেন পুলিশ এল না সেই প্রশ্নও উঠতে শুরু করে দিয়েছে।

এদিকে এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন আজগরের পরিবারের সদস্যরাও। তাঁরা জানিয়েছেন, কী থেকে এমন ঘটনার সূত্রপাত তাঁরা কিছুই জানেন না। অন্যদিকে এলাকার বাসিন্দারা জানান, 'অনেকদিন থেকে এই এলাকায় চুরি হচ্ছে। রাতে নাইট গার্ড থাকে। তাঁরা চলে গেলেই চুরি বেড়ে যায়। রবিবার একজন ধরা পড়ে। তারপরই তাকে বেঁধে রাখা হয়। সবাই এসে চড়-চাপড় মারছিল। বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল সে। আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম পাতা খেড়ে হয়তো। নাটক করে শুয়ে আছে। তারপর দেখি আর উঠছে না।'

তিনবার যাত্রা শুরুর ঘোষণা করেও বিমান বাতিল, বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন: তিন তিনবার যাত্রা শুরুর ঘোষণা করেও বাতিল বিমান। শনিবার এমনই ঘটনার সাক্ষী থাকেন দমদম বিমানবন্দরের যাত্রীদের একাংশ। তাতেই চরমে ওঠে যাত্রীদের ক্ষোভ। এরপর এই ক্ষোভে বদলায় বিক্ষোভেও। সূত্রের খবর, শনিবার বিকাল ৪টে বেজে ১৫ মিনিটে কলকাতা থেকে ভুবনেশ্বর যাওয়ার কথা ছিল এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের একটি বিমানের। যথা সময়ে চলেও এসেছিলেন যাত্রীরা। এয়ারপোর্টের রীতিনীতি, চেকিং শেষ হওয়ার পর সবাই বিমানে ওঠার তোড়জোড় করছেন তখনই ঘোষণা করা হয়, নির্ধারিত সময়ে ছাড়বে না বিমানটি। সঙ্গে এও জানানো হয় রাত ৮টা বেজে ৫ মিনিটে বিমানটি কলকাতা ছেড়ে ভুবনেশ্বর যাবে। আচমকা এই ঘোষণায় বিপাকে পড়েন যাত্রীরা। বাড়তে থাকে উৎকণ্ঠা। তখন থেকেই যাত্রীদের মধ্যে বাড়তে থাকে ক্ষোভ। ফের একবার বিমানে ওঠার মুখে আসে নতুন ঘোষণা। জানানো হয়, রাত ৯টা বেজে ৪০ মিনিটে ছাড়বে বিমানটি। ফের প্রায় দেড় ঘণ্টা অপেক্ষা করেন যাত্রীরা। কিন্তু, এখানেই ঘটনার শেষ নয়। দীর্ঘ অপেক্ষার পরেও শেষ পর্যন্ত জানানো হয় ছাড়বেই না বিমানটি।

কালাজ্বরে মৃত্যুর ঘটনায় কপালে ভাঁজ প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৩ সালে রাজ্যে মোট ১৭ জন আক্রান্ত হয়েছিলেন কালাজ্বরে। তবে আক্রান্তদের একজনও মারা যাননি। কিন্তু এ বছর প্রথম ছ'মাসেই আক্রান্তের সংখ্যা গত বছরের আক্রান্তের সংখ্যাকে প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছে। এদিকে ২০২৪ -এ জুন মাস পর্যন্ত রাজ্যে ১৬ জনের রিপোর্ট পজিটিভ, কালাজ্বরে মৃতের সংখ্যা দুই। প্রশাসন সূত্রে জানা দিয়েছে, মৃত দু'জনের একজন বীরভূম জেলার মুরারই এবং অন্য জন পুরুলিয়া জেলার। রাজ্যে তিন বছর পর ফের কালাজ্বরে আক্রান্ত হয়ে দু'জনের মৃত্যু স্বভাবতই উদ্বেগ বাড়িয়েছে স্বাস্থ্য কর্তাদের। তবে বিশেষজ্ঞদের কাছে এখনও পর্যন্ত পুরোপুরি স্পষ্ট নয় যে, রোগের প্রকোপ এবার কেন বেশি। তাই কারণ খুঁজে বের করতে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কমিটি তৈরি হওয়ার পাশাপাশি রোগের মোকাবিলায় একগুচ্ছ পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে স্বাস্থ্য ভবন সূত্রে খবর।

এদিকে স্বাস্থ্য ভবন সূত্রে খবর, যে জেলাগুলোয় কালাজ্বরের প্রকোপ এখনও রয়েছে, সেগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে হটস্পট হিসেবে। ওই জেলাগুলো হল দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদিয়া, দার্জিলিং, কালিম্পং, মালদা, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব বর্ধমান ও পশ্চিম বর্ধমান। স্বাস্থ্য ভবনের টার্গেট, ওই জেলাগুলোয় প্রতি ১০ হাজার বাসিন্দার মধ্যে আক্রান্তের সংখ্যা কমিয়ে একজনে নিয়ে আসা। এর পাশাপাশি আক্রান্তের সংখ্যা কমাতে এবং রোগীদের চিহ্নিত করার জন্য যা যা করণীয় তাও মেনে চলতে বলা হয়েছে। এখানেই শেষ নয়, সচেতনতা বাড়াতে তৈরি করা হচ্ছে তথ্যচিত্র। চিকিৎসকদের বক্তব্য, রক্তের বিশেষ ধরনের পরীক্ষার মাধ্যমে কালাজ্বর হয়েছে কি না তা জানা যায়। তবে সময় মতো চিকিৎসা শুরু না-হলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। সে জন্য কালাজ্বরে আক্রান্তকে চিকিৎসার জন্য দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে স্থানীয় প্রশাসনকে।

সঙ্গে স্বাস্থ্য দফতরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতাল এবং স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনকে নোডাল সেন্টার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, কালাজ্বর নির্মূল করতে রোগের বাহক বেলেমাছি বা স্যান্ড ফ্লাই নিধন করতে হবে। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, মশার এক-চতুর্থাংশ সাইজের এই পতঙ্গ লেসম্যানিয়া পরজীবীর সংক্রমণ ঘটালে কালাজ্বর হয়।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, মূলত মাটির বা পাকা বাড়ির বিভিন্ন ফাটলে বেলেমাছির বসবাস।

বৃষ্টি হলেও ভ্যাপসা গরম কমছে না দক্ষিণবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন: রথের দিনও বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছিল আলিপুর আবহাওয়া অফিস। পূর্বাভাস মতো বৃষ্টিও হয় রবিবার। তবে এত সবের পরও দক্ষিণবঙ্গে ভ্যাপসা গরম কিছুতেই কাটছে না। আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, রাজস্থান থেকে শুরু হয়ে মৌসুমী অক্ষরেখা বাংলার আসানসোল ও হুগলি হয়ে উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত থেকে নিম্নচাপ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ওড়িশা উপকূলে। এরফলে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে ভারি বৃষ্টিপাত না হলেও বর্ষার বৃষ্টিপাত হবে। অপরদিকে, উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার জেলার বেশিরভাগ অংশেই অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। সোম, মঙ্গলবার উপরের পাঁচ জেলার সঙ্গে উত্তর দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। তিস্তা, জলঢাকা-সহ একাধিক নদীতে জলস্তর বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। অপরদিকে, দক্ষিণবঙ্গে দিনভর মেঘলা আকাশ। আপাতত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখা দক্ষিণবঙ্গের উপর দিয়ে বিস্তৃত।

এসে গেল আর একটা নতুন শিক্ষাবর্ষ, কী বার্তা দিল স্বপ্নদীপের জীবন

অশোক সেনগুপ্ত

অনেক স্বপ্ন নিয়ে নদিয়ার হাঁসখালির বগুলার বাসিন্দা স্বপ্নদীপ কুণ্ডু ভর্তি হয়েছিলেন যাদবপুরে। গত বছর সবে নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়েছে। ৯ আগস্ট রাতে তিনি মা-কে ফোনে বললেন, 'মা আমার ভয় করছে।' এর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই নিভে গিয়েছিল স্বপ্নের দীপ। ওই মৃত্যু নিয়ে গোটা রাজ্য তো বটেই, আলোড়ন ফেলে দেয় রাজ্যের বাইরেও। তবে প্রচুর লেখালেখি, কমিটি, পুলিশ- প্রশাসন-বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃথক পৃথক তদন্তর পরেও ঝুলে রয়েছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

অস্বাভাবিক মৃত্যুর পর বছর ঘুরতে চলল। ফের এসে গেল আর একটা নতুন শিক্ষাবর্ষ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (জুটা)-র সাধারণ সম্পাদক পার্থপ্রতিম রায় প্রশ্ন তুলেছেন, 'কিসের ভিত্তিতে সবাই নিশ্চিন্ত হবেন, র‍্যাগিং বন্ধে কর্তৃপক্ষ পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিয়েছেন?' এসএফআই-এর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সম্পাদক শৌর্যদীপ্ত রায় বলেন, 'গোটা ঘটনায় আমাদের মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছে। অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া উচিত ছিল।' উল্লেখ্য, ২০২৩-এর ৯ আগস্ট গভীর রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন হস্টেলের 'এ' ব্লকের তৃতীয় তলার বারান্দা থেকে 'কোনও ভাবে' পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয় স্বপ্নদীপ কুণ্ডুর। বাংলা বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলেন তিনি। হস্টেলের অন্য পড়ুয়াদের দাবি, রাত ১১টা ৪৫ মিনিট নাগাদ তাঁরা ভারী কিছু পড়ার শব্দ পান। তাঁরা দেখেন, রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে স্বপ্নদীপ। উদ্ধার করে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নিকটবর্তী এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ মৃত্যু হয় তাঁর। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে পুলিশ।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কুণাল চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যও বিতর্ক উস্কে দেয়। তাঁর দাবি, 'র‍্যাগিংয়ের শিকার হয়ে স্বপ্নদীপ মারা গিয়েছেন।' বাংলা বিভাগের শিক্ষক রাজ্যেশ্বর সিন্হা বলেন, 'র‍্যাগিং হিসাবে বিষয়টিকে ধরে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবিলম্বে এফআইআর করা উচিত।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ ভাল লাগলেও হস্টেলে স্বপ্নদীপের কোনও সমস্যা হচ্ছিল। রাত ১০টা নাগাদ বাবাকে ফোন করে তিনি বলেছিলেন তাঁকে নিয়ে যেতে। কুণাল চট্টোপাধ্যায়ের পোস্ট এবং রাজ্যেশ্বর সিন্হার বক্তব্যে স্বপ্নদীপের মৃত্যু নিয়ে রহস্য আরও দানা বাঁধে।

হইচইয়ের জেরে ছাত্রাবাসে প্রথম বর্ষের যে সমস্ত পড়ুয়াদের 'এ-ওয়ান' ও 'এ-টু' ব্লক দেওয়া হয়েছিল, তাদেরকে নিউ বয়েজ হস্টেলে ১০ আগস্ট থেকে স্থানান্তর করা হয়। কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করে, কোনও পাশ করা ছাত্রছাত্রী বা কোনও বহিরাগত এসে কোনও হস্টেলে থাকতে পারবেন না। পুলিশ ৩০২ ধারায় তদন্ত শুরু করে। যা খুনের অভিযোগ। কলকাতা পুলিশের একটি বিশেষ দল নদিয়ায় গিয়ে স্বপ্নদীপের পরিবারের লোকজন ও পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে কথাও বলে। দফায় দফায় সম্ভাব্য অভিযুক্তদের জেরা শুরু করে পুলিশ। ১০ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে যান রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য সি ভি আনন্দ বোস। পর দিনই তিনি যাদবপুরের অধ্যাপকদের রাজভবনে ডেকে পাঠান। অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটির বৈঠক করেন। সেখানে দু'জন চিকিৎসককেও ডাকা হয়। এর মধ্যে একজন মনোরোগ চিকিৎসক, একজন মনোবিদ ছিলেন।

আগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে ১০ ছাত্রকে থানায় ডাকা হয়। একজনও আসেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটিও তদন্ত শুরু করে। তদন্তে নেমে সৌরভ চৌধুরী, মনোতোষ ঘোষ এবং দীপশেখর দত্তকে গ্রেফতার করার পরে তাঁদের জেরা করে আরও ছ'জনের নাম জানতে পারে পুলিশ। এরা হলেন, জম্মুর বাসিন্দা মহম্মদ আরিফ, পশ্চিম বর্ধমানের বাসিন্দা আসিফ আফজল আনসারি, দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলির বাসিন্দা অসিত সর্দার, মন্দিরবাজারের সুমন নস্কর, উত্তর ২৪ পরগনার বাসিন্দা অঙ্কন সরকার এবং পূর্ব মেদিনীপুরের এগরার বাসিন্দা সপ্তক কামিল্যা।

প্রথমেই গ্রেফতার করা হয়

মৃত ছাত্র স্বপ্নদীপ ও ধৃত অন্যতম মূল অভিযুক্ত সৌরভ

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী সৌরভকে। মূলত তাঁর দিকেই অভিযোগের আঙুল ওঠে। তাঁর নির্দেশেই ঘটনার দিন প্রথমবর্ষের ছাত্রদের উপরে নির্যাতন চালানো হয় বলে অভিযোগ। তাঁকে জেরা করে ১৫ অগস্ট যাঁদের গ্রেফতার করা হয় তাঁদের মধ্যে অসিত, সপ্তক এবং সুমন ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী। অন্যদিকে, মহম্মদ আরিফ পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে দাবি করেন, 'তিনি ওই ছাত্রকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু হাত ফসকে যাওয়ায় পড়ুয়া নীচে পড়ে যান।'

ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় ডিসেম্বর মাসের গোড়ায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া অরিত্র মজুমদার ওরফে আলুকে ৬ মাসের জন্য সাসপেন্ড করার সুপারিশ করে অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটি। এবং ছাত্রনেতা রুদ্র চট্টোপাধ্যায়কেও ১ মাসের জন্য সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নেয় ওই কমিটি।

এর পরেও ওই মৃত্যুকে ঘিরে হাজারো ঘটনা ঘটে। ইউজিসি ওই মৃত্যুর কড়া সমালোচনা করে। তারা এবং শিক্ষা দফতর পৃথক পর্যবেক্ষণ করে। চলে একটার পর একটা তদন্ত। 'জুটা'-র সাধারণ সম্পাদক পার্থপ্রতিম রায় বলেন, 'গোটা তদন্ত মূলত দুই ভাগে হয়েছে। একটা পুলিশি। তাতে ওই মৃত্যুর পর পর্যায়ক্রমে ধৃত ১১ জনকে রাখা হয়েছে জেল হেফাজতে। শুনানি চলছে। দ্বিতীয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের। অভ্যন্তরীন তদন্ত, অ্যান্টি র‍্যাগিং স্কোয়াড এবং অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটির সুপারিশে আরও প্রায় ৩০ জনকে নানা ধরণের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। তা রূপায়িত হয়নি।'

এসএফআই-এর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সম্পাদক সৌর্যদীপ্ত রায় বলেন, 'অ্যান্টি র‍্যাগিং স্কোয়াড এবং অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটির সুপারিশ কার্যকরী করার দায় ইসি-র। কিন্তু ইসি দায়িত্ব পালন না করে নতুন কিছু প্রস্তাব দিয়েছে। আমরা দাবি করছি চলতি মাসের মধ্যে স্বপ্নদীপের অস্বাভাবিক মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত সকলকে শাস্তি দিতে হবে।' পার্থপ্রতিম রায় রবিবার বলেন, 'গত সপ্তাহেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ২০০ শিক্ষক উপাচার্যকে র‍্যাগিং এবং আনুষঙ্গিক নানা বিষয় নিয়ে স্মারকলিপি দিয়েছি। যাদবপুরে কিছু ঘটলেই দেখা যায় বিশেষ কিছু ছাত্র সংগঠন অভিযুক্তদের বাঁচাতে প্রকাশ্যেই সক্রিয় হয়। ছাত্র-মৃত্যুর ঘটনায় কয়েক মাস ধরে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন স্তরে শুনানির পর অভিযুক্তদের ব্যাপারে কিছু নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ৫ জুলাইয়ের কার্যকরী কমিটির (ইসি) বৈঠকে তার সিলমোহর পেলে রূপায়ণে আর বাধা থাকত না। কিন্তু কিছু পড়ুয়ার উদ্দেশ্যমূলক বিরোধিতা এবং ইসি সদস্যদের গভীর রাতে ঘেরাও একটা চাপ তৈরি করে। ইসি সদস্যরা চাপে পড়ে আরও কিছু সুপারিশ করেছেন। যেটায় অভিযুক্তদের শাস্তিদানের সুযোগ বা সম্ভাবনা আরও যেন আরও সুদূরপরাহত হয়ে যাচ্ছে।'

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অবশ্য দাবি করেছেন, র‍্যাগিংয়ের সম্ভাবনা পুরোপুরি কমাতে নানা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ঠিক হয়েছে, মেন হস্টেলে নতুন দুটি বর্ষ অর্থাৎ ইউজি ওয়ান এবং টু-কে আলাদা আলাদা হস্টেলে রাখা হবে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ভিসি ভাস্কর গুপ্ত বলেন, 'র‍্যাগিংয়ের সম্ভাবনা পুরোপুরি কমাতে আমরা স্থির করেছি আলাদা আলাদা ভাবেই ফার্স্ট ও সেকেন্ড ইয়ারের পড়ুয়াদের রাখা হবে। সেই কারণে নতুন ভর্তি হতে চাওয়া পড়ুয়াদের কোথায় কোথায় রাখা যায় তা চিহ্নিত করা হয়েছে। ইউজি টুকেও আলাদা হস্টেলেই রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও পর্যায়ক্রমে এরকম আরও কিছু বিষয় রূপায়িত হবে।'

স্বপ্নদীপ-কাণ্ডে কড়া মন্তব্য করেছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)। সংগঠনের যাদবপুর ইউনিভার্সিটি শাখা-র কার্যকর্তা তথা বাংলা বিভাগ, প্রথম বর্ষর আদিত্য পল্লে অভিযোগ করেছেন, 'বিভিন্ন বামপন্থী সিনিয়রদের দ্বারা হোস্টেলে নির্যাতনের শিকার হয়ে মারা গিয়েছেন স্বপ্নদীপ। এই ঘটনা বাম পড়ুয়াদের সন্ত্রাসের ও কর্তৃপক্ষের অপদার্থ মনোভাবকেই প্রশ্রয় দিয়েছে। দোষীরা আজও সঠিক শাস্তি পায়নি। ঘটনাটির পর ১ বছর অতিক্রম হতে চলল। কিন্তু দোষীদের আইনের আওতায় এনে কঠিন শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে ক্যাম্পাস কর্তৃপক্ষ কোনও পদক্ষেপ নেননি। পুলিশ প্রশাসনও এই ব্যাপারে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকা পালন করছে। শুধুমাত্র ক্যাম্পাস, হোস্টেল থেকে বহিস্কার কখনও কোনও খুনির উপযুক্ত শাস্তি হতে পারে না। এটা স্বপ্নদীপের প্রতি হওয়া অন্যায়ের সুবিচার নয়। এই ব্যাপারে ক্যাম্পাস কর্তৃপক্ষের কাছে অপরাধীদের আইনের আওতায় এনে তাদের কঠোর থেকে কঠোরতর ও উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।' ক্যাম্পাসেপড়তে আসা নবাগত ছাত্রদের সম্পূর্ণ সুরক্ষার দায়িত্বও যেন কর্তৃপক্ষ নেন, সেই নিশ্চয়তা দরকার। এ ব্যাপারে উপযুক্ত গঠনমূলক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ক্যাম্পাস কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানান তিনি।

প্রসঙ্গত, স্বপ্নদীপের ঘটনায় হইচইয়ের রেশ না মিটতেই অভিযোগ ওঠে, গত ১৮ জানুয়ারি দুই অভিযুক্ত ছাত্র জোর করে যাদবপুরের এক ছাত্রীকে মাদকের নেশায় জড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন। তা নিয়ে অবসাদে ছিলেন ছাত্রীটি। তারপরে ইংরেজির দ্বিতীয় বর্ষের ওই ছাত্রীর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় মাল থানায় অভিযোগ দায়ের করে মৃত ছাত্রীর পরিবার। এর পাশাপাশি ২৫ জানুয়ারি দুই ছাত্রের বিরুদ্ধে মালবাজার থানা এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার এবং উপাচার্যের কাছে লিখিত অভিযোগ জানান ছাত্রীর বাবা।

সম্পাদকীয়

জনপ্রতিনিধিত্বের নামে সম্পতি লুঠ বন্ধ হোক

নানা অভিযোগে বিদ্ধ রাজনৈতিক ব্যক্তিদের চেয়ে সমাজের নানা পরিসরের কৃতী ও স্বচ্ছ ভাবমূর্তির মানুষ আইনসভায় গেলে দেশ ও দশের পক্ষে মঙ্গলজনক; এই ধারণা কি সর্বাংশে সত্যি? অবশ্যই নয়। তারকাদের জনপ্রিয়তাকে ঢাল করা নির্বাচন জেতার একটা কৌশল মাত্র, তাঁরা দেশের বা দশের কাজ করবেন বলে নয়। অপটু তারকারা এলাকা উন্নয়নের তহবিল কী ভাবে খরচ করবেন, তা বলে দেওয়ার জন্য দলের কেষ্টু-বিষ্টুরা আছেন। বাকিটা না বললেও চলে। সপ্তদশ লোকসভায় মোট ২৭৪টি বৈঠক হয়েছে, যেখানে তারকা সাংসদদের উপস্থিতি গড় হার ৫৬.৭ শতাংশ। বাঙালি অভিনেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়ের ছিল ৮৮ শতাংশ উপস্থিতি। সাংসদের গড় হাজিরার চাইতে বেশি উপস্থিত ছিল আরও দুই তারকার; অভিনেতা মনোজ তিওয়ারি (৮৫ শতাংশ) এবং অলিম্পিক পদকজয়ী রাজ্যবর্ধন রাঠৌর (৮০ শতাংশ)। এর পর তিন বাঙালি অভিনেতা-অভিনেত্রীর উপস্থিতির হার ছিল ১২ শতাংশ, ২১ শতাংশ ও ৩৯ শতাংশ। শাসকের রোষানল এড়াতেই কি ওই তিন অভিনেতা-অভিনেত্রীর নাম উল্লেখ করা গেল না? সাংসদরা মোটা বেতনের সঙ্গে যে অভাবনীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন, তা এক কথায় দেশের মানুষকে অভুক্ত রেখে জনগণের সম্পদকে লুট করার শামিল। অথচ বিজেপি, কংগ্রেস, তৃণমূল, এমনকি সিপিএম-ও কোনও দিন সাংসদদের জনসেবার নামে এই ভোগবিলাস বন্ধে সংসদে সরব হল না। ক্ষমতা দখলের স্বার্থে দলগুলির ভিন্ন পথ থাকলেও, ক্ষমতা ভোগের প্রশ্নে এঁদের নীতি এক এবং অভিন্ন। গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সাম্যবাদ, মানুষের অধিকার, ইত্যাদি রক্ষার নামে দলগুলি মাঠে ময়দানে প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দিচ্ছে। দেশ সেবায় যে ত্যাগ প্রয়োজন, তার ছিটেফোঁটাও এঁদের রাজনৈতিক দর্শনে খুজে পাওয়া যায় না। স্বাধীনতার পর থেকে যে ভাবে সরকারি স্বীকৃতিতে দেশের সম্পদ লুট ও শোষণ হচ্ছে জনপ্রতিনিধিত্বের নামে, তার জন্য এখনই একটা দেশব্যাপী আন্দোলন হওয়া উচিত।

আনন্দকথা

২২শে অক্টোবর (৬ই কার্তিক, ১২৮৬, বুধবার), মহাষ্টমী — নবমীর দিন কেশব দক্ষিণেশ্বরে গিয়া তাঁহাকে দর্শন করিলেন।

১৮৭৯, ২৯শে অক্টোবর বুধবার (১৩ই কার্তিক, ১২৮৬), কোজাগর পূর্ণিমায় বেলা ১ টার সময় কেশব আবার ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বরে দর্শন করিতে যান। স্টীমারের সঙ্গে একখানি বজরা, ছয়খানি নৌকা, দুইখানি ডিঙ্গি, প্রায় ৮০ জন ভক্ত। সঙ্গে পতাকা পুষ্পপল্লব খোল করতাল ভেরী। হৃদয় অভ্যর্থনা করিয়া কেশবকে স্টীমার হইতে আনেন — গান গাইতে গাইতে ‘‘সুরধুনীর তীরে হরি বলে কে, বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে!’’ ব্রাহ্মভক্তগণও পঞ্চবটী হইতে কীর্তন করিতে করিতে তাঁহার সঙ্গে আসিতে লাগিলেন : ‘‘সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ রূপানন্দ ঘন!’’

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

জ্যোতি বসু

১৯১৪ *বিশিষ্ট বামপন্থী রাজনীতিবিদ জ্যোতি বসুর জন্মদিন।*

১৯৫৮ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী নীতু সিংয়ের জন্মদিন।*

১৯৭২ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

নারী সমাজের অহংকার ঠাকুরবাড়ির স্বর্ণকুমারী দেবী

রাজু পারাল

স্বর্ণকুমারী দেবী ছিলেন উনিশ শতকের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। বর্তমান সমাজে কেউই আমরা মনে রাখিনি তাঁকে। উত্তরকালে যতটা শ্রদ্ধায় তাঁর চর্চা যতটা হওয়া উচিত, কার্যত তা হয়নি। যে কোনো সংস্কৃতবান মানুষের কাছে তিনি অতি প্রাসঙ্গিক এক বর্ণময় চরিত্র। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সারদা দেবীর কন্যা সন্তান রূপে স্বর্ণকুমারী দেবী ঠাকুরবাড়ির অন্দরে জন্মগ্রহণ করে এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ের সূচনা করেন। স্বাভাবিকভাবেই ঠাকুরবাড়ির শিক্ষার আলোয় আলোকিত হন তিনি। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্রী স্বর্ণকুমারী শৈশবেই মা সারদাদেবীর কাছ থেকে পেয়েছিলেন সংস্কৃতি, রুচিবোধ ও সৌজন্যতার শিক্ষা। মায়ের স্মৃতিচারনা করে স্বর্ণকুমারী দেবী পরবর্তীকালে লিখেছেন — ‘রোজ ভোরবেলা আঁচলের ফুলগুলি থালায় সাজিয়ে ফুলে ভরা থালাটি মায়ের সামনে এনে ধরতেন শিশু স্বর্ণ। মা হেসে একবার হাতে নিয়ে ফুলগুলি আবার ফিরিয়ে দিতেন মেয়ের হাতের থালায়।’ শৈশবের সেইসব স্মৃতিগুলি বারবার উঠে এসেছে স্বর্ণাকুমারী দেবীর লেখায়।

অল্প বয়সেই ঠাকুরবাড়ির অগ্রজদের থেকে দেশ সেবার কাজেও প্রেরণা পান মহীয়সী এই রমণী। ঠাকুর বাড়ির অন্দরমহল থাকা মহিলাদের বাইরের জগতের সঙ্গে যুক্ত করার উদ্যোগ তিনিই প্রথম নিয়েছিলেন। ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলের ‘অবরোধ প্রথা’ তুলে দেবার উদ্যোগও তিনিই প্রথম নেন। কুসংস্কারচ্ছন্ন হিন্দু সমাজের কঠোর নিয়ম নীতি মহীয়সী এই রমনীকে দমিয়ে রাখতে পারেনি কখনো। ধর্মীয় পরিবেশে বেড়ে উঠলেও ধর্মের গোড়ামিকে কখনো প্রশ্রয় দেননি তিনি। সেকারণেই তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটাতে পেরেছিলেন। কবি, উপন্যাসিক, গীতিকার, গল্পকার, নাট্যকার ও সমাজ সংস্কারক ইত্যাদি বহুগুনে ভূষিত ছিলেন বিদুষী এই নারী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের থেকে পাঁচ বছরের বড় ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী।

বাল্যকাল থেকেই পড়াশোনার প্রতি ছিল স্বর্ণকুমারী দেবীর বিচিত্র নেশা। তাঁর প্রথাগত শিক্ষা ঠিক কবে শুরু হয়েছিল সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে ঠাকুরবাড়ির নানা তথ্য থেকে জানা যায়, বাড়ির অন্দরমহলে অন্তপুর শিক্ষা বা গৃহশিক্ষার যথেষ্ট আয়োজন ছিল। বাড়ির ছোটদের জন্য প্রতিদিন আসতেন নীলকমল পণ্ডিত। তাঁর কাছে স্লেট পেন্সিল নিয়ে পড়তে বসতে হত প্রতিটি বাচ্চাকেই। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের সহপাঠী ছিলেন স্বর্ণকুমারী। স্বর্ণকুমারীর শৈশব জুড়ে ছিল অগ্রজদের স্নেহের স্পর্শানুভূতি। বড়দাদা দ্বীজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে শিখতেন ছবি আঁকা। সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ শেখাতেন গান। হেমেন্দ্রনাথ সাহিত্যের নানা বইপত্র সম্পর্কেও অবহিত করাতেন কনিষ্ঠ ভাইবোনদের। এই সময়ে বাড়ির ভিতর মহলে বাংলা, ইংরেজি এবং সংস্কৃত তিনটি ভাষারই শিক্ষালাভের সুযোগ হয়েছিল স্বর্ণকুমারীর। ঠাকুর বাড়ির গৃহশিক্ষায় এমন সব নানা ধরনের বিষয় যুক্ত হওয়ায় স্বর্ণকুমারীর শৈশব শিক্ষায় কোনরূপ খামতি ছিল না। পরবর্তীকালে স্বর্ণকুমারীর লেখালেখির বাতাবরন তৈরি হয় এখানেই। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও একবার স্বর্ণকুমারীর লেখা পরে মন্তব্য করেছিলেন — ‘স্বর্ণ, তোমার লেখনীতে পুস্পবৃষ্টি হোক।’

১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে স্বর্ণকুমারী লেখেন তার প্রথম উপন্যাস ‘দ্বীপনির্মাণ’। তাঁর লেখা এই উপন্যাসটি সকলের মনে এমন কৌতূহল জাগিয়েছিল যে, উপন্যাসটি কার লেখা সে সম্পর্কে সকলে আগ্রহী হয়ে উঠেন জানার জন্য। স্বর্ণকুমারীর মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুমান করেছিলেন যে উপন্যাসটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখা। কারণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথই ছিলেন তখন ঠাকরবাড়ির সাহিত্যকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। তাই অভিনন্দন জানিয়ে ভাইকে চিঠি লিখেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ — ‘জ্যোতির জ্যোতি কী প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে?’ সত্য অবশ্য বেশিদিন চাপা থাকেনি; ‘সাধারণী’ কাগজে ‘দ্বীপনির্মাণ’ এর সমালোচনা প্রকাশ করে লেখা হল ‘...শুনিয়াছি এখানি কোন সম্ভ্রান্ত বংশীয় মহিলার লেখা। আহলাদের কথা। স্ত্রীলোকের এরূপ পড়াশোনা, এরূপ রচনা, স্বহৃদয়তা, এরূপ লেখার ভঙ্গি, বঙ্গদেশ বলিয়া নয় অপর সভ্যতর দেশেও অল্প দেখিতে পাওয়া যায়।’ কুড়ি বছর বয়সে প্রথম আবির্ভাবেই পাঠক ও সমালোচকদের প্রশংসা অর্জন করে নিয়েছিলেন স্বর্ণকুমারী। পরের বছর ঠাকুরবাড়ি থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় ‘ভারতী ‘পত্রিকা প্রকাশিত হলে স্বর্ণকুমারী তার সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। ১১ বছর ধরে শুধু ওই পত্রিকা তিনি সম্পাদনাই করেননি, নিরল প্রচেষ্টায় পত্রিকার মান উন্নীত করেছিলেন যথেষ্ট। ‘দ্বীপনির্মাণ’ ছাড়াও স্বর্ণকুমারীর বিখ্যাত রচনাগুলি হল মেবার রাজ, ছিন্নমুকুল ,মালতি, হুগলির ইমামবাড়া, বিদ্রোহ, বিচিত্রা, স্বপ্ন বাণী, মিলন রাত্রি, স্নেহলতা ইত্যাদি। নাটকের মধ্যে বসন্ত উৎসব, রাজকন্যা, দিব্য কমল ,কনে বদল, যুগান্ত ও নিবেদিতা উল্লেখযোগ্য। ‘পৃথিবী’ নামে বিজ্ঞান বিষয়ক একটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন স্বর্ণকুমারী। এই প্রবন্ধটির বাইরেও ‘ভারতী’ পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় ছড়িয়ে ছিল তার লেখা পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূতত্ত্ব - বিষয়ে আরো কিছু বিজ্ঞান প্রবন্ধ। উনিশ শতকের ইউরোপের বিজ্ঞান চর্চার যে ফসলগুলির সঙ্গে তিনি নিজে পরিচিত হয়েছিলেন, সেই বইগুলো থেকে তথ্য আহরণ করেই তিনি তার পাঠককেও সমকালীন বিজ্ঞান চর্চার সঙ্গে পরিচিত করাতে চেয়েছিলেন। বিজ্ঞান বিষয়ে একেবারে অনভিজ্ঞ পাঠকও যাতে তার লেখার মর্ম গ্রহণ করতে পারে, তার আলোচিত বিষয়টির প্রতি আকর্ষণ বোধ করতে পারে — মাসিক পত্রের পাতায় পরিবেশন এর সময় এ কথাগুলিও মনে রেখেছিলেন স্বর্ণকুমারী। তার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে পরিবেশিত তথ্যগুলি আজকের বিচারে হয়তো আর তত প্রাসঙ্গিক নয়, কিন্তু স্বর্ণকুমারীর এই বৈজ্ঞানিক রচনাগুলি এখনো যথেষ্ট মূল্যবান। প্রথাগত বিজ্ঞান শিক্ষা ছাড়াও কেবল আন্তরিক আগ্রহে কতদূর অগ্রসর হওয়া যায়, এই প্রবন্ধগুলি তারই সক্ষম বহন করছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়েও এ সময়ে ‘ভারতী ‘পত্রিকায় চিন্তাশীল প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী। স্বর্ণকুমারী দেবীর সম্পাদনা পর্বেই সবচেয়ে বেশি মহিলা লেখকের সমাবেশ ঘটেছিল ভারতি’র পাতায়। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ‘ভারতী’র এই পর্বের নিয়মিত লেখিকা ছিলেন। অন্যান্যদের মধ্যে — সরোজ কুমারী দেবী, ইন্দিরা দেবী, প্রিয়ংবদা দেবী, নিস্তারিণী দেবী, সরলা বালা দাসী প্রমুখেরা উল্লেখযোগ্য। স্বর্ণকুমারী দেবীর দুই কন্যা — ‘হিরন্ময়ী’ ও ‘সরলা’ও যুক্ত ছিলেন ‘ভারতী’ পত্রিকার সঙ্গে। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ‘ভারতী’ পত্রিকার পরিবর্তিত নাম হয় ‘ভারতী ও বালক’। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ‘ভারতী’ সম্পাদনার পর অবসর নেন স্বর্ণকুমারী। স্বর্ণকুমারীর এই অবসরগ্রহণ স্থায়ী বিচ্ছেদ ছিল না, ছিল সাময়িক বিরতি। স্বর্ণকুমারীর স্বরচিত ৩৫০ এর মত সংগীত যা সকলের কাছে ছিল বিস্ময়ের। স্বর্ণকুমারী দেবীর রচিত জাতীয় সংগীত, ধর্ম সংগীত, প্রভাত সঙ্গীত, মধ্যাহ্ন সংগীত, সন্ধ্যা সংগীত, নিশিথ সংগীত প্রভৃতি সংকলনে তার গান ও খন্ড কবিতাগুলো গঠিত হয়েছিল।

স্বর্ণকুমারী দেবীর কৃতিত্বে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মায়ের নামাঙ্কিত ‘জগৎতারিনী’ স্বর্ণপদক পুরস্কার দেয়। বলাবাহুল্য , উনবিংশ শতকের শেষ দিকে কাব্য সংগীত ও সাহিত্যে স্বর্ণকুমারী হয়ে উঠেছিলেন এক আলোকিত অধ্যায় ।

১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে ঠাকুরবাড়ির লোকজনদের নিয়ে স্বর্ণকুমারী প্রতিষ্ঠা করেন ক্ষ্মসখী সমিতি ক্ষ্ম। দুস্থ অসহায়, পিতৃ মাতৃহীন বিধবাদের জন্য কাজ করার উদ্দেশ্যে নিয়ে গঠিত হয়েছিল এই সমিতি। ঠাকুরবাড়ির মহিলাদের নিয়ে ‘থিওসফিক্যাল সোসাইটি’র সভানেত্বির আসনও অলঙ্কিত করেন বিদুষী এই নারী। যে সময়ে তিনি ‘ভারতী ‘পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন, সে সময়ে ‘বালক’ পত্রিকাও পরিচালনা করেছিলেন স্বর্ণকুমারী। স্বামী জানকীনাথ ঘোষাল বেশ কিছু সময়ে বিদেশে গেলে, স্বর্ণকুমারী পিতৃগৃহ জোড়াসাঁকো চলে আসেন এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় মনোনিবেশ করেন। বাংলার প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক রূপে স্বর্ণকুমারী তার জীবনকালে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

নারী শিক্ষা ও নারীদের স্বাধীনতা লড়াইকে তিনি বরাবর নতুন দিশা দেখিয়েছিলেন। মহীয়সী এই নারীকে আমরা যেন ভুলে না যাই। যথার্থই তিনি আমাদের প্রেরণা, গর্ব ও অহংকার।

অতিমারিতে অবহেলিত হোমিওপ্যাথি

ডা সতীনাথ ভট্টাচার্য

প্রখ্যাত সাহিত্যিক সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ‘ঢেউ আসে ঢেউ যায়’ উপন্যাসটির নাম এখন যেন খুব বেশি প্রাসঙ্গিক। একের পর এক করোনার ঢেউ আছড়ে পড়ে জনজীবন ছারখার করে দিচ্ছে। দ্বিতীয় ঢেউ জনসাধারণকে বেশ করে নাকানিচোবানি খাইয়ে থিতিয়ে এসেছিল। তারপর তৃতীয় ঢেউ খানিক উঁকিঝুঁকি দিয়ে মিলিয়ে গেছে। কিছুদিন ঘাপটি মেরে থাকার পর এখন আবার বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাসের একটি নতুন উপপ্রজাতির পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। ভারতেও পা রেখেছে কোভিডের এই নতুন রূপ। ইতিমধ্যেই মহারাষ্ট্রে থাবা বসিয়েছে করোনার ওমিক্রন ভেরিয়েন্টের ওই সাব-ভেরিয়েন্টটি - নাম কেপি.২। চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন ‘ফ্লার্ট ভেরিয়েন্টস’। এর আগে দাদাগিরি করছিলো জেএন.১ নামক একটি ভেরিয়েন্ট। তাকে গলাধাক্কা দিয়ে এখন দেশের পর দেশ দখল করছে কেপি.২। টিকাবর্মে শরীর ঢাকা থাকলেও তা ভেদ করতে এই নতুন ভেরিয়েন্টটি সিদ্ধহস্ত। কোনও ব্যক্তির আগে কোভিড হয়ে থাকলেও ফের সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অ্যালোপ্যাথি গলদঘর্ম। ওষুধ খোঁজাখুঁজি চলছে। মাস্ক,স্যানিটাইজার, সাবান দিয়ে বারবার হাত ধোয়া আত্মরক্ষার ঢাল। জনবহুল জায়গা এড়িয়ে চলা আর সংক্রমিতদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর দিকে নজর দেওয়া জরুরি। বয়স্কদের, বিশেষ করে যাঁদের ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন কিংবা শ্বাসকষ্ট আছে, তাঁদের বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

এই দুঃসময়ে করোনা-যুদ্ধে সামিল হওয়ার সমস্ত অস্ত্রই মজুত আছে সমাজের এককোণে পড়ে থাকা হেলাফেলার পাত্র হোমিওপ্যাথির ভাণ্ডারে। বিগত দিনেও হোমিওপ্যাথি বিভিন্ন মহামারি বা অতিমারিতে তার যোগ্যতা প্রমাণ করেছে। ১৮০১ সালে কোনিনশ্লুটারে স্কারলাটিনা ফিভার মহামারির আকার নিলে মহাত্মা হ্যানিম্যান বেলেডোনা ওষুধ দিয়ে যথেষ্ট সুফল পান। একধরনের পারপিউরা মিলিয়ারিস একসময় মহামারির রূপ নিয়েছিল আর অ্যাকোনাইট দিয়ে তা রোখা সম্ভব হয়েছিল। কোভিডকালে অনেকেরই প্রশ্ন ছিল, হোমিওপ্যাথিতে কি করোনা ভাইরাসের ওষুধ বেরিয়েছে? এর উত্তরে বলতে হয় যে, শুধু করোনা ভাইরাস নয়, কোনও রোগেরই কোনও ওষুধ নেই হোমিওপ্যাথিতে। তবে প্রত্যেক রোগীর উপযুক্ত ওষুধ অবশ্যই আছে। হোমিওপ্যাথিতে রোগ নয়, রোগীর চিকিৎসা করা হয়। হোমিওপ্যাথি যে সাতটি ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপলের উপর দাঁড়িয়ে, তার প্রথমটি হলো ‘ল অব সিমিলিয়া’ অর্থাৎ কোন একটি ওষুধ সুস্থ মানব শরীরে প্রয়োগ করলে যেসব উপসর্গ দেখা যায়, সেই একই উপসর্গ নিয়ে কোনও রোগী এলে, তাঁকে সেই ওষুধটিই দিতে হবে — তা তাঁর করোনাই হোক বা কলেরাই হোক। এই চিকিৎসা পদ্ধতির আর একটি মূলকথা হলো ‘ইনডিভিজুয়ালাইজেশন’ অর্থাৎ প্রতিটি মানুষেরই কিছু কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে, উদাহরণস্বরূপ কেউ অত্যন্ত শীতকাতুরে, আবার কেউ খুব গরমভাবাপন্ন । রোগাক্রান্ত ব্যক্তির এইসব নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন লক্ষণগুলো সংগ্রহ করে তার ‘টোটালিটি’ করে নির্বাচিত ওষুধ সেই নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে খাওয়ালে রোগ সারতে বাধ্য। একই রোগে ভুগলেও হোমিওপ্যাথিতে একেকজন রোগীর জন্য একেকরকম ওষুধ আসবে। অ্যালোপ্যাথি ‘ডায়াগনোসিস’ পর্যন্ত দৌড়ে থেমে যায়, ‘অ্যানামনেসিস’ — এর প্রয়োজনবোধ করে না। কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে ‘অ্যানামনেসিস’ — এর অবাধ বিচরণ। স্টেডম্যান মেডিকেল ডিকশনারি অনুযায়ী ‘অ্যানামনেসিস’ মানে রোগীর অসুস্থতাজনিত লক্ষণের ইতিবৃত্ত। হোমিওপ্যাথি মতে ‘অ্যানামনেসিস’ — এর অর্থ হলো রোগীর নিজস্ব বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করা যা সেই রোগীকে একই রোগাক্রান্তদের থেকে আলাদা করবে।

আমাদের প্রত্যেকের ডিএনএ - এর গঠন আলাদা। একজনের ফিঙ্গার প্রিন্ট অপরজনের সাথে মেলে না। সেজন্য একই অসুখে ভুগলেও প্রত্যেকের একই ওষুধ খাওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। এই নিয়ে বিদেশে কথাবার্তা চলছে। ‘পার্সোনালাইজড মেডিসিন’ নিয়ে এখন বিদেশের মাটিতে যে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হয়েছে, তা বহু বছর আগে বলে যাওয়া হ্যানিম্যানের কথারই অনুরণন। ২০১৮ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজ বিজ্ঞানের একটি ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রোগ্রামে মনস্তত্ত্বের বিশিষ্ট অধ্যাপক ডঃ পল্লবী ভাটনগর রোগ নয়, রোগীর চিকিৎসার পক্ষে যুক্তির পর যুক্তি সাজিয়ে সওয়াল করেন।

বিদেশেও কোভিড চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথি সাড়া ফেলে দিয়েছে। বিশ্বের অন্যতম খ্যাতনামা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ইতালির ডাঃ ম্যাসিমো মোংগিলাভরি অনেককে করোনামুক্ত করেছেন। করোনার প্রথম জোয়ারে যখন গোটা দেশ ভাসছে, তখন গুজরাট, কেরালা, মহারাষ্ট্রে জনসাধারণ হোমিওপ্যাথি ওষুধ খেয়ে অভাবনীয় ফল পান। সেইসময় আইসিএমআর-এর তত্ত্বাবধানে আগ্রার নৈমিনাথ হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজে বেশ কিছু করোনা রোগীর উপর ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হয়। এঁদের মধ্যে দু’জন ভেন্টিলেশনে থাকা রোগীও ছিলেন। ব্রায়োনিয়া অ্যালবা, জেলসেমিয়াম, আর্সেনিকাম অ্যালবাম, অ্যান্টিমোনিয়াম টার্টারিকাম, ক্রোটালাস হোরাইডাস — এই পাঁচটি ওষুধ নিয়ে কাজ করা হয়। বেশীরভাগ রোগীরই ব্রায়োনিয়ার লক্ষণ পাওয়া যায় এবং ব্রায়োনিয়াতেই প্রতিটি রোগী খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হন। সুতরাং আগ্রাতে ব্রায়োনিয়া তখন ‘জেনাস এপিডেমিকাস’ হয়। অতিমারি বা মহামারির সময় হ্যানিম্যান ‘জেনাস এপিডেমিকাস’ ব্যবহারের কথা বলেছেন। অতিমারি বা মহামারি হলে কোন একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বেশ কয়েকজন রোগীর লক্ষণ সংগ্রহ করলে দেখা যাবে যে, তাঁদের সকলের লক্ষণ মোটামুটি একই। এই লক্ষণসমূহের ‘টোটালিটি’ করে যে ওষুধ আসবে, তা ঐ নির্দিষ্ট এলাকা জুড়ে যথাযথ নিয়মে রোগাক্রান্তদের খাওয়ালে, তাঁরা তাড়াতাড়ি সুস্থতা লাভ করবেন আর যাঁদের রোগ হয় নি, তাঁদের খাওয়ালে প্রতিষেধকের কাজ করবে। এই ওষুধটিই হবে ঐ নির্দিষ্ট এলাকার ‘জেনাস এপিডেমিকাস’ এবং এর সাহায্যে সহজেই আমরা বাঁচার পথ খুঁজে পাবো।

করোনা কবলিত সময়ে কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রক মুখে হোমিওপ্যাথিতে ভরসা রাখার কথা বললেও তা কার্যক্ষেত্রে তেমন চোখে পড়ে নি। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের পদে পদে বাধার মুখোমুখি হতে হয়। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, এমবিবিএস-এর মতো বিএইচএমএস কোর্সেও জয়েন্ট এন্ট্রান্স দিয়ে ভর্তি হতে হয়। ইন্টার্নশিপসহ সাড়ে পাঁচ বছরের এই দু’টি কোর্সের পাঠ্যসূচিতেও যথেষ্ট সাদৃশ্য। আইনের চোখেও এই দুটি কোর্সের ওজন সমান। তবে কেন এতো ভেদাভেদ? অনেকে আবার বলেন, হোমিওপ্যাথি ওষুধ কোনও কাজ করে না, শুধুমাত্র মানসিক সন্তুষ্টিতে রোগী আরোগ্যলাভ করেন। তাঁদের কাছে আমার একটি বিনীত জিজ্ঞাসা আছে। ২০২১ সালে ৬ জুন ডাইরেক্টরেট জেনারেল অব হেলথ সার্ভিসেস কোভিড চিকিৎসার প্রোটোকল থেকে ডক্সিসাইক্লিন, আইভারমেকটিন, হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন ও ফ্যাভিপিরাভিরের মতো ওষুধ ছেঁটে ফেলে। প্রমাণিত হয়েছে যে, এই ওষুধগুলো করোনাকে কব্জা করতে অপারগ। এরপরেও অনেকে দাবী করেছেন যে, তাঁদের শরীরে বাসাবাঁধা মারণ ভাইরাস এইসব ওষুধের প্রহারেই পালিয়েছে। তাহলে কি এক্ষেত্রেও মানসিক সন্তুষ্টির দ্বারা সিদ্ধিলাভ হয়েছে?

করোনা যখন প্রথম হানা দেয়, তখন ছিল হাসপাতালে শয্যার আকাল। দ্বিতীয়বারের হানায় দেখা গেল টিকার অপ্রতুলতা আর অক্সিজেনের জন্য হাহাকার। শত বাধাবিঘ্নের মধ্যেও করোনা রোগীর চিকিৎসায় প্রথম থেকেই আত্মনিয়োগ করেছেন বহু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় কোভিড রোগীরা খুব তাড়াতাড়ি রোগমুক্ত হতে পারেন। শ্বাসকষ্টে ভোগা রোগীকে উপযুক্ত ওষুধে অত্যন্ত কম সময়ে সুস্থ করে তোলা সম্ভব। তবুও হোমিওপ্যাথি সরকার ও সমাজের চোখে কোনও এক অজানা কারণে অচ্ছুত। করোনা ভাইরাসকে জব্দ করতে অ্যালোপ্যাথির পাশাপাশি হোমিও অস্ত্রকে হাতে তুলে নিতে সরকারের অসুবিধা কোথায়?

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: অধ্যাপক অরিন্দম চক্রবর্তী

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বেঙ্গালুরুর হস্টেল থেকে উদ্ধার কাঁকসার নার্সিং পড়ুয়ার দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ঘড়ির কাঁটায় রাত প্রায় আড়াইটে। শুক্রবার রাতে একটা ফোন আসার পরই নিমেষের মধ্যে কান্নায় ভেঙে পড়ল কাঁকসার গোপালপুরের সত্যনারায়ণ পল্লির দেবাশিস মণ্ডলের বাড়ির সদস্যরা। এই এলাকারই বাসিন্দা দেবাশিস মণ্ডলের একমাত্র মেয়ে ২১ বছর বয়সি দিয়া মণ্ডল। নার্সিং পড়তে গত দু'বছর আগে বেঙ্গালুরুর মাদার টেরেসা গ্রুপ অফ ইন্সটিটিউশনে ভর্তি হয় সে। সেখানেই সে নার্সিং নিয়ে পড়াশোনা করত। ওই কলেজেরই সহপাঠী ফোন করে তার দিয়ার বাড়িতে ফোন করে তার মৃত্যুর কথা জানায়। দিয়ার বাবা দেবাশিস মণ্ডল জানিয়েছেন, তার মেয়ে অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের ছিল। তার মেয়ের এক সহপাঠী ফোন করে হস্টেলের ঘর থেকে দিয়ার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের কথা জানায়। খবর পাওয়ার পরই তার গোটা পরিবার কান্নায় ভেঙে পড়ে। তিনি জানিয়েছেন, রান্নার কাজ করে মেয়েকে পড়াশোনা করতে পাঠিয়েছিলেন বেঙ্গালুরুতে। তার মেয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে চেয়েছিল। শনিবার সকালেই দেহ কাঁকসার গোপালপুরে ফিরিয়ে আনতে বেঙ্গালুরুর উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন তিনি। তিনি জানিয়েছেন, কলেজের এক যুবক তাকে খুব বিরক্ত করত। সেটা দিয়ার সহপাঠীদের কাছ থেকে তিনি জানতে পারেন। সেই কারণেই কি আত্মহত্যা নাকি মৃত্যুর পিছনে রয়েছে অন্য কোনও কারণ। সেই নিয়ে যথেষ্ট ধোঁয়াশা রয়েছে। অল্প টাকা রোজগারে মেয়ের দেহ এখন কিভাবে বাড়ি নিয়ে আসবেন সেই নিয়েই সমস্যায় পড়েছেন দেবাশিস বাবু। তিনি জানিয়েছেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যদি এই বিষয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন তবে মেয়ের মৃতদেহ নিয়ে তিনি বাড়ি ফিরতে পারবেন। দিয়ার মা জানিয়েছেন, প্রতিদিনের মতো শুক্রবারও সন্ধ্যায় মেয়ে প্রতিদিনের মতো ফোন করে বাড়ির খোঁজ নিয়েছিল। কয়েকমাস পরেই তার মামার মেয়ের বিয়ে। তাই মামার মেয়ের বিয়ে নিয়ে সে একটু বেশি উৎসাহিত ছিল। কথা বলার সময় তিনি কিছুই বুঝতে পারেননি। এরপরেই তারা রোজকার মতো রাতের খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে পড়েন। গভীর রাতে হঠাৎ তাদের ফোনে অচেনা নম্বরে ফোন আসে। ফোন রিসিভ করে হ্যালো বলার পরেই তার বাকরুদ্ধ হয়ে যায়। তখন তার বাবা ফোন নিয়ে কথা বলেন।

রবিবার বিকালে খবর পেয়ে ওই ছাত্রীর বাড়ি যান রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। এদিন তিনি পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানিয়ে তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

প্রমাণ লোপাটে সিসিটিভির হার্ডডিস্ক নিয়ে পালাল দুষ্কৃতীর দল

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: সোনার দোকানে চুরির পর প্রমাণ লোপাটে সিসিটিভির হার্ডডিস্ক নিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা। রীতিমতো গ্যাস কাটার দিয়ে দোকানের শাটার কেটে একাধিক তালা ভাঙার পর দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। শনিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজার থানার কাজিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের চণ্ডীপুর এলাকায়।

ওই এলাকার রাস্তার ধারেই গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে তাপস সাহা নামে এক ব্যবসায়ীর সোনার দোকান রয়েছে। গভীর রাতে দুষ্কৃতীরা তালা ভেঙে এবং শাটার কেটে সোনার দোকানে চুরি করে। সোনা এবং রুপো মিলিয়ে প্রায় দুই লক্ষ টাকার অলংকার লুট করে দুষ্কৃতীরা বলে অভিযোগ। প্রমাণ লোপাট করতে দোকানে থাকা সিসিটিভির হার্ডডিস্ক নিয়ে পালায় দুষ্কৃতীরা।

সোনার দোকানের মালিক তাপস সাহা বলেন, প্রতিদিনের মতো এদিন রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ি যায়। রবিবার সকালে স্থানীয়রা খবর দেয় গ্যাস কাটার দিয়ে দোকানের শাটার কেটে চুরি হয়ে গিয়েছে। দোকানের সোনা ও রুপোর অলংকার সহ প্রায় দুই লক্ষ টাকার বেশি চুরি হয়েছে। সিসিটিভির যে হার্ডডিস্ক ছিল সেটাও নিয়ে পালিয়েছে। পুলিশকে সমস্ত বিষয় জানিয়েছি।

স্থানীয়দের অভিযোগ, দিন কয়েক আগে এই এলাকায় একটি পাইপের দোকানে চুরি হয়েছিল। তারপর আবার এই ঘটনায় তারা আতঙ্কে আছেন। বার বার কেন এই চুরির ঘটনা ঘটছে? আমাদের নিরাপত্তায় কোথায়?

এদিকে এই ঘটনার পর এদিন সকালে ঘটনাস্থলে তদন্তে পৌঁছয় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। সংশ্লিষ্ট থানার আইসি সঞ্জয় ঘোষ জানিয়েছেন, পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। দুষ্কৃতীদের খোঁজ শুরু করা হয়েছে।

রথযাত্রায় উৎসব মুখর মালদা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রবিবার রথযাত্রা উৎসব পালিত হল ধুমধাম করে। উৎসব মুখর হল গোটা মালদা শহর। রথের দড়িতে টান দিতে ৮ থেকে ৮০ ভক্তদের ভিড় উপচে পড়ে। এদিন মহাসাড়ম্বরে এবং ধুমধামের সহেগ পালিত হল মালদা ইসকনের রথযাত্রা উৎসব। এদিন বিকেলে মালদা ইসকনের রথযাত্রা উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী। এরপর পৃথক তিনটি রথে করে জগন্নাথ দেব, বলরাম দেব এবং সুভদ্রা দেবী রওনা হন মাসির বাড়ি। রথের দড়িতে টান দেন অসংখ্য ভক্ত। পুষ্প এবং বিভিন্ন ধরনের ফল নিবেদন করেন ভক্তরা।

IDBI BANK | **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড**
এনএমজি, আইডিবিআই হাউস, ৪৪, শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭
L65190MH2004GOI148838 | **ইচ্ছাকৃত খেলাপি সম্পর্কে পাবলিক নোটিশ**

ফটোগ্রাফ

১. শ্রী কৌস্তুভ রায়, **ব্যক্তিগত গ্যারান্টার**
৬, হরিপদ দত্ত লেন, থানা - গিরিশ পার্ক, কলকাতা - ৭০০০০৬
DIN - 00593799

২. শ্রী শিবাজী পাঁজা, **ব্যক্তিগত গ্যারান্টার**
ফোর্ট রয়্যাল, ফ্ল্যাট নং ৩সি এবং ৪বি, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড কলকাতা - ৭০০০৩৩
DIN - 00561721

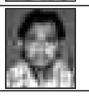

৩. কর্ণ অটোমোটিভস প্রাইভেট লিমিটেড, **কর্পোরেট গ্যারান্টার**
টি-১২, ওখলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, ফেজ-২, নিউ দিল্লি - ১১০০২০
CIN - U50103DL1988PTC031143

আইডিবিআই ব্যাঙ্কের কাছে চার্জ করা সম্পত্তির বিশদ

১. **দিল্লিতে অফিস স্পেস** - প্লট নং. টি-১২, ওখলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, ফেজ-২, নিউ দিল্লি - ১১০০২০, পরিমাপ ৬৯৬০ বর্গ ফুট ৪ তলা নিয়ে গঠিত মেসার্স কর্ণ অটোমোটিভস প্রাইভেট লিমিটেডের নামে।

এতদ্বারা সর্বজনীন জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে উপরে উল্লিখিত প্রমোটার / গ্যারান্টার ঋণগ্রহীতাকে প্রদত্ত আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডকে মূল, সুদ এবং অন্যান্য অর্থের কিস্তি পরিশোধ করতে ব্যর্থ এবং অবহেলা করেছেন। প্রমোটার / গ্যারান্টারকে বকেয়া টাকা পরিশোধ করতে হবে ১৩২,৫১,৩১,৪৮৯.০৯ টাকা (একশো বত্রিশ কোটি একান্ন লক্ষ একত্রিশ হাজার চারশো ঊননব্বই টাকা এবং নয় পয়সা) ১১ জুন, ২০১৩ অনুযায়ী তদুপরি সুদ, ব্যয় এবং চার্জ যা প্রযোজ্য অর্থ প্রদানের তারিখ পর্যন্ত আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডের অনুকূলে তাদের দ্বারা সম্পাদিত বিভিন্ন ঋণের নথির শর্ত অনুসারে। তাই জনস্বার্থে জানানো এবং সতর্ক করা হচ্ছে যে, কোন ব্যক্তি উপরে উল্লিখিত সম্পদ সহ গ্যারান্টারদের যেকোন সম্পত্তির সাথে লেনদেন করবেন না কারণ তাদের কাছ থেকে বিশাল বকেয়া আদায় করা হবে।
দ্রষ্টব্য - পরিসংখ্যান এবং শব্দে বকেয়ার কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে, শব্দে উল্লিখিত বকেয়া প্রাধান্য পাবে।

তারিখ - ০৬.০৭.২০২৪
স্থান - কলকাতা
স্বা/-
অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিঃ, এনএমজি, ৪৪, শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭

SBI | **এসবিআই হরিণখোলা ব্রাঞ্চ (০৯০৩৩)**
গ্রাম এবং পোস্ট - হরিণখোলা, থানা - আরামবাগ, জেলা - হুগলি-৭১২৪১৫
ই-মেল - sbi.09033@sbi.co.in
পরিশিষ্ট IV [রুল -৮(১)] **দখল নোটিশ** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এ/সি নং : ৪১৩৫০৭৯৮৯৪৫

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, হরিণখোলা শাখা,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ এর নং ৩) সিকিউরিটাইজেশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৯.০২.২০২৪** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রীমতি দীপিকা সামন্ত স্বামী শ্রী কৃষ্ণ কান্ত সামন্ত গ্রাম - নিমডাঙ্গি, পো. নিমডাঙ্গি, থানা - পুরসুড়া, জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২৪১৪ জামিনদাতা : শ্রী কৃষ্ণ কান্ত সামন্ত পিতা খগেন্দ্র নাথ সামন্ত গ্রাম - নিমডাঙ্গি, পো. নিমডাঙ্গি, থানা - পুরসুড়া, জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২৪১৪** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৭,৪৪,৫৫৭.০০ টাকা (সতের লাখ চুয়াল্লিশ হাজার পাঁচশ সাতান্ন টাকা) টাকা ৩০.০১.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা এবং/বা জামিনদাতা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **৬ জুলাই ২০২৪** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, হরিণখোলা শাখা,** নিকট বকেয়া **১৭,৪৪,৫৫৭.০০ টাকা (সতের লাখ চুয়াল্লিশ হাজার পাঁচশ সাতান্ন টাকা) টাকা** ৩০.০১.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতা এবং/বা জামিনদাতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ আনুমানিক ৭ শতক কমবেশি মৌজা : টাকিপুর, জেএল নং ১৯, এলআর খতিয়ান নং ১০১০, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৩৬২, ডিহিবাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন,পো : নিমডাঙ্গি, থানা : পুরশুরা, জেলা: হুগলি, পিন : ৭১২৪১৪। দলিল নং ১-০৬১২০০৩০৩-২০১৮ সালের, এডিএসআরও : পুরশুরা, হুগলি, **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী ১. শ্রীমতি দীপিকা সামন্ত** স্বামী কৃষ্ণা কান্ত সামন্ত এবং **২. শ্রী কৃষ্ণকান্ত সামন্ত** পিতা খগেন্দ্র নাথ সামন্ত।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : প্রবীর সামন্তর সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** পাঁচু মাইতির সম্পত্তি, **পূর্বে :** সঞ্জয় সামন্তর সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** বিম প্রামাণিকের সম্পত্তি।

তারিখ - ০৬.০৭.২০২৪
স্থান - হরিণখোলা, হুগলি
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

গৌড়বঙ্গ হকার্স কর্নারের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় ও ইংরেজবাজার পুরসভার উদ্যোগে ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে গৌড়বঙ্গ হকার্স কর্নারের উদ্বোধন করা হল রবিবার। ইংরেজবাজার পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের মালঞ্চপল্লি রাজ্য সড়কের পাশে নারকেল ফাটিয়ে ফিতা কেটে গৌড়বঙ্গ হকার্স মার্কেটের উদ্বোধন করেন চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলর অশোক সাহা সহ কাউন্সিলর কাকলি চৌধুরী, শুভময় বসু, গৌতম দাস সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিরা।

সংশ্লিষ্ট পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, এই মার্কেটে প্রথম ধাপে প্রায় ৫৭ জন মাছ, মাংস, সবজি ব্যবসায়ী তারা নিজের স্থায়ী কর্মসংস্থানের জায়গা পেল। আগামী দিনের জন্য আরও শতাধিক ব্যবসায়ীদের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রায় ৪০ বছর ধরে তাঁরা রাস্তার ধারে ঝড় বৃষ্টির মধ্যে কষ্টে ব্যবসা করতেন। অবশেষে পাকা দোকান, লাইট, ফ্যানের সুব্যবস্থা, মালপত্র রাখার নির্দিষ্ট জায়গা, টয়লেট সহ পানীয় জলের সুব্যবস্থা সহকারে ঝা চকচকে দোকান উপহার পেয়ে অত্যন্ত খুশি ব্যবসায়ীরা। ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে।

ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী বলেন,এখানকার হর্কাসরা রোদে, বৃষ্টিতে ভিজে দোকান করতেন। তাঁদের জন্য স্থানীয় কাউন্সিলর অশোক সাহা বারবার বলেছিলেন পুরসভায়। সেই দিকে নজর রেখে হকার্স কর্নার তৈরি করা হয়েছে। তবে প্রথমে ৫৭ জনকে দেওয়া হয়েছে। এরপর আরও দোকান তৈরি করা হবে। এখানে দিনে ও রাতে বাজার খোলা থাকবে।

জয়পুরের অমরাগোড়ী রায় পরিবারের ৩০৫বছরের রথ টানলেন মহিলারাই।

খুঁটি পুজোর মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে গেল দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসব। আর গত কয়েক বছর ধরেই জাঁকজমক করে খুঁটি পুজোর উৎসব পালন করা একটা ট্রেন্ড হয়ে গিয়েছে সব জায়গায়। তার সঙ্গে রথের দড়িতে টান পড়লেই পুজোর ঢাকেও কাঠি পড়ে যায়। রথযাত্রা দিন থেকেই অনেক জায়গায় শুরু হয়ে যায় বাঙালির প্রাণের উৎসব দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি। অনেক কুমোরটুলিতেও আবার এই দিন থেকেই দেখা যায় প্রতিমার কাঠামোয় মাটি লেপার কাজ। রথযাত্রার দিন রথের চাকা গড়ালেই বাঙালির মনেও বেজে ওঠে উৎসবের বাদ্যি। রবিবার রথ যাত্রা উপলক্ষ্যে কেশবগঞ্জ চটি বারোয়ারি দুর্গাপূজার শুভারম্ভ শুরু হয়ে গেল খ ুঁটি পুজোর মধ্য দিয়ে। এবছর ৬৪ তম পুজোর থিম থাকছে আগুন পাখি। মূলত এই ভাবনার বিষয় হচ্ছে নারীদের ওপর যে নির্যাতন, অত্যাচার ঘটে চলেছে এই সমস্ত বিষয় নিয়ে তুলে ধরা হবে এবারের পুজো মণ্ডপে। এবারে পুজোর বাজেট থাকছে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা। শিল্পী থাকছেন মেদিনীপুরের এবং লাইট থাকছে চন্দননগরের। বিশ্ববাংলা পুরস্কার প্রাপ্ত কেশবগঞ্জ চটি বারোয়ারি দুর্গোৎসব কমিটির সভাপতি ও বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস এবং বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কীর্তি আজাদ ঝাঁ এর হাত দিয়ে এদিনের খুঁটি পুজো করা হয়।

হরিপালে কানা নদীর সংস্কারের কাজ উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না

নিজস্ব প্রতিবেদন, হরিপাল: রবিবার হরিপাল বিধানসভার অন্তর্গত হড়া লকগেট থেকে চোয়ালপাড়া লকগেট এবং চোয়ালপাড়া লকগেট থেকে ভোলা লকগেট পর্যন্ত কানানদীর সংস্কারের কাজের সূচনা করলেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না। উপস্থিত ছিলেন হরিপালের বিধায়ক ডাঃ করবী মান্না, সুচন্দ্রা ধোলে অধিকারী সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। উল্লেখ্য দীর্ঘদিন ধরে মজে যাওয়া কানা নদী সংস্কার না হওয়ার ফলে হরিপাল ও সিঙ্গুর সংলগ্ন এলাকার চাষীরা সঠিক ভাবে চাষের জল পেত না। হরিপালের বিধায়ক থাকাকালীন বেচারাম মান্না কথা দিয়ে ছিলেন কানা নদী সংস্কার করবেন, আজ তা বাস্তবতা পেল।

তিনি আগেই হরিপালের দুঃখ ডাকাতিয়া খাল আগের বিধায়ক থাকাকালীন বেচারাম মান্না ২০১৬ সালে সংস্কার করেছিলেন। ডাকাতে খালে সংস্কারের আগে প্রতিবছর নিয়ম করে বন্যা হত, এখন আর হরিপালে বন্যা হয় না পুরো এলাকায় ধান চাষ হয়। চাষিমহল এই কানা নদী সংস্কার জন্য খুশী।

এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী বেচারাম মান্না বললেন, মুখ্যমন্ত্রীর মমতা ব্যানার্জির উদ্যোগে এই কানা নদীর সংস্কারের কাজে হাত দেওয়া হয়েছে, বেশ কয়েকটি লক গেট পর্যন্ত এই নদীর সংস্কারের কাজ চলবে। কানা নদীর দু'পাশে প্রচুর সবজি চাষ হয়। এই চাষের জমিগুলি কানা নদীর জলগুলি পাবে এবং এখানকার সবজিগুলি কলকাতার বাজারে সরবরাহ হয় এবং আরো সবজির উৎপাদন বাড়বে।

রথযাত্রার দিন খুঁটি পুজোর মাধ্যমে দুর্গাপুজোর কাউন্টডাউন শুরু আরামবাগের মিলন সংঘের

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: রথযাত্রা মধ্যে দিয়ে শুরু হয়ে যায় বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোর তোড়জোড়। রথের দিন প্রথা মেনে কাঠামো পুজো থেকে খ ুঁটি পুজো হয় অনেক বনেদি বাড়ি থেকে শুরু করে বারোয়ারি পুজো ও ক্লাবের পুজোগুলিতে। সেই মতো আরামবাগ সদরঘাট মিলন সংঘের দুর্গাপুজোর কাউন্টডাউন শুরু হল রথের দিন থেকে। এদিন মা দুর্গার খুঁটি পুজো হয় ওই ক্লাব প্রাঙ্গণে। শুভ রথযাত্রার দিন দুর্গার পুজোর খুঁটি পুজো দেখতে বহু মানুষের সমাগম হয় সদরঘাট এলাকায়। এই বিষয়ে স্থানীয় এক গৃহবধূ জানায়, রথের রশ্মিতে টান পড়লেই পুজোর ঢাকেও কাঠি পড়ে যায়। রথযাত্রার দিন থেকেই শুরু হয়ে যায় বাঙালির প্রাণের উৎসব দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি। প্রথা মেনে রথের দিনে খ ুঁটি পুজো করে থাকেন এই পুজোর উদ্যোক্তারা। সংসারের কল্যাণ কামনায় মায়ের পুজোর সূচনা হল এদিন। প্রসঙ্গত, অনেক জায়গায় আবার এদিন থেকেই শুরু হয় প্রতিমার কাঠামোয় মাটি লেপার কাজ। তাই রথের চাকা গড়ালেই বাঙালির মনেও বেজে ওঠে উৎসবের বাদ্যি। প্রসঙ্গত, খুঁটি পুজোর ধারনাটি এসেছে প্রায় শত বছর পুরনো এক রীতি থেকে। পূর্বে এত ক্লাব, থিম, প্রতিযোগিতার পিছনে ছোটাছুটি ছিল না। পুজো মানেই ছিল বনেদি বাড়ির সাবেকি প্রতিমা। আর সেই সময় মূলত বাড়ির ঠাকুর দালানে গড়া হত প্রতিমা। অনেকেই রথযাত্রার শুভ দিনে, মাটির প্রতিমার কাঠের ফ্রেমকে পুজো করতেন। যেটি 'কাঠামো পুজো' বলেই পরিচিত। এরপর একটু একটু করে গড়ে উঠত দুর্গা প্রতিমা। এক সময় পুজো প্যান্ডেল মানে ছিল বাঁশ ও রঙিন কাপড়ের তৈরি।

মানুষের শিকড়ের টান থেকেই যায়। সে কারণে বারবার মানুষ ফিরে আসে তার শিকড়ের কাছে। কার্যত আমরা সকলেই কোনও শুভ কাজের শুরুর আগে আমরা বিশেষ ধর্মীয় কিছু রীতি পালন করে থাকি, সেরকমই দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে সমস্ত বাধা, বিপত্তি, অপ্রীতিকর ঘটনা এড়িয়ে যাতে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয় সেই জন্যই পালিত হয় এই অনুষ্ঠান। এদিন সদরঘাটের মিলন সংঘের খুঁটি পুজো উপস্থিত ছিলেন আরামবাগ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মমতা মুখোপাধ্যায়, ক্লাবের সভাপতি প্রবীর মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক রূপক মুখোপাধ্যায়, রূপম মুখার্জি-সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। এই বিষয়ে আরামবাগ সদরঘাট মিলন সংঘের সদস্য রূপম মুখোপাধ্যায় বলেন, এই বছর আমাদের পুজো ১০০ বছরে পদার্পণ করল। ভগবান জগন্নাথ দেবের রথযাত্রার দিন খুঁটি পুজোর মাধ্যমে মা দুর্গার আরাধনার প্রস্তুতি শুরু হল।

ফর্ম নং ১৪
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৩৩(২)]
রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ৩)
৯ম তল, জীবন সুধা বিল্ডিং, ৪২-সি,
জওহর লাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১

দাবি নোটিশ
১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্ক রাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।
RC/76/2022
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
মেসার্স এম.এন.সি. হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস এবং অন্যান্য
প্রতি
(সিডি ১) মেসার্স এম.এন.সি. হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস
বিএফ-৭৫, ১ম তল, ফ্রন্ট সাইড, সেক্টর - ১, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০০৬৪
আরও : ২৭, ওয়েস্টন স্ট্রিট, রুম নং - ১২৬, কলকাতা - ৭০০০১২
(সিডি ২) সুপ্রিয় মৈত্র, মেসার্স এম.এন.সি. হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস-এর অংশীদার, বিএফ-৭৫, ১ম তল, ফ্রন্ট সাইড, সেক্টর - ১, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০০৬৪
আরও : ১৯, নগেন্দ্রনাথ রোড, আনন্দ বিহার হাউজিং, ব্লক - ২, ফেজ - ২, দমদম, কলকাতা - ৭০০০২৮
(সিডি ৩) তন্ময় চ্যাটার্জি, মেসার্স এম.এন.সি. হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস-এর অংশীদার, বিএফ-৭৫, ১ম তল, ফ্রন্ট সাইড, সেক্টর - ১, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০০৬৪
আরও : ১০৪, হেমচন্দ্র নস্কর রোড, ৫ম তল, কলকাতা - ৭০০০১০
(সিডি ৪) চিনু রানি মন্ডল, মন্ডলহাট, চাকদা, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা - ৭৪১২২২
(সিডি ৫) প্রাণকৃষ্ণ মন্ডল, মন্ডলহাট, চাকদা, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা - ৭৪১২২২
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ৩) কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট **TA/845/2014** অনুযায়ী পরিমাণ **১৪৪৩৯২৭.৮৩ টাকা (চোদ্দ লাখ তেতাল্লিশ হাজার নশো সাতাশ টাকা এবং তিরাশি পয়সা) টাকা** পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ ১৯.৫০ শতাংশ সরল হারে সুদ বার্ষিক **২০.০৮.২০১৪** থেকে সমুদয় শুল্ক **১৭০০০ (সতের হাজার টাকা) টাকা** আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/ সম্পূর্ণ/ সীমিত)।
২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।
৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।
৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট **১২.০৭.২০২৪** তারিখে সকাল ১১.৩০টায় পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।
৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়দানে দায়বদ্ধ :
ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য
খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।
স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিল প্রদত্ত
তারিখ : ১০.০৫.২০২৪
স্বা/-
প্রদীপ কুমার মন্ডল
কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল-৩

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
নিক্কো কর্পোরেশন লিমিটেড- দেউলিয়াগ্রস্ত সম্পর্কিত
..... কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা
বিষয় : কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার প্রয়াত প্রাক্তন কর্মীর আইনি উত্তরাধিকারীগণকে আর্থিক আদায়দান

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে মহামান্য এনসিএলটি কলকাতা বেঞ্চ উল্লেখ্য নির্দেশ তারিখ ৩ মে ২০২৪,আই.এ. ১৫১৯/কেবি/২০২২, সিপি(আইবি) ০৩/কেবি/২০১৭ নিক্কো কর্পোরেশন লিমিটেডের লিকুইডেটরকে নির্দেশ দিয়েছেন কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার দেউলিয়া গ্রস্ততার শুরুর তারিখ অর্থাৎ ১৭ অক্টোবর ২০১৭ এর পূর্বের ২৪ মাস সময়ের সংস্থার ৩২৪ জন প্রাক্তন কর্মীর বকেয়া প্রদান করতে।
কর্মীদের প্রতিনিধিগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রাক্তন কর্মীদের মধ্যে ২০ জন প্রয়াত কর্মীর লিকুইডেশন বকেয়া তাদের আইনি উত্তরাধিকারীগণকে প্রদানের জন্য কর্মী ইউনিয়নের পক্ষে আবেদন প্রস্তাব করা হয়েছে। কর্মীদের তালিকা এবং তাদের আইনি উত্তরাধিকারীগণের লিকুইডেশন প্রক্রিয়ায় তথ্য/নথি সংগ্রহ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ।
সংশ্লিষ্ট প্রয়াত কর্মীদের কোনও আইনি উত্তরাধিকারী হিসেবে দাবি করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রামাণ্য নথি সহ লিকুইটেডরের অফিসে মেল মারফত niccoliquidation@gmail.com বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১০ দিনের মধ্যে অর্থাৎ ১৮ জুলাই ২০২৪ মধ্যে যোগাযোগ করতে পারেন। সংশ্লিষ্ট নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনও যোগাযোগ না করলে নিম্নোক্ত আইনি উত্তরাধিকারীগণকে বকেয়া প্রদানের প্রক্রিয়া গ্রহণ করবেন :

ক্রম নং	প্রাপ্ত প্রয়াত কর্মীর নাম	আইনি উত্তরাধিকারীর নাম (কর্মী ইউনিয়ন অনুযায়ী)
১.	শিবনাথ সরকার	তাপসী সরকার
২.	সম্পদ কুমার চন্দ	সোমা চন্দ
৩.	বিজয় কুমার সিং	উষা দেবী সিং
৪.	প্রেম নাথ শর্মা	রীতা শর্মা
৫.	রতন রায়	আলোরানি রায়
৬.	আশিস কুমার ঘোষ	রীনা ঘোষ
৭.	স্বপন কুমার রায়	সুদেষ্ণা রায়
৮.	শ্যামল রায়	দিপালী রায়
৯.	বীরেন্দ্র তেওয়ারি	সুন্দরাকান্তি তেওয়ারি
১০.	বিপ্লব দাশগুপ্ত	কৃষ্ণা দাশগুপ্ত
১১.	রঞ্জন কুমার নাথ	সুপমা নাথ
১২.	গোরক্ষনাথ যাদব	বিমলি দেবী
১৩.	দিবাকর দাস	সাধনা দাস
১৪.	রবীন্দ্রনাথ দাস	অভিষেক দাস
১৫.	জ্ঞানেন্দ্র কুমার দাস	নিলিমা দাস
১৬.	প্রবীর সেন চৌধুরী	বুলু সেন চৌধুরী এবং প্রেরণা সেন চৌধুরী
১৭.	সুরেন্দ্র হরিজন	ফুলবন্তি দেবী
১৮.	মহেশ প্রসাদ	উর্মিলা দেবী
১৯.	দীপক কুমার দাস	লীনা দাস
২০.	শেখর বরাল	রীতা বরাল

নিক্কো কর্পোরেশন লিমিটেড-দেউলিয়াগ্রস্ত এর পক্ষে
বিনোদ কুমার কোঠারি
রেজি.নং : **IBBI/IPA-002/IP-N00019/2016-2017/10033**
লিকুইডেটর

ফর্ম জি
কার্কিনস হেলথকেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড-এর জন্য
আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান
নবি মুম্বই, কোচি, গুয়াহাটি, ভোপাল, ইমফল, কলকাতা, নন্দইয়াল, জালনা, সালেম এবং ভারতের বিভিন্ন অংশে হেলথকেয়ার ইন্ডাস্ট্রি ব্যবসায় নিযুক্ত
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	প্যান/সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	**কার্কিনস হেলথকেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড** PAN No. : AAICK1889J CIN/LLP No. : U93090MH2020PTC342527
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	বি ৭০২, ৮ম তল, নীলকণ্ঠ বিজনেস পার্ক, কিরল গ্রাম, বাস ডিপোর নিকট, বিদ্যাবিহার, মুম্বই সিটি, মুম্বই, মহারাষ্ট্র, ভারত ৪০০০৮৬
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	https://www.karkinos.in/cirp
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত তার বিস্তারিত	**লোকেশনের ঠিকানাগুলি :** **লোকেশন ১ - নবি মুম্বই :** ২১০১, ২১০২ রূপা রেনেসাঁ, ডি-৩৩, টুরভি মিডক রোড, টিটিসি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, এমআইডিসি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, টুরভি, নবি মুম্বই মহারাষ্ট্র - ৪০০৭০৫ **লোকেশন ২ - কোচি :** ৪র্থ তল, জেএলএন স্টেডিয়াম মেট্রো স্টেশন, এরনাকুলাম, কালুর - ৬৮২০১৭ **লোকেশন ৩ - গুয়াহাটি :** আইআইটি গুয়াহাটি রিসার্চ পার্ক, ব্লক এ, ৭ম তল, আইআইটি গুয়াহাটি ক্যাম্পাস, আমিন গাঁও, উত্তর গুয়াহাটি, আসাম, ৭৮১০৩৯ **লোকেশন ৪ - ভোপাল :** কেরিয়ার ইন্সটিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস, (সিআইএমএস), দশেরা ময়দানের বিপরীতে, কেরিয়ার কলেজ ক্যাম্পাস, গোবিন্দপুরা (বিএইচইএল) ভোপাল - ৪৬২০২৩ **লোকেশন ৫ - নন্দইয়াল :** নন্দইয়াল রেলওয়ে স্টেশন-দক্ষিণ দিক, কারনুল-ওংগোলে মেন রোড, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, নন্দইয়ালা, অন্ধ্রপ্রদেশ ৫১৮৫০২
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	কার্কিনস হেলথকেয়ার প্রা লি, পারপাস ড্রাইভেন টেকনোলজি -লেড অনকোলজি প্ল্যাটফর্ম, যা ডিজাইনিং এবং বেসপোক সমাধানের ব্যবস্থা করে ক্যান্সার কেয়ারের ক্ষেত্রে। তথ্য সংগ্রহের জন্য ipkarkinos@gmail.com অনুরোধ পাঠাতে পারেন।
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	ipkarkinos@gmail.com-এ অনুরোধ পাঠিয়ে তথ্য পাবেন
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	৩০ জুন ২০২৪ অনুযায়ী ৩৬৭ জন কর্মী কোনও কাজের লোক নেই
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী	ipkarkinos@gmail.com-এ অনুরোধ পাঠিয়ে তথ্য পাবেন
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ) অধীনে	যোগ্যতাবলি বিষয়ক আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান প্রক্রিয়ার তথ্যাদি পাওয়া যাবে https://www.karkinos.in/cirp-তে
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	২৩.০৭.২০২৪
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	০২.০৮.২০২৪
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	০৭.০৮.২০২৪
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	১৭.০৮.২০২৪
১৪.	মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	২২.০৮.২০২৪
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২১.০৯.২০২৪
১৬.	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	ipkarkinos@gmail.com

কার্কিনোস হেলথকেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড়
রাজেশ শেঠ
কার্কিনোস হেলথকেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড-সিআইআরপি অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদার বিষয় সম্পর্কিত
যোগাযোগের ইমেল ঠিকানা : ipkarkinos@gmail.com
আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নম্বর : IBBI/IPA-002/IP-NO1021/2020-2021/13298
আইবিবিআই রেজিস্টার্ড ইমেল আইডি : rajeshshethsbi@gmail.com
যোগাযোগের জন্য নির্দিষ্ট ঠিকানা : প্রযত্নে রাজেশ শেঠ, কার্কিনোস হেলথকেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড-এর প্রস্তাব পেশাদার, বিডিও রিস্ট্রাকচারিং অ্যাডভাইসরি এলএলপি, লেভেল ৯, দি রুবি, নর্থ-ওয়েস্ট উইং, সেনাপতি বাপত রোড, দাদর (প), মুম্বই - ৪০০০২৮, মহারাষ্ট্র, ভারত
আইবিবিআই নথিভুক্ত ঠিকানা : বি-৫৫, শতদল সোসাইটি, ৮ম তল, আজাদ লেন, এস.ভি. রোড অন্ধেরি ওয়েস্ট, শপারস স্টপের নিকট, মুম্বই সিটি, মহারাষ্ট্র, ৪০০০৫৮
তারিখ : ০৮.০৭.২০২৪
স্থান : মুম্বই

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank | ইলাহাবাদ ALLAHABAD
জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ,
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) -এ বন্দোবস্ত দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এমফোর্সমেন্ট) রুলস ৮(৬) -এর অনুবিধির সঙ্গে পঠিত, অধীনে স্থাবর পরিসম্পাদি বিক্রয়-এর জন্য ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি।
সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/ ধার্যকৃত স্থাবর সম্পত্তি যার **প্রতীকী দখল** নিয়েছেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সুরক্ষিত ঋণদাতা -এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি হবে ''যেখানে যেমন আছে'', ''সেখানে যা আছে'', এবং ''সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে'', আগামী ২৪.০৭.২০২৪ তারিখে বিক্রি করা হবে বকেয়া টাকা পুনরুদ্ধারের জন্য নিচে উল্লিখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে, নিম্নে বর্ণিত ঋণগ্রহীতা(গণ) -এর কাছ থেকে, যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত ঋণদাতা)**-এর প্রাপ্য।

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ ও তারিখ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) দায়বদ্ধতা
১.	ক) মেসার্স শান্তি অ্যাগ্রোটেক প্রাঃ লিঃ (ঋণগ্রহীতা) খ) সুবুদ্ধিপুর শাখা	শ্রী গৌতম দে (ডিরেক্টর) এর নামে ০৪ কাঠা ১১.০০ বর্গফুট এলাকা পরিমাপের স্থাবর সম্পত্তির (জমি ও বিল্ডিং) ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার দাগ নং ১৫২৬১, আরএস নং ৭১ খতিয়ান নং ২৪৩৬ এর অধীনে, জেএল নং ৩১, হোল্ডিং নং ১৪৮৪/১৬৩ তৌজি নং ২৫০৬ পালপাড়া, ক্যানিং রোড মদারাট গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, মৌজা, পোস্ট ও থানা- বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর - দাগ নং ১৫২৬১ এর জমি দ্বারা, দক্ষিণ - শ্রীমতী বনামি দে-এর সম্পত্তি দ্বারা, পূর্ব - ৮ ফুট প্রশস্ত রাস্তা দ্বারা, পশ্চিম- ১৬ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা। **দখলের ধরন: প্রতীকী**	৭০,৬৬,৫৫৭.৭১ টাকা (সত্তর লক্ষ ছেষট্টি হাজার পাঁচশত সাতান্ন টাকা এবং একাত্তর পয়সা মাত্র) ১৫.১০.২০১৯ অনুযায়ী তদুপরি আরও সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ।	ক) ৪১,০০,০০০.০০ টাকা খ) ৪,১০,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB50265045357 ঙ) শূন্য

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: ২৪ জুলাই, ২০২৪ (২৪.০৭.২০২৪) সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা

বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার এমএসটিসি লিঃ -এর ওয়েবসাইট **(www.mstcecommerce.com)** দেখুন। টেকনিক্যাল সাহায্যের জন্য **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪** এবং সার্ভিস প্রোভাইডারদের অন্য চালু হেল্পলাইন নম্বরে অনুগ্রহ করে ফোন করুন। এমএসটিসি লিঃ এর সাথে রেজিস্ট্রেশন স্টেটাস, ইএমডি স্টেটাস জানার জন্য **ibapifin@@mstcecommerce.com** এ অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট বিশদ তথ্যাদি এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়মাবলী ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে https://ibapi.in দেখুন এবং এই পোর্টাল সংশ্লিষ্ট কোনও সংশয় দূরীকরণের জন্য অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর '১৮০০১০২৫০২৬' এবং '০১১-৪১১০৬১৩১' -এ যোগাযোগ করুন।
বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং www.mstcecommerce.com -এ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির আইডি নং ব্যবহার করুন।

দ্রষ্টব্য- এই বিজ্ঞপ্তি টি ঋণগ্রহীতা(গণ)/অংশীদার(গণ)/জামিনদার(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ০৫.০৭.২০২৪
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুরিয়া: তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে তোলা চাওয়ার অভিযোগ। পাল্টা সাংবাদিক সম্মেলন করে অভিযোগ অস্বীকার এবং জামুরিয়া থানার ওসির বিরুদ্ধে হুমকির অভিযোগ তৃণমূল নেতার।

দলের কাছে সঠিক বিচার না পেলে পদত্যাগের হুঁশিয়ারি তৃণমূল নেতার। জামুরিয়া পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ তথা পড়াশিয়া অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতি উদিপ সিং তার দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে অভিযোগ করেন যে পড়াশিয়া এলাকায় দূষিত কেমিক্যাল যুক্ত ছাই পরিবহণ করা হচ্ছিল। যার ফলে এলাকায় মানুষদের চরম সমস্যা সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এই দূষিত কেমিক্যাল যুক্ত ছাই এর ফলে এলাকাবাসীর বিভিন্ন ধরনের শারীরিক সমস্যা সম্মুখীন হতে হচ্ছে। গত ২৮ তারিখে এই বিষয় নিয়ে তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দাদেরকে নিয়ে।

উদীপবাবু অভিযোগ করেন যে জামুরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক তাকে সেখানে না যাওয়ার জন্য হুঁশিয়ারি দেন। তারপরও তিনি সেখানে প্রতিবাদ করতে যান। ঘটনাস্থলে প্রচুর পুলিশ চলে আসে এবং তাদের সামনে ওই বিষাক্ত ও দূষিত ছাই গাড়িগুলোকে পার করে দেয় পুলিশ। গোটা ঘটনাটি তিনি দলের উচ্চ নেতৃত্বকে জানিয়েছিলেন বলে জানান।

এরপরই তার বিরুদ্ধে পিওপি প্লান্টের ইনচার্জ অসীম কুমার চক্রবর্তী এবং পড়াশিয়া কোলিয়ারির এজেন্ট মধুসূদন সিং জামুরিয়া থানায় মিথ্যা অভিযোগ করেন। উদীপ সিং জানান যে, তার বিরুদ্ধে গাড়ি পিছু পাঁচ হাজার টাকা এবং ড্রাইভার খালাসিদের মারধরের অভিযোগ করা হয় কিন্তু পুলিশ কোনও তদন্ত না করেই তাদের দলের দু'জনকে গ্রেপ্তার করে। তিনি জানান, দলকে বলেও কোনও লাভ হয়নি। তাই তিনি এবং পড়াশিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান, পঞ্চায়েত সদস্যরা এবং দলের নেতৃত্ব জামুরিয়া দু'নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের অফিসের সামনে ধরনায় বসবেন। যদি দলের পক্ষ থেকে সঠিক সমাধান না হয় তাহলে তারা সকলেই দল এবং সরকারি পদ থেকে পদত্যাগ করবেন।

অপরদিকে অভিযোগকারী পিওপি সংস্থার ইনচার্জ অসীম কুমার চক্রবর্তী জানান যে তিনি কোনও মিথ্যা অভিযোগ করেননি। তিনি জানান, বিওবি ইসিএলএর নিজস্ব একটি প্রজেক্ট যার বরাত তাদের সংস্থা পেয়েছে। গত ২৮ তারিখে তাদের গাড়ি পড়াশিয়া এলাকায় আটকে দেন উদীপ সিং ও তার দলবল। বিষয়টি তাদের পক্ষ থেকে ইসিএলকে জানানো হয়। সেই রাতেই ইসিএল এর পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ জানানো হয়। ২৯ তারিখ ইসিএল এর নির্দেশে তারা আবার সেখানে গাড়ি পাঠান। সেই সময় উদীপ সিং ও তার দলবল ড্রাইভার খালাসিদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং মারধর করে। সেই সময় তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তখন উদীপ সিং তাদের দলবল ডেকে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দেন। সেই সময় তারা পুলিশকে ফোন করে পুলিশ এসে তাদেরকে উদ্ধার করে। অপরদিকে বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি এই ঘটনা প্রসঙ্গে জানান, যদি মাথা উঁচু করে থাকতে হয় তাহলে তৃণমূল করা যাবে না। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সম্পাদক ভি শিব দাশন দাশু জানান যে, দিদির নির্দেশ মতো প্রতিটি থানা পুলিশকে বলে দেওয়া হয়েছে যে যার বিরুদ্ধে তোলাবাজি বা অবৈধ কাজের অভিযোগ উঠবে তৎক্ষণাৎ তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

রায়গঞ্জ উপনির্বাচন : বাম-কংগ্রেসের জোট প্রার্থী মোহিত সেনগুপ্ত তৃণমূলকে জেতাতে চায়!

আশঙ্কা প্রকাশ করলেন বিরোধী দলনেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: লোকসভা নির্বাচনে রায়গঞ্জ আসনের বাম-কংগ্রেসের জোট প্রার্থী আলি ইমরান রমজ সংখ্যালঘু ভোটে বিরাট মাপের ভাঙন ধরানোয় বিজেপি জেতার ব্যাপারে 'সুবিধা' পেয়েছিল। আসন্ন রায়গঞ্জ বিধানসভার উপনির্বাচনে ঠিক তার উল্টোচিত্র। বাম-কংগ্রেসের জোট প্রার্থী মোহিত সেনগুপ্ত এবার এই আসনের হিন্দু ভোট ব্যাংকে ভাগ বসিয়ে পরোক্ষভাবে তৃণমূল কংগ্রেসেরই সুবিধা করে দিচ্ছেন বলে বিজেপি শিবির আশঙ্কা করছে। লোকসভা নির্বাচনের আগে জেলায় প্রচারে এসে তৃণমূল সুপ্রিমো একাধিকবার তার ভাষণে বাম-কংগ্রেসের জোট প্রার্থীকে 'ভোটকাটুয়া' তকমা দিয়ে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিলেন। সেই একই অভিযোগ এবার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী করছেন। বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জ বিধানসভার উপনির্বাচনে দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে এক সভায় শুভেন্দু অধিকারী বলেন, জোট প্রার্থী মোহিত সেনগুপ্ত পরোক্ষভাবে তৃণমূল কংগ্রেসকেই জেতানোর চেষ্টা চালাচ্ছে।

এবার রায়গঞ্জ আসনে তৃণমূলের পক্ষ থেকে প্রার্থী করা হয়েছিল রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণীকে। কৃষ্ণ কল্যাণী ২০২১'র বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির টিকিটে জিতে বিধায়ক হয়েছিল। পরবর্তীতে তিনি ১ বছরের মধ্যেই তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। লোকসভা নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার আগে কৃষ্ণ কল্যাণী নিয়ম মেনে তার বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেয়। লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির কাছে হেরে যাওয়ার পর উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস আবার তাকেই প্রার্থী করে।

লোকসভা নির্বাচনে বাম-কংগ্রেসের জোট প্রার্থী হিসেবে চাকুলিয়ার প্রাক্তন বিধায়ক ইমরান আলি রমজকে প্রার্থী করা হয়। উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর মহকুমার (রায়গঞ্জ লোকসভার অন্তর্ভুক্ত ইসলামপুর, চাকুলিয়া, গোয়ালপোখর ও করণদিঘি) ৪ টে বিধানসভাই সংখ্যালঘু অধ্যুষিত। ৪টে বিধানসভাই তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে। এই জোটপ্রার্থী সংখ্যালঘু ভোটে থাবা বসাতে পারে বলে প্রচারের শুরু থেকেই আলি ইমরান রমজের বিরুদ্ধে আক্রমণ করে তৃণমূল। প্রতিটি সভাতেই তৃণমূল নেত্রী, জোটপ্রার্থীর উদ্দেশ্যে বলেন, 'জোটের প্রার্থী আদতে বিজেপির প্রার্থী। বিজেপির মদতেই সংখ্যালঘু ভোট কাটার জন্য তাকে দাঁড় করানো হয়েছে।'

ফলাফল থেকে দেখা গিয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেসের আশঙ্কা অনেকাংশেই মিলে গিয়েছে। গোয়ালপোখর বিধানসভায় মন্ত্রী গোলাম রাব্বানীর এলাকায় (যেখানে সে প্রায় ৭০ হাজার ভোটে জিতেছিল ২০২১ সালে) তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ১ হাজারের কম ভোটে লিড পেয়েছে। চাকুলিয়া বিধানসভায় জোটপ্রার্থী ১ হাজার ভোটে এবং করণদিঘি বিধানসভায় প্রায় ২২ হাজারের বেশি ভোটে লিড পেয়েছে। পাশাপাশি ২০২১'র বিধানসভার ভোটে রায়গঞ্জ আসনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ৫৯ হাজার ভোট পেলেও সদ্যসমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে রায়গঞ্জ আসনে সেই ভোট কমে দাঁড়ায় প্রায় ৪৬ হাজারে। প্রায় ৪৭ হাজার ভোটে এই আসনে তৃণমূল কংগ্রেস পিছিয়ে থাকে। এরমধ্যে রায়গঞ্জ পুরসভা এলাকার ২৭টি ওয়ার্ডই তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে থাকা স্বত্বেও একটি ওয়ার্ডেও শাসক দল লিড পায়নি। পুরসভা এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস প্রায় ২২ হাজার ভোটে পিছিয়ে।

এবারের বিধানসভা উপনির্বাচনে বিজেপি থেকে প্রার্থী করা হয় রায়গঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি মানস ঘোষকে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, রায়গঞ্জ বিধানসভার উপনির্বাচনে এই দলবদলুদের মধ্যে জোটের প্রার্থী মোহিত সেনগুপ্তর প্রতি সাধারণ মানুষের আলাদা ইমেজ রয়েছে। ২০১১ থেকে ২০২১ দীর্ঘ ১০ বছর মোহিত সেনগুপ্ত বিধায়ক থাকার পাশাপাশি ২০০১ থেকে প্রায় ১৫ বছর রায়গঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন। তার বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ নেই। ২০১১'র পর তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে মোহিত সেনগুপ্ত ১০ বছরে একাধিকবার শাসক দলের পক্ষ থেকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করার জন্য দলের শীর্ষস্তর থেকে অফার আসে। একাধিকবার তাকে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জেলা সভাপতির পাশাপাশি মন্ত্রিত্ব অফার করা হয়। এবারের নির্বাচনে মূল প্রতিপক্ষ দলের এই দলবদলু প্রার্থীদের মধ্যে মোহিত সেনগুপ্তর এই দলবদল না করাটাই তাকে সাধারণ মানুষের কাছে এগিয়ে রাখছে। একদা মোহিত সেনগুপ্তর অনুগামী তৃণমূল কংগ্রেসের শহরের এই নেতা জানিয়েছেন, 'লোকসভা নির্বাচনে রায়গঞ্জ বিধানসভা এলাকায় জোটের প্রার্থী প্রায় সাড়ে ১৪ হাজার ভোট পেয়েছিল। কিন্তু এবার মোহিত সেনগুপ্ত প্রার্থী। রায়গঞ্জ শহর ও তার আশপাশের এলাকায় ব্যক্তি মোহিত সেনগুপ্তর একটা আলাদা ইমেজ রয়েছে মানুষের কাছে। ফলে শাসক দলের প্রতি ক্ষুব্ধ মানুষের ভোট অনেকটাই তিনি টেনে নেবেন, যেটা বিজেপির দিকে গিয়েছিল। আমরা এটাই চাইছি। সেটা হলে আমাদের জেতার ব্যাপারে অনেক সুবিধা হবে।' একই আশঙ্কা করছে বিজেপিও।

মোহিত সেনগুপ্ত জানিয়েছেন, 'মানুষ যে দলবদলুদের প্রত্যাখ্যান করেছে, সেটা সদ্যসমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। আমরা জেতার জন্য লড়ছি। সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন হলে মানুষ আমাদেরকেই নির্বাচিত করবে।'

ঐতিহ্যপূর্ণ মাহেশের রথযাত্রা ৬২৮ বছরে পদার্পণ, সিসি ক্যামেরা-সহ ড্রোন নিয়ে অটুট নিরাপত্তা

বনস্পতি দে ● মাহেশ

ঐতিহ্যপূর্ণ পশ্চিমবঙ্গের শ্রীরামপুরের মাহেশের রথযাত্রা ৬২৮ বছরে পড়ল। এই রথযাত্রাকে ঘিরে লক্ষ লক্ষ ভক্তদের সমাগম সকাল থেকে মাহেশের জগন্নাথ মন্দিরে ভক্তদের ভিড় দেখা গেল পুজো দিতে। রবিবার সকাল থেকে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রাকে নতুন বেশে সাজানো হলো দেওয়া হলো ভোগ। মন্দির থেকে বাইরে এনে রাখা হয়েছিল তিন ভাই বোনকে। দূর দূরান্ত থেকে ভক্তরা মাহেশের জগন্নাথ মন্দিরে একের পর একে পুজো দিলেন তখনই প্রচুর ভিড়। দুপুর থেকেই জিটি রোড প্রশাসনের পক্ষ থেকে নো এন্ট্রি বোর্ড লাগানো হয়। জিটি রোডে দুই ধার দিয়ে ব্যারিকেড করে দেওয়া হয়, পুলিশের পক্ষ থেকে প্রচুর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী নেমে যায় দেখা যায় প্রচুর পুলিশ বাহিনীকে। সাদা পোশাকের পুলিশ ছিল প্রচুর, মহিলা পুলিশও ছিল প্রচুর। উপস্থিত ছিলেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যানণ ব্যানার্জি সহ অতিথিরা। বিকেল চারটের সময় জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রাকে নিয়ে রথ মাসির বাড়ির দিকে চলতে শুরু করে তার আগে এই রথের যিনি নির্মাণ করেছিলেন তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে একজন এসে বাঁশি বাজিয়ে রথ চলার সংকেত দিলেন। রথের দড়ি টানা শুরু হল সেই সময় ওপরে ড্রোন দেখা যায় কাতারে কাতারে ভক্তদের সমাগম ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি। জানা গেল এই রথের ওজন ১২৫ টন লোহার রথ কাঠের ঘোড়া, রথের ১২ টি চাকা রথের উচ্চতা ৫০ ফুট শ্রীরামপুরের মাহেশ জগন্নাথ মন্দিরকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে মাসির বাড়ি বিকাল গড়িয়ে সন্ধেয় নামে জগন্নাথ দেবের রথ মাসির বাড়ির দিকে চলতে থাকে চলতে থাকে ভক্তদের নাম গান। এই রথযাত্রা উপলক্ষ্যে পানীয় জলের ব্যবস্থা মেডিক্যাল ক্যাম্প করা হয়েছে, গঙ্গায় পুলিশের টহল চলছে, গঙ্গার ওপার থেকেও অনেক ভক্তের সমাগম হয়েছে লঞ্চ ঘাট গুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে বজ্রাআঁটুনি। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে মেলা বসেছে হরেক রকমের দোকানপাট চলছে বিকিকিনি। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে মাহেশের রাধারানির উল্লেখ আছে। আগের কয়েক বছরের তুলনায় এবার এই মাহেশের রথযাত্রায় প্রচুর ভক্তদের ভিড়।

সিএএ নিয়ে ঠাকুরবাড়িতে বসবে ক্যাম্প, প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ ফিরহাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: আগামী বুধবার নাগরিকত্বের আবেদন করার জন্য ঠাকুরবাড়িতে বসবে ক্যাম্প জানালেন শান্তনু ঠাকুর, অন্যদিকে সিএএ নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর নাম না করে মোটা ও দাড়িওয়ালা বলে আক্রমণ ফিরহাদ হাকিমের। বাগদার উপনির্বাচনে আগে মতুয়া সম্মেলনে এসে জানালেন শান্তনু ঠাকুর। রবিবার বাগদা উপনির্বাচন উপলক্ষ্যে মতুয়াদের নিয়ে সম্মেলনের আয়োজন করেছিল বাগদা ব্লক মতুয়া মহাসংঘ। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বনগাঁ লোকসভার সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, সিএএ ইমপ্লিমেন্টেশন হয়েছে কিন্তু কার্যকর করতে আপনাদের আবেদন করতে হবে। যতক্ষণ না পর্যন্ত সার্টিফিকেট পাচ্ছেন ততক্ষণ সমস্যা থেকে যাচ্ছে। আগামী বুধবার থেকে ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে আবেদন করবার জন্য ক্যাম্প বসবে বলে জানান তিনি। পরবর্তীতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শান্তনু ঠাকুর জানিয়েছেন আগামী বুধবার থেকে ঠাকুরনগর ঠাকুর বাড়িতে ক্যাম্প করে নাগরিকত্বের আবেদন জমা দেওয়া হবে। শনিবার ববি হাকিম বাগদায় উপনির্বাচনের প্রচারে এসে বলেছিলেন সিএএ কোনও মোয়া বা লাড্ডু নয়। সিএএ নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর নাম না করে মোটা ও দাড়িওয়ালা বলে আক্রমণ ফিরহাদ হাকিমের। উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা বিধানসভা উপনির্বাচন আগামী ১০ জুলাই। শনিবার গভীর রাতে উপনির্বাচনের প্রচারে এসেছিলেন রাজ্যের পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তিনি নাটাবাড়িয়ার সভা থেকে নাম না করে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, আমরা ভারতের নাগরিক। আমাদের ভোটার কার্ড আছে প্যান কার্ড আছে আধার কার্ড আছে। শান্তনু ঠাকুরের আগে থেকে যারা জিতে আসছে তারা কাদের ভোটে জিতেছে। কিছু মানুষ ভাবে আমাদের সিএএ নেই আমাদের যদি ক্যাম্পে ঢুকিয়ে দেয়। ওর বাপের ক্ষমতা নেই ক্যাম্পে ঢোকানোর কারণ এখানে ক্ষমতায় আছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রসঙ্গে শান্তনু ঠাকুর বলেন, ববি হাকিম কোনও ফ্যাক্টর না। উনি যেখানে ফ্যাক্টর সেখানে গিয়ে কথা বলুন।

রীতি মেনে রঘুবীরের জয়ধ্বনি দিয়ে ধান রোপণ কামারপুকুর মঠ ও মিশনের মহারাজদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: প্রতি বছরের মতো এই বছরও ভগবান রঘুবীরের জয়ধ্বনি দিয়ে ও রীতি মেনে আরামবাগ মহকুমার গোঘাটের লক্ষ্মীজোলাতে ধান রোপণ করলেন কামারপুকুর মঠ ও মিশনের মহারাজরা। লক্ষ্মীজোলা নামটা কমবেশি অনেকেই তা জানেন, আবার অনেকেই জানেন না। কি এই লক্ষ্মীজোলা? তার ইতিবৃত্ত জানতে গেলে একটু পিছনে ফিরে তাকাতে হবে। শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়কে তার বাল্যবন্ধু শুখ লাল গোস্বামী এক বিঘা দশ ছটাক জমি দান করেছিলেন। সেই জমিতে ঠাকুরের পিতা রঘুবীরের নাম নিয়ে এদিনে অর্থাৎ জগন্নাথদেবের রথযাত্রার দিন ধান রোপণ করতেন। সেই ধানেতে ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের ছোট সংসার অতিবাহিত হত এবং অতিথি আপ্যায়ন হত। তারপরও উদ্বৃত্ত রয়ে যেত। সেই পুরনো চিরাচরিত প্রথাকে সামনে রেখে লক্ষ্মীজোলাতে রথযাত্রার দিন অর্থাৎ জগন্নাথদেবের রথযাত্রার দিন কামারপুকুর মঠ ও মিশনের সাধু সন্ন্যাসীরা লক্ষ্মীজোলাতে ধান রোপণ করেন। কথিত আছে, ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবও এই জমিতে তিন গোছ ধান রোপণ করেছিলেন। তারপর থেকে চলে বিভিন্ন মানুষদেরকে নিয়ে ধান রোপণ পর্ব। সেই প্রথাকে সঙ্গী করে এদিন মঠের সাধু সন্ন্যাসীরা রঘুবীরের নাম নিয়ে তিন গোছ ধান রোপণ করেন। বাকি জমিতে ধান রোপণ করেন মঠের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য মানুষেরা। এই বিষয়ে কামারপুকুর মঠের অধ্যক্ষ স্বামী লোকোত্তরানন্দ মহারাজ জানান, শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের রথযাত্রার দিন কামারপুকুর মঠ ও মিশনের ধান রোপণের সূচনা হয়। এরপর থেকে আমাদের ধান রোপণ চলবে। ধান রোপণ করার অর্থ হচ্ছে এদিন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় ভগবান রঘুবীরের নাম করে ধান রোপণ করতেন। তাই সেই প্রথাকে বজায় রেখে আজও কামারপুকুর মঠ ও মিশনের পক্ষ থেকে এই পবিত্র দিনে ধান রোপণ হয়। অপরদিকে একই ভাবে রীতি মেনে ভগবান জগন্নাথদেবের রথ যাত্রা অনুষ্ঠিত হয় কামারপুকুর মঠ ও মিশনে।

নিখোঁজ ব্যক্তির মৃতদেহ ভেসে উঠল খাঁড়িতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: প্রায় দুই দিন নিখোঁজ থাকা এক ব্যক্তির মৃতদেহ ভেসে উঠল স্থানীয় একটি খাঁড়িতে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছাড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন ব্লকের হরসূরা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত শ্রীরামপুর এলাকার ঘটনা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই ব্যক্তির নাম শ্যামলাল ক্যারকাটা (৬৬)। গত শুক্রবার মাঠে গরু চরানোর জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তারপর থেকেই আর বাড়ি ফেরেননি। পরিবারের লোকেরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর কোনো খোঁজ না পাওয়ায় গত শনিবার তপন থানার অন্তর্গত রামপুর পুলিশ ফাঁড়িতে নিখোঁজ ডায়েরি করেন। এরপর এদিন সকালে এলাকার একটি খাঁড়িতে শ্যামলালের মৃতদেহ ভেসে থাকতে দেখেন সকালে মাঠে কাজ করতে যাওয়া কয়েকজন কৃষক। তড়িঘড়ি তারা পরিবারের লোকেদের এবং তপন থানায় খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।

এ বিষয়ে মৃত শ্যামলাল ক্যারকাটার ছেলে বলাই ক্যারকাটা বলেন, 'বাবা গত শুক্রবার খাঁড়ির ওপারে গরু চড়ানোর জন্য নিয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে আর বাড়ি ফেরেনি। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কোনও খবর না মেলায় রামপুর পুলিশ ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেছিলাম। রবিবার স্থানীয় ওই খাঁড়িতে বাবার দেহ ভেসে থাকতে দেখে কয়েকজন আমাদের খবর দেন। কিভাবে এমনটা হল বুঝে উঠতে পারছি না। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।'

মাটি সরবরাহ বন্ধ মাথায় হাত আসানসোলের মৃৎ শিল্পীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: সামনেই দুর্গাপুজো রথযাত্রার দিন প্রথা অনুযায়ী নিষিদ্ধ পল্লির মাটি নিয়ে এসে মা দুর্গার কাঠামোই যাওয়া হয়। সে কাজ সম্পন্ন হলেও সমস্যা এক জায়গায়। দেবী মূর্তি তৈরির জন্য সবথেকে প্রয়োজনীয় গঙ্গা মাটি। ইদানিং মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশে কঠোর হয়েছে প্রশাসন বালি ও মাটি পাচার রাখার জন্য। সেই মোতাবেক প্রশাসনের তৎপরতায় গঙ্গার মাটি পাচ্ছেন না আসানসোলের কুমারটুলি অর্থাৎ মহিষিলার পাল পাড়ার মৃৎ শিল্পীরা। স্বভাবতই কিভাবে তারা দুর্গা প্রতিমা নির্মাণ করবেন সেই নিয়ে চিন্তার ভাঁজ মৃৎ শিল্পীদের।

মৃৎশিল্পী রঞ্জিত পাল বলেন, রাজ্য প্রশাসন মাটি ও বালি প্রসঙ্গে কঠোর মনোভাব নেওয়ার পর গঙ্গা মাটি তারা পাচ্ছেন না। এই মাটি সাধারণত আসে কালনা থেকে। এখন পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে মাটি সরবরাহকারী ব্যক্তিকে মোবাইলেও পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে মূর্তি তৈরির ক্ষেত্রে তাদের বহু বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এরকম অবস্থা চললে ভবিষ্যতে তারা আদৌও পুজো উদ্যোক্তাদের দুর্গামূর্তি তৈরি করে দিতে পারবেন কিনা সেই নিয়ে চিন্তিত তারা।

উখরার প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রায় মানুষের ঢল

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: রবিবার অন্ডালের উখড়াই বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ গোপীনাথ জিওকে সঙ্গে নিয়ে বের হল রথযাত্রা। সুপ্রাচীন এই রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে এলাকায় মানুষের ঢল। কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুলিশের কড়া প্রহরা ড্রোন দিয়ে চলছে নজরদারি ।

১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয় এই রথ যাত্রার। তৎকালীন উখড়া জমিদার জমিদার শম্ভু লাল সিং হান্ডে এই রথ যাত্রার সূচনা করেন। জমিদার পরিবারের বর্তমান সদস্য অনুরণ লাল সিং হান্ডে জানান, এবছর তাদের রথযাত্রা ১৮৪ বছরে পদার্পণ করল। তিনি বলেন, রানিগঞ্জ ও উখড়া ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে আরো বেশ কয়েকটি জায়গায় রয়েছে এই রকম পিতলের তৈরি রথ। যদিও এই রথকে কেন্দ্র করে এক সময় বস্তু ছোট্ট গ্রামীণ মেলা, বর্তমানে জায়গার সংকটের কারণে সেই মেলা না বসলেও মানুষের ভিড় চোখে পড়ার মতো। এদিনের এই রথ উখরার রথতলা থেকে বের হয়ে স্কুল মোড় পর্যন্ত এসে ফিরে যায় আবার নিজস্ব রথগৃহে।

রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হল কাঁকসার রেলপাড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে রথের দড়িতে টান দিয়ে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হল কাঁকসার রেলপাড়ে। এদিন এই শোভাযাত্রায় ছোট ছোট শিশু থেকে শুরু করে কয়েকশো মানুষ অংশ নেয়। গানের সঙ্গে চলে নৃত্য। শোভাযাত্রা রেলপাড় থেকে শুরু করে পানাগড় বাজার ঘুরে পুনরায় রেলপাড়ে এসে শেষ হয়। সকাল থেকে পূজা-অর্চনার পর শুরু হয় শোভাযাত্রা। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে রেলপারে বসেছে মেলা।

অন্যদিকে কাঁকসার রথতলায় বহু বছর ধরে চলে আসা রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। রীতি মেনে সন্ধ্যায় রথের দড়িতে টান দেন এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এই মেলার বিশেষত হল এখানে আজও মাটির পুতুল কিনতে ভিড় জমান মানুষ। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে বসেছে মেলা।

কালনার লালজি মহারাজকে রথে করে নিয়ে যাওয়া হয় ১০৮ শিবমন্দিরে!

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পালকিতে চেপে আসেন লালজি মহারাজ। তারপরে চাপেন রথে। কালনার বর্ধমান মহারাজার এই রথযাত্রার নিয়ম শতাব্দী প্রাচীন। আগে বর্ধমান মহারাজার তিনখানা রথ ছিল। বর্তমানে কালনার রথ কমিটির পক্ষ থেকে একটি বড় রথ তৈরি করা হয়েছে এবং লালজি মহারাজকে লালজি বাড়ি মন্দির থেকে পালকিতে চাপিয়ে নিয়ে এসে কালনার সুরসাথী মোড় থেকে সুসজ্জিত রথে চাপিয়ে কয়েক হাজার ভক্তবৃন্দ কালনার ১০৮ শিব মন্দির পর্যন্ত রথের দড়ি টেনে রথকে নিয়ে যায় এবং সেখানেই পুজো হয় সাতদিন। তারপরে আবার নিয়ে যাওয়া হয় লালজি মন্দিরে। সাত দিন ধরে ১০৮ টা শিব মন্দির চত্বরে চলে রথের মেলা। এই রথ উৎসবে বাইরে থেকেও প্রচুর দর্শনার্থীরা আসেন। বর্ধমান মহারাজার প্রতিষ্ঠিত। কালনা শহরের বুকে আরো তিনটি রথযাত্রা হয়, কালনা জগন্নাথ তলার রথযাত্রার গোপাল বাড়ি রথযাত্রা। সব মিলিয়ে কালনায় জমজমাট রথযাত্রা উৎসব। এই রথযাত্রা উৎসবে সামিল হন কালনার পুরপিতা আনন্দ দত্ত সহ বিশিষ্টজনেরা।

ক্রমশ জৌলুশ হারাতে বসেছে মায়াপুর ইসকনের রথের

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: জমজমাট কলকাতা ইসকনের রথযাত্রা উৎসব কিন্তু ব্যতিক্রম চিত্র মায়াপুর ইসকনে। একেবারে সাদামাটা ভাবেই সম্পন্ন হল মায়াপুর ইসকনের রথযাত্রা উৎসব। যদিও ইসকনের দেশি ও বিদেশি ভক্তদের উপস্থিতিতে মায়াপুর ইসকন পরিচালিত রাজাপুর জগন্নাথ মন্দিরে জগন্নাথের রশ্মিতে পড়ল টান। এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে মায়াপুর ইসকনের রথযাত্রার শুভ সূচনা করলেন রাজ্যের বিজ্ঞান ও জৈব প্রযুক্তি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস সহ নদিয়া জেলা পরিষদের সভাপতি ছাড়াও নবদ্বীপের বিধায়ক এবং জেলা মুখ্য বিচারক। এদিন পান্ডু বিজয়ের মাধ্যমে জগন্নাথ বলদেব এবং সুভদ্র মহারানিকে রথে ওঠানো হয়। এরপর স্বর্ণ ঝাড়ু দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করে রথের রশ্মিতে টান দিয়ে মায়াপুর ইসকন পরিচালিত রথযাত্রা শুভ উদ্বোধন করলেন রাজ্যের মন্ত্রী। রাজাপুর জগন্নাথ মন্দির থেকে সাড়ে চার কিলোমিটার দূরে মায়াপুর ইসকন চন্দ্রোদয় মন্দিরের অস্থায়ী গুন্ডিচায় নিয়ে আসা হবে জগন্নাথ বলদেব সুভদ্র মহারানিকে। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে হাজার হাজার দেশি ও বিদেশি ভক্ত জগন্নাথ দেবের রথের রশ্মি টান দিতে উপস্থিত হয়েছে মায়াপুর ইসকনের জগন্নাথ মন্দিরে। যদিও আনন্দ বাড়ি তুলনায় এবার একেবারে জৌলুশহীন মায়াপুর ইসকনের রথ। প্রতিবার রথের রশ্মি টানতে স্বনামধন্য চিত্র তারকা থেকে শুরু করে সমাজের বিশিষ্টজনদের দেখা যেত। এবারের চিত্রটা একেবারেই ভিন্ন। এক কথায় বলা যায় সাদামাটা ভাবেই সম্পন্ন হল মায়াপুর ইসকনের রথযাত্রা।

নির্বাচনী পরাজয়ে সমবেদনা জানিয়ে সুনককে চিঠি রাহুলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কংগ্রেস সাংসদ তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি চিঠি লিখলেন ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনককে। সূত্রে খবর, তাঁর দলের নির্বাচনী পরাজয়ের জন্য সমবেদনা জানিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ।

প্রসঙ্গত, সদ্য ব্রিটেনের নির্বাচনে কিয়ার স্টার্মারের লেবার পার্টি ভোটে বিশাল ব্যবধানে জয় লাভ করেছে। এতে ১৪ বছরের কনজারভেটিভ শাসনের অবসান ঘটেছে। চিঠিতে তিনি লেখেন, 'জয় এবং বিপর্যয় দুটোই গণতন্ত্রের যাত্রার একটি অনিবার্য অংশ এবং আমাদের এই দুটোকে নিয়েই এগিয়ে যেতে হবে।' চিঠিতে রাহুল এও লিখেছেন যে, 'আপনার অফিসে থাকাকালীন ভারত এবং ব্রিটেনের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করার জন্য আপনি যে প্রচেষ্টা করেছেন তা আমি গভীর ভাবে মূল্যায়ন করি। আমি নিশ্চিত যে আপনি আপনার অভিজ্ঞতা দিয়ে জনজীবনে অবদান রাখতে থাকবেন।'

তবে শুধুমাত্র প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীই নন, কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি ব্রিটেনের নতুন প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টার্মারকেও নির্বাচনে বিশাল ব্যবধানে জয়ের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি কিয়ার স্টার্মারের সাফল্যের প্রশংসা করেছেন। এই প্রসঙ্গে রাহুল এও লেখেন, 'লেবার পার্টি এবং ব্যক্তিগত ভাবে আপনার জন্য এটি একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন।'

এরই পাশাপাশি কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি কিয়ার স্টার্মারের নির্বাচনী প্রচারের মূল বিষয়গুলি উল্লেখ করে বলেন, 'সমতার সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর জোর, শক্তিশালী সামাজিক পরিষেবার মাধ্যমে সকলের জন্য ভালো সুযোগ এবং সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়নের ওপর জোর যথেষ্ট প্রশংসনীয়।' সঙ্গে রাহুল গান্ধি এও বলেন, এই বিষয়গুলি 'স্পষ্ট ভাবে ব্রিটেনের জনগণকে আপ্লুত করেছে। এই বিষয়গুলির মধ্যে দিয়ে তাঁরা তাঁদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত দেখতে পাচ্ছেন।' এর জন্য স্টার্মার এবং ব্রিটেনের জনগণ দু'জনকেই অভিনন্দন জানিয়ে রাহুল গান্ধি লেখেন, 'আপনার জয় এমন একটি ক্ষমতার প্রমাণ যা মানুষকে সব সময় রাজনীতির আগে রাখে।'

এরই পাশাপাশি রাহুল গান্ধি ভারত-ব্রিটেনের মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্পর্ক নিয়েও আশাবাদী বলেও জানান। তিনি লেখেন, 'আমি ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও জোরদার করার জন্য উন্মুখ।' এখানেই শেষ নয়, রাহুল ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কিয়ার স্টার্মারের মেয়াদের জন্য শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি খুব তাড়াতাড়ি তাঁর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। সূত্রের খবর, শনিবারই কিয়ার স্টার্মারকে তাঁর জয়ের জন্য ফোনে অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দু' দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক কৌশলগত অংশীদারিত্ব নিয়ে কথা হয় দুই রাষ্ট্রনেতার। তিনি ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনককেও শুভেচ্ছা জানান।

অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি এবার উত্তরাখণ্ডের চারধাম যাত্রাও সাময়িক ভাবে স্থগিত

হিমাচলপ্রদেশ, ৭ জুলাই: জম্মু ও কাশ্মীরে অমরনাথ যাত্রার পর এবার উত্তরাখণ্ডের চারধাম যাত্রাও সাময়িক ভাবে স্থগিত করা হল। স্থানীয় প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, রবিবার চারধাম যাত্রা বন্ধ থাকবে। ফলে পুণ্যার্থীরা যেখানে আছেন, সেখানেই যেন তাঁরা দাঁড়িয়ে যান। মৌসম ভবন থেকে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে উত্তরাখণ্ডের জেলাগুলিতে। লাল সতর্কতাও জারি করা হয়েছে।

১০ মে থেকে শুরু হওয়া চারধাম যাত্রা চলবে নভেম্বর পর্যন্ত। মৌসম ভবনের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ৭ এবং ৮ জুলাই উত্তরাখণ্ডে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে কুমায়ুন, পাউরি, চামোলি, রুদ্রপ্রয়াগে। এ ছাড়া, দেরাদুন, হরিদ্বার, তেহরির মতো জেলায় রয়েছে কমলা সতর্কতা। এই সময় পাহাড়ি রাস্তায় ধস নামার সম্ভাবনা থাকে। নদীগুলির জলও ক্রমশ বাড়ছে। ইতিমধ্যেই একাধিক নদীর জল বিপদসীমা ছুঁইছুঁই করতে শুরু করেছে। ফলে পুণ্যার্থীদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখেই চারধাম যাত্রা সাময়িক ভাবে বন্ধের ঘোষণা করেছে উত্তরাখণ্ড প্রশাসন।

শনিবার রাতে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেখার পরই গাড়োয়ালের ডিভিশন্যাল কমিশনার বিনয় শঙ্কর পাণ্ডে একটি নির্দেশিকা জারি করেন। তাতে মন্দিরের উদ্দেশে যাত্রা করা পুণ্যার্থীদের বলা হয়েছে, রবিবার সারা দিন আর এগোবেন না। যে যেখানে আছেন, যত দূর পর্যন্ত গিয়েছেন, সেখানেই দাঁড়িয়ে যান। আবহাওয়ার উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত এগোনোর অনুমতি মিলবে না প্রশাসনের তরফে। হৃষিকেশের পর পুণ্যার্থীদের আর না এগোনোর নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

শনিবার আবহাওয়ার জন্যে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে অমরনাথ যাত্রাও। ভারী বৃষ্টির ফলে রাস্তার বেশ কয়েকটি জায়গায় ধস নামর পরই পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তার কথা ভেবে সাময়িক ভাবে যাত্রা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয় প্রশাসন। প্রশাসন সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার জম্মু থেকে ৫৬০০ পুণ্যার্থী বালতাল এবং পহেলগাঁও বেসক্যাম্পের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। কিন্তু শুক্রবার থেকে ভারী বৃষ্টির ফলে কয়েক জায়গায় ধস নেমে রাস্তা বসে যায়। ফলে ওই দুই বেসক্যাম্প থেকে পুণ্যার্থীদের আর এগোনোয় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

জানা গিয়েছে, বুধবার ৩০ হাজার পুণ্যার্থী অমরনাথ গুহা দর্শন করেছেন বলে। অমরনাথ এবং শেষনাগে তাপমাত্রা থাকবে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে। রাতে সেই তাপমাত্রা ৫ ডিগ্রিতে নেমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকায়, সে দিকটিও বিবেচনায় রেখেছে প্রশাসন। আবহাওয়ার উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত অমরনাথ যাত্রার অনুমতি মিলবে না।

চিনা জাহাজের ওপর থেকে বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করল শ্রীলঙ্কা

কলম্বো, ৭ জুলাই: ভারতের উদ্বেগ বাড়িয়ে নিজেদের বন্দরে চিনা 'নজরদারি জাহাজ' ভেড়ানোর অনুমতি দিচ্ছে শ্রীলঙ্কা। গত বছর ভারত সরকারের আপত্তিতে চলতি বছরের জানুয়ারিতে চিনা জাহাজের উপর বিধিনিষেধ জারি করেছিল দ্বীপরাষ্ট্র। এবার সেই বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করা হল। এ প্রসঙ্গে শ্রীলঙ্কার বিদেশমন্ত্রী আলি সাবরি বিবৃতি প্রকাশ্যে এসেছে। তিনি জানিয়েছেন, আলাদা আলাদা দেশের জন্য আলাদা আলাদা নিয়ম কখনই প্রযোজ্য হতে পারে না। অন্য দেশকে অনুমতি দিয়ে আমরা চিনকে বাধা দিতে পারি না।

শ্রীলঙ্কার বিদেশমন্ত্রী আলি সাবরি জানান, আগামী বছর থেকে নিজেদের বন্দরে বিদেশি নজরদারি জাহাজকে প্রবেশের অনুমতি দেবে চিন প্রশাসন। সম্প্রতি জাপান সফরে যাওয়ার সময় সেখানকার সংবাদ মাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আলি বলেন, 'নিয়ম একটাই হওয়া উচিত। চিনের জন্য এক নিয়ম ও বাকি দেশের জন্য অন্য নিয়ম এটা হতে পারে না। আমরা কারও পক্ষ নিতে পারি না। তাছাড়া চিনের এই সমীক্ষাকারী জাহাজ সমুদ্রে জরিপের কাজ, ডেটা সংগ্রহ এবং বিশ্বের বাকি অংশের সঙ্গে সেই তথ্য ভাগ করে বাণিজ্যিকভাবে তা কাজে লাগানোর সুযোগ দেবে। এর সুফল পাবে শ্রীলঙ্কাও। যদিও ভারতের সন্দেহ সমীক্ষার নামে আসলে গুপ্তচরবৃত্তির কাজ করবে চিনা জাহাজ।

উল্লেখ্য, গত বছর শ্রীলঙ্কার বন্দরে ঘাঁটি গেড়েছিল চিনের 'নজরদারি জাহাজ' 'ইউয়ান ওয়াং ৫'।

রাজৌরিতে সেনার ক্যাম্পে এলোপাথাড়ি গুলি জঙ্গিদের

রাজৌরি, ৭ জুলাই: শনিবার জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগামে চলা সেনা অভিযানে ৫ জঙ্গিকে খতম করার প্রত্যাঘাত হল রাজৌরিতে। জানা গিয়েছে, সেখানে সেনাবাহিনীর ক্যাম্প লক্ষ্য করে জঙ্গিরা এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়েছে। এই হামলায় এক জওয়ান আহত হয়েছেন। হামলার পর জঙ্গিরা জঙ্গলের দিকে পালিয়ে গেলে, তল্লাশি শুরু করে সেনা।

শনিবার সকাল থেকে কুলগামের ফ্রিজল চিন্নিগাম এলাকায় অভিযান শুরু হয় সেনাবাহিনীর তরফে। তল্লাশি অভিযান চলাকালীন পিছু হঠতে না পেরে সেনাকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে থাকে জঙ্গিরা। সেনার তরফেও অভিযান চালানো হয়। দীর্ঘক্ষণ ধরে দু'পক্ষের গুলির লড়াইয়ে ৪ জঙ্গিকে নিকেশ করে সেনা। শনিবার প্রাথমিক ভাবে জানা যায় মৃত ৪ জঙ্গি লস্কর-ই-তইবার সদস্য। এই লড়াই চলাকালীনই শহিদ হন এক জওয়ান। গুলি লেগে গুরুতর আহত হয়েছিলেন তিনি। পরে ওই জওয়ানের মৃত্যু হয়।

রবিবার সকালে আরও এক জওয়ানের মৃত্যুর খবরের পাশাপাশি এক জঙ্গির মৃতদেহ উদ্ধার হয়। কুলগামে মোট ৫ জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। ফলে বদলা নিতে রাজৌরির সেনা ক্যাম্পে হামলা চালাল জঙ্গিরা। সেনার তরফে কিছু জানানো না হলেও, স্থানীয় সূত্রের খবর, মাঞ্জাকোটের ক্যাম্পে গুলি চালায় জঙ্গিরা। তাতে এক সেনা জওয়ান আহত হয়েছেন বলেও জানা গিয়েছে।

উল্লেখ্য, রেয়াসিতে পুণ্যার্থীদের বাসে জঙ্গি হামলার পর উপত্যকায় সন্ত্রাসবাদ পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করার নির্দেশ দেয় কেন্দ্র। এরপরই অভিযানে নেমেছে সেনাবাহিনী। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, বর্তমানে উপত্যকায় সক্রিয় ৭০ পাক জঙ্গিকে টার্গেট করে লাগাতার অভিযান চালাচ্ছে বাহিনী।

ত্রিপুরায় উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে এইচআইভি সংক্রমণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ত্রিপুরায় উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে এইচআইভি সংক্রমণের হার। এই খবর জানিয়েছেন ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটির একজন আধিকারিক। সর্বশেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, এইচআইভি সংক্রমণের কারণে ৪৭ জন শিক্ষার্থী মারা গিয়েছেন বলেও জানা যাচ্ছে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, সংক্রমণের পরীক্ষায় ৮২৮ জনের রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে।

এই কেসগুলির বেশির ভাগই ইনজেকশনের মাধ্যমে শিরায় ড্রাগ ব্যবহারের সঙ্গে যুক্ত বলে জানা গিয়েছে। আক্রান্ত শিক্ষার্থীরা ২২০টি স্কুল এবং ২৪ টি কলেজের বলে জানা গিয়েছে। টিএসএসিএস ইঙ্গিত দিয়েছে যে, প্রতিদিন পাঁচ থেকে সাতটি নতুন এইচআইভি সংক্রমণের কেস সনাক্ত করা হচ্ছে। তথ্যানুসারে ২০২৪ সালের মে মাস পর্যন্ত ৫৭২ জন ছাত্র সহ ত্রিপুরায় পাঁচ হাজার ৬৭৪ জন মানুষ এইআইভিতে সংক্রমিত হয়েছেন। ২০২৪ সালের মে মাস পর্যন্ত টিএসএসিএস অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল থেরাপি কেন্দ্র গুলিতে আট হাজার ৭২৯ জনের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে চার হাজার ৫৭০ জন পুরুষ, এক হাজার ১০৩ জন মহিলা এবং একজন ট্রান্সজেন্ডার রয়েছেন।

তবে এই এইচআইভি বাড়ার পিছনে দায়ী করা হয়েছে মাদকের অপব্যবহারকেই। বিশেষ করে ধনী পরিবারের শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই প্রবণতা বেশি দেখা গিয়েছে। তথ্য অনুযায়ী, এই পরিবারগুলির মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাবা-মা দুজনই চাকরি করেন। তাঁদের অজান্তেই সন্তানরা মাদকে আসক্ত হয়ে পড়েন। যতক্ষণে অভিভাবকরা জানতে পারেন ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে টিএসএসিএস-এর একজন আধিকারিক জানান, 'আমরা এখনও পর্যন্ত এইচআইভি পজিটিভ ৮২৮ জন শিক্ষার্থীর খোঁজ পেয়েছি। তাঁদের মধ্যে ৫৭২ জন শিক্ষার্থ এখনও বেঁচে আছেন এবং ভয়ঙ্কর সংক্রমণের কারণে আমরা ৪৭ জনকে হারিয়েছি।' তবে সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, অনেক শিক্ষার্থী ত্রিপুরার বাইরে লোভনীয় প্রতিষ্ঠানে উচ্চ শিক্ষার জন্য পাড়ি জমিয়েছেন।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

TENDER NOTICE
The Building Contractors are hereby invited to submit quotation for the construction of G+4 Residential Building with Eight (8) No. of Flats of Vinayak Vatika Co-op Housing Society Ltd., having its plot at AA-IIIC/1192, New Town, Kolkata. The last date of submission of the Quotation is 23.07.2024.The Selection process is discretionary on part of the Society.
SD/-
SECRETARY
VINAYAK VATIKA HOUSING SOCIETY LTD.
C/o Mahesh Kumar Kejriwal
"Belvedere", K3/2, Flat -207, VIP Enclave,
Phase -3, VIP Road, P.O.: Deshbandhu Nagar,
Raghunathpur, Kolkata – 700059
Email : bimal.k.kejriwal@gmail.com
Contact : 7044072061

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বদলে দিয়েছে রাশিয়ার আয়ের পরিকাঠামো, মত বিশেষজ্ঞদের

মস্কো, ৭ জুলাই: ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পরই পশ্চিমী দেশগুলি অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দেয় রাশিয়ার উপরে। তার পর কেটে গিয়েছে প্রায় আড়াই বছর। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক বাজারে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়েছিল মস্কোকে। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে বিশ্ব ব্যাংক জানিয়ে দিয়েছে, রাশিয়া এখন বিশ্বের 'উচ্চ আয়সম্পন্ন দেশ'। এতদিন রাশিয়াকে উচ্চ-মধ্য আয়সম্পন্ন দেশের শ্রেণিভুক্ত করা হত।

প্রসঙ্গত, যে দেশের নাগরিকদের বার্ষিক ন্যূনতম ১২ লক্ষ টাকা আয়, তাদের উচ্চ আয়সম্পন্ন দেশের তালিকায় রাখা হয়। অর্থাৎ বর্তমানে রাশিয়ার ছবিটা এমনই। আর এখানেই প্রশ্ন উঠছে, কী করে এমন কীর্তি গড়তে পারল রাশিয়া? একদিকে বাণিজ্যেক পরিসর খর্ব হওয়া, অন্যদিকে যুদ্ধের ব্যয়ভারের চাপ সামলেও অর্থনৈতিক ক্ষতির মুখে পড়া এড়াতে পারল পুতিনের দেশ!

এক্ষেত্রে পুতিন প্রশাসনকেই কৃতিত্ব দিতে চান বিশেষজ্ঞরা। তবে এক্ষেত্রে যুদ্ধই একটা ফ্যাক্টর হয়ে উঠেছে। আসলে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সেনাবাহিনীতে নিয়োগ বাড়াতে হয়েছে মস্কোকে। আর সেই কারণে দেশের গরিব ও কর্মহীনদের সেনায় নিযুক্ত করার পদক্ষেপ করেছে প্রশাসন। এর ফলে বাড়তে শুরু করেছে সাধারণ মানুষের রোজগার। রুশ ব্যাংকগুলি জানিয়েছে, সেনার পক্ষ থেকে বিপুল অর্থ জমা পড়েছে সেখানে। পাশাপাশি গত বছর রাশিয়ার বাণিজ্যও সাত শতাংশ বেড়েছে। রুশ অর্থনীতিবিদরা দাবি করছেন, চিন ছাড়া আর কোনও দেশের পক্ষে এমন নিষেধাজ্ঞার মধ্যেও এই উন্নতি সম্ভব হত না।

সমলিঙ্গ বিবাহকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়া হবে কিনা, মামলা ১০ জুলাই

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই: সমলিঙ্গ বিবাহকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়া হবে কি না সে বিষয়ে ২০২৩ সালে কেন্দ্রীয় সরকারি কমিটিকে পদক্ষেপ করতে বলেছিল সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চ। বিষয়টি আইনসভার হাতেই ছাড়া হয়েছিল। আগামী ১০ জুলাই আবার সেই মামলার পুর্নবিবেচনা হতে চলেছে শীর্ষ আদালতে। প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে পাঁচ বিচারপতির একটি বেঞ্চ গত বছরের রায় পুনরায় খতিয়ে দেখবে। আদালত সূত্রে খবর, প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় ছাড়াও থাকবেন বিচারপতি বিচারপতি বিভি নাগরত্ন, বিচারপতি পিএস নরসিংহ, সঞ্জীব খন্না ও বিচারপতি হিমা কোহলি। ২০২৩ সালের ১৭ অক্টোবরের রায়ের বিরুদ্ধে ফের আদালতে আর্জি জানানো হয় এলজিবিটিকিউ সম্প্রদায়ের তরফে। তার পরেই রায় পুনর্বিবেচনার সিদ্ধান্ত হয়।

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/89/24-25 Dated 06.07.2024	Construction of Concrete Road and Drain at Masterpara in Ward No.-14 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 5,92,521.00

Bid Submission end date: **18.07.2024 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

DHASPARA SUMATINAGAR-I GRAM PANCHAYAT
Mahendraganj Sagar South 24 Parganas
ABRIDGED NIT
eTenders are being invited from the bidders w.r.t. TenderS ID No **2024_ZPHD_708775_1** to **2024_ZPHD_708775_5**, **2024_ZPHD_708799_1** and **2024_ZPHD_708815_1** to **2024_ZPHD_708815_2** are dated **06-07-2024**. Last date of tender dropping **16-07-2024**, **18-07-2024** and **18-07-2024** respectively up to **18.00 P.M**. and opening date of tender **19-07-2024, 22-07-2024** and **22-07-2024** respectively **10.00 A.M.** For details plz. See the website **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.
Prodhan
Dhaspara Sumatinagar-I Gram Panchayat

Basudevpur Gram Panchayat
Basudevpur, Shankarpur, Daspur, Paschim Medinipur, 721211
NOTICE INVITING E-TENDAR 1St Call
WBPMID/BASU/GP/NIT-07/24-25 , Memo No-286, Date-05.07.2024 & WBPMID/BASU/GP/NIT-08/24-25, Memo No-287, Date-05.07.2024
Tendar Throught inviting by the under singned from the bonafide and experienced contractor, Registred engineers co-opp socities & labour co-opp socities having credential of similar type of work at Basudevpur Gram Panchayat Under Daspur-I Panchayat Samiti. Bid Submission Start Date : **06/07/2024.** Bid Submission end Date : **16/07/2024** and Bid Opening Date : **19/07/2024.** For Details Plese Visit website **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Pradhan
Basudevpur Gram Panchayat

লখিমপুরে সন্ধান ভোলে বাবার আস্তানার

হাথরাস, ৭ জুলাই: উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর খেরিতে ভোলে বাবার এক আস্তানার সন্ধান মিলল। সেখানে ধর্মগুরুর বিলাসবহুল গাড়ি আর গুহার মতো ঘর দেখে যে কেউ তাজ্জব বনে যাবে। ২০১৯ সালে শেষবার এখানে এসেছিলেন তিনি।

এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে বাবার এই বিলাসব্যাসনের বিষয়টি প্রকাশ্যে এসেছে। বছর পাঁচেক এখানে হয়েছিল সৎসঙ্গ। সেই সময় ১৫ দিন এখানেই কাটিয়েছেন বাবা। বিশাল পার্কিং লটে দু'টি বিলাসবহুল গাড়ি রাখা রয়েছে। পাশে রাখা আছে ম্যাট্রেস এবং বাবার অতিকায় পোর্ট্রেট। সেখানে রয়েছে ঝকঝকে রান্নাঘর। তার সঙ্গে একটি গুহার মতো বিরাট ঘর। একটি হ্যান্ড পাম্প রয়েছে, যেখান থেকে 'অমৃত' ঝরে পড়ে বলে ভক্তদের দাবি। এই বাড়িরই একটি লুকনো ঘরে রয়েছে অলঙ্কৃত সোনার সিংহাসন এবং নারীমূর্তিও!

তবে পাঁচ বছরের মধ্যে ভোলে বাবা আর এই সেখানে যাননি বলেই দাবি করছেন এলাকার বাসিন্দারা। কিন্তু সাম্প্রতিক দুর্ঘটনায় ফের নজরে ভোলে বাবার এই আস্তানাটিও। জানা গিয়েছে, শুধু ভক্তদের ভালোবাসার দানে নয়, উত্তরপ্রদেশের রাজনীতিতেও ভোলে বাবার সংগঠনের যোগ ছিল, বিপুল পরিমাণ টাকাও আসত। উত্তরপ্রদেশের হাথরসে পদপিষ্ট হয়ে ১২১ জনের মৃত্যুর ঘটনার তদন্তে এমনই চাঞ্চল্যকর সব তথ্য সামনে আসছে।

দুর্ঘটনার পর শনিবারই প্রথম ক্যামেরার সামনে বাবা বলেছেন, ঈশ্বর তাঁদের সকলকে যেন এই যন্ত্রণা সহ্য করার শক্তি দেন। প্রশাসন ও সরকারের ওপরে বিশ্বাস আছে। সেদিনের বিশৃঙ্খলার জন্য যে দায়ী, সে নিস্তার পাবে না বলেই তাঁর বিশ্বাস।

punjab national bank ...the name you can BANK upon!
জোনাল অফিস দুর্গাপুর, রেড ক্রস রোড, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর ৭১৩২১৬
ই-মেইল: zodgpsec@pnb.co.in

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস: মুম্বাই দরপত্র আহ্বান করছে **জোনাল অফিস দুর্গাপুরের অধীনে শাখা থেকে চেস্ট পর্যন্ত এবং তদ্বিপরীত কাস্টমাইজড ক্যাশ ভ্যান (সিসিভি) সরবরাহ, চালানো এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য** জিইএম এর মাধ্যমে বিক্রেতাদের তালিকাভুক্তি এবং মুল্য নিবন্ধনের জন্য। ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ আমাদের **ওয়েবসাইট www.pnbindia.in** এবং **https://etender.pnbnet.in** -এ উপলব্ধ।
এই বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে কোন সংশোধনী/স্পষ্টীকরণ শুধুমাত্র ব্যাঙ্কের উপরোক্ত ওয়েবসাইটগুলিতে প্রকাশিত হবে, যা নিয়মিত পরিদর্শন করা যেতে পারে। ই-টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ হল: **২৬ জুলাই ২০২৪, ১৪:০০ ঘন্টার মধ্যে।**

মেজর এন এস চৌহান
(চিফ ম্যানেজার- সিকিউরিটি)
জো: দুর্গাপুর।

EKDIN, VOL. 18, ISSUE NO. 29, KOLKATA, MONDAY 8 JULY 2024, PAGE 8

টানা তিন ছক্কায় সেঞ্চুরিতে অভিষেক

বড় জয়ে প্রতিশোধ ভারতের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২৪ ঘণ্টায় বদলে গেল ছবিটা। শনিবার যে পিচে ভারতের ব্যাটারেরা ১১৬ রান তাড়া করতে পারেননি, রবিবার সেই মাঠেই ২৩৪ রান করলেন তাঁরা। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি কেরিয়ারে নিজের দ্বিতীয় ম্যাচে শতরান করলেন অভিষেক শর্মা। ৭৭ রান করলেন রুতুরাজ গায়কোয়াড়। ৪৮ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেললেন রিঙ্কু সিংহ। দাপট দেখালেন ভারতের বোলারেরাও। জম্বিবোয়ের ব্যাটারেরা বুঝতেই পারলেন না, কী ভাবে রান তাড়া করবেন। ১০০ রানের বিশাল ব্যবধানে দ্বিতীয় ম্যাচ জিতে সিরিজ সমতা ফেরাল ভারত।

প্রথম ম্যাচে ব্যাটিং ব্যর্থতায় হারতে হয়েছিল ভারতকে। তাই দ্বিতীয় ম্যাচে পেসার খলিল আহমেদের বদলে এক অতিরিক্ত ব্যাটার সাই সুদর্শনকে খেলায় ভারত। টি-টোয়েন্টি অভিষেকে ব্যাট করার সুযোগই পেলেন না সুদর্শন। কারণ, ভারতের টপ অর্ডারের দাপট। অধিনায়ক শুভমন এই ম্যাচে রান পাননি। ২ রানের মাথায় ব্লেসিং মুজারাবানির বলে আউট হন তিনি। শুভমন আউট হওয়ার পরে মনে হয়েছিল, আগের দিনের হালই হবে না তো। সেটা হতে দিলেন না অভিষেক ও রুতুরাজ। দায়িত্ব ও আগ্রাসন মিলিয়ে কী ভাবে খেলতে হয় দেখালেন। মনে হল, প্রথম ম্যাচে হারের লজ্জার শোধ দ্বিতীয় ম্যাচে উসুল করতে নেমেছেন তাঁরা।

নিজের অভিষেক ম্যাচে শুরুতেই বড় শট মারতে গিয়ে আউট হয়েছিলেন অভিষেক। তার পরেও নিজের খেলার ধরন বদলাননি তিনি। দ্বিতীয় ম্যাচেও শুরু থেকে আগ্রাসী ব্যাটিং করতে থাকেন তিনি। পাওয়ার প্লে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেন। অভিষেক হাত খুললেও রুতুরাজের ব্যাটে-বলে ঠিক মতো লাগছিল না। বড় শট খেলতে না পারলেও উইকেট দিয়ে আসেননি তিনি। অভিষেকের সঙ্গে মিলে জুটি বাঁধেন।

যত সময় গড়াল তত হাত খুললেন অভিষেক। উইকেটের চার দিকে শট খেলছিলেন তিনি। ৩৩ বলে অর্ধশতরান করেন এই বাঁহাতি ব্যাটার। তার পরে প্রথম গিয়ার থেকে সরাসরি পঞ্চম গিয়ারে চলে গেলেন অভিষেক। ডিয়ন মেয়ার্সের এক ওভারে নিলেন ২৮ রান। সেই শুরু। মাত্র ১৩ বলে ৫০ থেকে ১০০ রানে পৌঁছলেন অভিষেক। পর পর তিন বলে তিনটি ছক্কা মেরে মাত্র ৪৬ বলে শতরান করলেন তিনি। ভারতের হয়ে অভিষেকের পরে সবচেয়ে কম ইনিংসে শতরান করলেন আইপিএলে নজরকাড়া ব্যাটার। ৭টি চার ও ৮টি ছক্কা মারেন তিনি। যদিও পরের বলেই আবার ছক্কা মারতে গিয়ে আউট হন অভিষেক। দু'জনের মধ্যে ১৩৭ রানের জুটি হয়।

অভিষেক যত ক্ষণ ছিলেন, তত ক্ষণ ধীরে খেলছিলেন রুতুরাজ। অভিষেক আউট হওয়ার পরে তিনিও হাত খুললেন। অর্ধশতরান করলেন। তার পরে রুতুরাজেরও রান তোলার গতি বাড়ল। তবে তিনি ছক্কার থেকে বেশি চার মারছিলেন। আগের ম্যাচে রান না পাওয়া রিঙ্কুও এই ম্যাচে রান করলেন। দেখে মনে হচ্ছিল, ২৪ ঘণ্টায় বুঝি পিচ পুরোটাই বদলে গিয়েছে। তৃতীয় উইকেটে ৮৭ রানের জুটি বাঁধলেন তাঁরা।

দুই ব্যাটারেরা দাপটে ২০ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ২৩৪ রান করল ভারত। রুতুরাজ ৪৭ বলে ৭৭ ও রিঙ্কু ২২ বলে ৪৮ রান করে অপরাজিত থাকেন। রুতুরাজের ১১টি চার ও ১টি ছক্কার পাশাপাশি রিঙ্কু ২টি চার ও ৫টি ছক্কা মারেন। জম্বিবোয়ের কোনও বোলারকে রেয়াত করেননি তাঁরা। শেষ ১০ ওভারে ১৬০ রান করে ভারত। সেখানেই জম্বিবোয়ের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যায় খেলা।

রান তাড়া করতে নেমে প্রথম ওভারেই ধাক্কা খায় জম্বিবোয়ে। প্রথম ম্যাচের পরে দ্বিতীয় ম্যাচেও ইনোসেন্ট কাইয়াকে বোল্ড করেন মুকেশ কুমার। যদিও পরের ওভারে চালে ভুল করে বসেন শুভমন। অভিষেককে বলে আনেন তিনি। সেই ওভারে ১৯ রান নেন ব্রায়ান বেনেট। আক্রমণাত্মক শট খেলছিলেন তিনি। তৃতীয় ওভারে আসেন মুকেশ। তাঁকেও দু'টি ছক্কা মারেন বেনেট। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লড়াইয়ে যেতেন মুকেশ। শেষ বলে বেনেটকে ২৬ রানের মাথায় বোল্ড করেন তিনি।

পাওয়ার প্লে-র মধ্যে আরও দুই উইকেট হারায় জম্বিবোয়ে। আবেশ খান নিজের প্রথম ওভারেই জোড়া উইকেট নেন। মেয়ার্স ও অধিনায়ক সিকন্দর রাজাকে আউট করেন তিনি। ৪৬ রানে ৪ উইকেট পড়ে যায় জম্বিবোয়ের। খেলা তত ক্ষণে অবশ্য তাদের হাত থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

পঞ্চম উইকেটে কিছুটা লড়াই করার চেষ্টা করেন ওয়েসলি মাধেভেরে ও জোনাথন ক্যাম্পবেল। কিন্তু রান তোলার গতি কমে গিয়েছিল। বাধ্য হয়ে ওয়াশিংটন সুন্দরের বলে বড় শট মারতে গিয়ে আউট হল ক্যাম্পবেল। ৭২ রানে জম্বিবোয়ের অর্ধেক দল সাজঘরে ফিরে যায়।

নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট পড়ছিল। জম্বিবোয়ের হার ছিল সময়ের অপেক্ষা। দেখার ছিল যে তারা পুরো ২০ ওভার ব্যাট করতে পারে কি না। আগের ম্যাচে ৯০ রানে ৯ উইকেট পড়ার পরেও জম্বিবোয়েকে অল আউট করতে পারেননি ভারতের বোলারেরা। এই ম্যাচে অবশ্য ১৮.৪ ওভারে ১৩৪ রানে অল আউট হয়ে গেল জম্বিবোয়ে। ১০০ রানে হেরে মাঠ ছাড়ল তারা।

টেস্ট বিশ্বকাপ, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য অধিনায়কের নাম ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি: আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেও টেস্ট এবং এক দিনের ক্রিকেটে নেতৃত্ব দেবেন রোহিত শর্মাই। আগামী টেস্ট বিশ্বকাপ ফাইনাল পর্যন্ত রোহিতকেই জাতীয় দলের নেতৃত্বে দেখতে চান ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সচিব জয় শাহ।রোহিতেকর নেতৃত্বে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর আরও সাফল্যের ব্যাপারে আশাবাদী জয়। এক দিনের বিশ্বকাপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারার পর তিনি বলেছিলেন, এই দলই ২০ ওভারের বিশ্বকাপ জিতে আনবে। নিজের ভবিষ্যদ্বাণী মিলে যাওয়ায় উচ্ছ্বসিত জয় বলেছেন, "আমাদের পরের লক্ষ্য টেস্ট বিশ্বকাপ ফাইনাল এবং চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। আমি নিশ্চিত, রোহিতের নেতৃত্বে এই দুটো প্রতিযোগিতাতেও আমরা চ্যাম্পিয়ন হব।" বোর্ড সচিবের এই বক্তব্য থেকেই মনে করা হচ্ছে, আপাতত ভারতীয় দলের নেতৃত্বে পরিবর্তন আনার সম্ভাবনা নেই।

বোর্ড সচিব আরও বলেছেন, "ঐতিহাসিক জয়ের জন্য দলের সকলকে অভিনন্দন। এই জয় কোচ রাহুল দ্রাবিড়, অধিনায়ক রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি এবং রবীন্দ্র জাডেজাকে উৎসর্গ করতে চাই। এক বছরের মধ্যে আমরা তিনটি আইসিসি প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠেছি। জুনের টেস্ট বিশ্বকাপ ফাইনালে হেরেছি। তার পর এক দিনের বিশ্বকাপের ফাইনালেও আমাদের হারতে হয়েছে। টানা ১০টি ম্যাচ জিতেও আমরা ফাইনালে পারিনি। তাও আমার মনে হয়েছিল, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আমরাই জিতব। গত জুন মাসে এটা বলেও ছিলাম।"

২০ ওভারের ক্রিকেটের জন্য অবশ্য নতুন অধিনায়ক খুঁজতে হবে বিসিসিআই কর্তাদের। দায়িত্ব পেতে পারেন হার্দিক পাণ্ড্য। গত বিশ্বকাপে তিনিই ছিলেন দলের সহ-অধিনায়ক।

ইউরোতে ইংল্যান্ডের জয়ে উইম্বলডনে থেমে গেল জোকোভিচের খেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি: উইম্বলডনের তৃতীয় রাউন্ডে নোভাক জোকোভিচ মুখোমুখি হয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার অ্যালেক্সেই পপিরিনের। কিন্তু ম্যাচের দ্বিতীয় সেটের সময় একপর্যায়ে দর্শকদের হর্ষধ্বনির মধ্যেই দুজনকে থামিয়ে দিতে হয় খেলা।

নাহ, সেন্টার কোর্টে উপস্থিত দর্শকের উল্লাস দুই টেনিস তারকার কারও জন্যই ছিল না। এই উল্লাস ছিল মূলত ফুটবল ম্যাচে ইংল্যান্ডের জয় উদ্‌যাপনের জন্য। যারা একই সময়ে ইউরোর শেষ আটে মুখোমুখি হয়েছিল সুইজারল্যান্ডের।

ডুসেলডর্ফে নির্ধারিত সময়ের পর অতিরিক্ত সময়েও ইংল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড ম্যাচ ছিল ১,১ সমতায়। আর টাইব্রেকারে সুইসদের ৫,৪ গোলে হারিয়ে শেষ চার নিশ্চিত করে ইংল্যান্ড। জার্মানিতে ইংলিশদের জয়ের উচ্ছ্বাসের ঢেউ যেন আচড়ে পড়েছে উইম্বলডনেও।

দর্শকদের এমন উল্লাসে খেলাও থামিয়ে দিতে হয় জোকোভিচ ও পপিরিনকে। এ সময় মজা করে হাসতে হাসতে জোকোভিচকে বাঁ পায়ে ডামি পেনাল্টি শট নিতেও দেখা যায়। জোকোভিচের সঙ্গে এই খুঁনসুঁটিতে যোগ দিয়ে শট থামানোর ভঙ্গি করেন পপিরিনও।

পরে অবশ্য হাস্যরস থামিয়ে দুজনই মনোযোগ দেন খেলায়। তৃতীয় রাউন্ডের এ ম্যাচে প্রথম সেট হেরেও শেষ পর্যন্ত ৩,১ ব্যবধানে জয় তুলে নিয়েছেন জোকোভিচ। এ দিন প্রথম সেটে ৬,৪ গেমে হেরে যান জোকোভিচ। কিন্তু পরের তিন সেটে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ান তিনি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সেট জেতেন ৬,৩ ও ৬,৪ গেমে। আর চতুর্থ সেটে জোকোভিচের জয় ৭,৬ (৭/৩) গেমে। ম্যাচ শেষ ইংল্যান্ডের জয় নিয়ে কথা বলেছেন জোকোভিচ। হ্যারি কেইন, জুড বেলিংহামদের অভিনন্দন জানিয়ে এই টেনিস মহাতারকা বলেছেন, 'অভিনন্দন ইংল্যান্ড। আমিও পেনাল্টিতে বাঁ পায়ে একটি শট নেওয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু অ্যালেক্সেই বেশ ভালোভাবেই ডিফেন্ড করেছে।'

শ্রীলঙ্কার অন্তর্বর্তীকালীন কোচ জয়াসুরিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: শ্রীলঙ্কা জাতীয় দলের অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান কোচ হয়েছেন সাবেক অধিনায়ক সনাৎ জয়াসুরিয়া। ৫৫ বছর বয়সী এই সাবেক ক্রিকেটারকে ভারত ও ইংল্যান্ড সিরিজে দল পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। জয়াসুরিয়া গত মাসে হওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কা দলের পরামর্শক ছিলেন।

বিশ্বকাপের পর প্রধান কোচ ক্রিস সিলভারউড ও আরেক পরামর্শক মাহেলা জয়াবর্ধনে পদত্যাগ করেছেন। জয়াসুরিয়া অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য কোচ হওয়ার আগে দুই দফায় প্রধান নির্বাচকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ এবং ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ;আইসিসির দুটি বড় টুর্নামেন্ট থেকেই প্রথম পর্বে বাদ পড়ে শ্রীলঙ্কা। এর মধ্যে ওয়ানডে বিশ্বকাপের ব্যর্থতায় আগামী বছরের চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতেও জায়গা করতে পারেনি '৯৬-এর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। নতুনভাবে শুরুর পালায় চলতি মাসেই ভারতকে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজে আতিথেয়তা দেবে শ্রীলঙ্কা। তিন টি-টোয়েন্টির সিরিজ শুরু হবে ২৭ জুলাই, তিন ওয়ানডের সিরিজ শেষ হবে ৭ আগস্ট। এরপর ইংল্যান্ডে গিয়ে তিন টেস্টের সিরিজ খেলবে দলটি।

সিলভারউডের উত্তরসূরি হিসেবে কোচ চূড়ান্তে সময় নিতে চায় শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট (এসএলসি)। যে কারণে সামনের দুটি সিরিজ সামালের জন্য দলের সঙ্গে থাকা জয়াসুরিয়াকেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ২০১১ সালে সর্বশেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা জয়াসুরিয়া গত ডিসেম্বরে হাই পারফরম্যান্স সেন্টারের পরামর্শকের দায়িত্ব পান। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সময় তাঁকে জাতীয় দলের সঙ্গেও যুক্ত করা হয়। গুঞ্জন আছে, জয়াসুরিয়াকে জাতীয় দলে যুক্ত করাতেই জয়াবর্ধনে পরামর্শকের চাকরি ছেড়েছেন।

খেলা ছেড়ে দেওয়ার পর দুই দফায় প্রধান নির্বাচক থাকা জয়াসুরিয়া ২০২১ সালে অস্ট্রেলিয়ার তৃতীয় স্তরের ক্লাব মালগ্রেভ ক্রিকেট ক্লাবকে কোচিং করিয়েছিলেন।

দ্রাবিড়কে ভারতরত্ন দেওয়া হোক, দাবি গাওস্করের

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত শনিবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতে ভারত। সেই দলের কোচ ছিলেন রাহুল দ্রাবিড়। তাঁর হাত ধরেই বিশ্বকাপ জিতে নেয় ভারত। আর সেই কারণে দ্রাবিড়ের ভারতরত্ন সম্মান পাওয়া উচিত বলে মনে করেন সুনীল গাওস্কর।

১৯৮৩ সালে ভারত প্রথম বার বিশ্বকাপ জিতেছিল। সেই দলের সদস্য ছিলেন গাওস্কর। তিনি জানেন একটি বিশ্বকাপ জয়ের জন্য কতটা পরিশ্রম করতে হয়। ক্রিকেটার হিসাবে দ্রাবিড়ের অবদানও মনে রাখার কথা বলেছেন গাওস্কর।

এক সংবাদমাধ্যমে গাওস্কর লেখেন, তভারত সরকারের উচিত দ্রাবিড়কে ভারত রত্ন সম্মান দেওয়া। আগে এই সম্মান দেওয়া হত সমাজে বিরাট অবদান রাখা মানুষদের। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই সম্মান পেতেন রাজনৈতিক নেতারা। কিন্তু তাঁদের অবদান থাকত দল এবং যেখান থেকে তাঁরা এসেছেন সেই জায়গার প্রতি। দ্রাবিড়ের সাফল্য গোটা দেশকে আনন্দ দিয়েছে। ধর্ম, জাত নির্বিশেষে আনন্দে মেতে উঠেছিল দেশ। সকলে আমার সঙ্গে গলা মেলান।

সরকারের চেনা উচিত দেশের অন্যতম সেরা সন্তানকে। ভারতরত্ন রাহুল সরদ দ্রাবিড়। শুনতে দারুণ লাগছে! তাই না?

ক্রিকেটারদের মধ্যে একমাত্র সচিন তেন্ডুলকর ভারতরত্ন পেয়েছেন। ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার এক বছর পর ২০১৪ সালে তাঁকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। গাওস্কর মনে করেন দ্রাবিড়ের অবদান শুধু কোচ হিসাবে দেখলে হবে না। তিনি ক্রিকেটার হিসাবে ভারতকে বহু ম্যাচ জিতিয়েছেন। জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির দায়িত্বে থাকাকালীন ভারতকে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জিতিয়েছেন।

উরুগুয়ের কাছে টাইব্রেকারে হেরে বিদায় ব্রাজিলের

নিজস্ব প্রতিনিধি: কোচ কে;অস্কার তাবারেজ, দিয়েগো আলোনসো, নাকি মার্সেলো বিয়েলসা, এটা কোনো ব্যাপারই নয়, আমরা উরুগুয়ে;ম্যাচের প্রথম মিনিট থেকে গা-জোয়ারি ফুটবল খেলে এটাই যেন বুঝিয়ে দিত চাইলেন রোনাল্ড আবাউহো-মানুয়েল উগারতে-নিকোলাস ডে লা ক্রুজরা। অন্যদিকে কয়েক বছর ধরেই অস্তিত্বসংকটে ভোগা ব্রাজিল নিজেদের যেন চেনাতেই পারছিল না। উদ্দেশ্যবিহীন এলোমেলো দলটিকে দেখে বারবারই মনে হচ্ছিল;হলুদ জার্সির আড়ালে খেলা এই দল কি সত্যিই ব্রাজিল!

এভাবে এগিয়ে চলা ম্যাচটি নির্ধারিত ৯০ মিনিটে থাকে গোলশূন্য। কোপা আমেরিকার নিয়ম অনুযায়ী ম্যাচ গড়ায় সরাসরি টাইব্রেকারে। সেখানে উরুগুয়ের কাছে ৪-২ গোলে হেরে বিদায় নিয়েছে ব্রাজিল। সেমিফাইনালে উরুগুয়ের প্রতিপক্ষ কলম্বিয়া। এ ম্যাচের আগে হওয়া আরেক কোয়ার্টার ফাইনালে পানামাকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে দিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছে তারা।

যেভাবেই হোক ব্রাজিলকে রুখতে হবে;উরুগুয়ের খেলোয়াড়দের এই প্রতিজ্ঞার প্রতিফলন মাঠে ছিল স্পষ্ট। তাঁরা হয়তো অনুচ্চারে ব্রাজিল দলের উদ্দেশে বলছিলেন, তোমরা পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হতে পারো, কিন্তু কোপা আমেরিকায় তোমাদের চেয়ে আমরাই এগিয়ে, আর্জেন্টিনার সঙ্গে যৌথভাবে সর্বোচ্চ ১৫ বার এই ট্রফি জিতেছি আমরা! ক্ষণে ক্ষণে ফাউল করে ব্রাজিলের মুভগুলো অঙ্কুরেই বিনাশ করে দিচ্ছিলেন আরাউহো-উগারতেরা।

এসব ক্ষেত্রে ব্রাজিলের পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর, আশি, নব্বই বা এর পরের দশকের দলগুলোও যা করত; ব্যক্তিনৈপুণ্যের অনন্যসাধারণ ঝলকে ম্যাচ বের করে নিত, সেটা দেখাতে পারেনি এই দলের কেউ। সেই সময়ের পেলে, গারিঞ্চা, সক্রেটিস, জিকো, রোমারিও, রোনালদো, রোনালদিনিওর মতো প্রতিভাই,বা কোথায় এই ব্রাজিল দলে! চোটের কারণে নেইমার এবারের কোপা আমেরিকাতেই নেই আর ব্রাজিলের এই দলের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় ভিনিসিয়ুস জুনিয়র নিষেধাজ্ঞার কারণে ছিলেন না আজ। তাঁর অবর্তমানে ব্রাজিলের ফুটবলের বর্তমান রাফিনিয়া-রদ্রিগো আর ভবিষ্যৎ এনদ্রিক তেমন কিছু করে দেখাতে পারেননি।

উরুগুয়ে বরাবরের মতো তাদের ট্রেডমার্ক শরীরনির্ভর ফুটবল খেলেছে। ম্যাচের প্রথম ২০ মিনিটেই ৯টি ফাউল করেছে তারা। সেই শরীরনির্ভর ফুটবলের তোড়ে একপ্রকার উড়ে গেছে ব্রাজিল। এই সময়ের মধ্যে গোলের কোনো সুযোগই তৈরি করতে পারেনি তারা। ম্যাচে ব্রাজিল প্রথম সুযোগটা পায় ২৪ মিনিটে। সেটাও উরুগুয়ের রক্ষণের ভুলে। উগারতের ভুলে বক্সের কাছাকাছি বল পেয়ে যান এনদ্রিক। কিন্তু তিনি গোলে শট নেওয়ার জায়গা না পেয়ে বল ঠেলে দেন বাঁ দিকে থাকা রদ্রিগোকে। বলের কাছে পৌঁছাতেই পারেননি তিনি।

১০ মিনিট পর আবার সুযোগ আসে ব্রাজিলের। এবার বক্সের বাইরে বল পেয়ে উরুগুয়ের তিন ডিফেন্ডারকে পেছনে ফেলে দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে যান রাফিনিয়া। বক্সে ঢুকে জোরালো শটও নেন। কিন্তু সেই শট কর্নারের বিনিময়ে রক্ষা করেন উরুগুয়ের গোলকিপার রোচেত। সুযোগ হাতছাড়া করেছে উরুগুয়েও। ৩৩ ও ৫২ মিনিটে সহজ দুটি সুযোগ থেকে গোল করতে ব্যর্থ হন দারউইন নুনিয়েজ। নুনিয়েজের ৫২ মিনিটের সুযোগ মিসের পর কিছুটা হলেও ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় ব্রাজিল। কিন্তু পরিষ্কার কোনো সুযোগ তারা তৈরি করতে পারেনি। এ সময় ফাউলের মাত্রাও যেন বাড়িয়ে দেয় উরুগুয়ের রক্ষণ। পুরো ম্যাচে উরুগুয়ে ফাউল করেছে ২৬টি।

৭১ মিনিটে রদ্রিদোকে ট্যাকল করে হলুদ কার্ড দেখেন নাহিতান নানদেজ। সেই ট্যাকল এতটাই ভয়ংকর ছিল যে রেফারি ভিএআর দেখে তাঁকে লাল কার্ডই দেখান। ১০ জনের দল হয়ে যাওয়া উরুগুয়ে পরের সময়টা একটু বেশিই রক্ষণাত্মক হয়ে যায়। এর সুযোগ নিয়ে তাদের চেপে ধরার চেষ্টা করে ব্রাজিল। কিন্তু গোলের স্পষ্ট সুযোগ সেভাবে তৈরি করতে পারেনি। শেষ দিকে সাভিনিও-মার্তিনেল্লিদের নামিয়ে ব্রাজিল কোচ খেলার গতি বাড়ানোর চেষ্টা করেন। ব্রাজিলের খেলার গতি এতে বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু কাঙ্ক্ষিত গোল আর আসেনি।

ম্যাচ যখন টাইব্রেকারে গড়ানো সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, ব্রাজিল কোচ দ্রুত তিনটি পরিবর্তন করেন। উদ্দেশ্য ছিল একটাই;টাইব্রেকারে যেন পেনাল্টি শট নেওয়ার পর্যাপ্ত বিকল্প পাওয়া যায়। কিন্তু টাইব্রেকারে সেই বিকল্পের একজন দগলাস লুইসও গোল করতে ব্যর্থ হন। তাঁর শট উরুগুয়ের গোলকিপারকে ফাঁকি দিলেও লাগে পোস্টে। এর আগে ব্রাজিলের অধিনায়ক এদের মিলিতাওয়ের শট ফিরিয়ে দেন উরুগুয়ের গোলকিপার। অন্যদিকে উরুগুয়ের হিমিনেজ টাইব্রেকারে গোল না পেলেও নিজেদের শট জালে পাঠান ফেদে ভালভের্দে, বেনতাঙ্কুর, আরাসকায়েতা ও উগারতে।

এর আগে পানামার বিপক্ষে কলম্বিয়াকে জেতাতে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স উপহার দিয়েছেন হামেস রদ্রিগেজ। দলের ৫ গোলের ২টিতে সহায়তা করেছেন তিনি, নিজে পেনাল্টি থেকে করেছেন ১টি গোল। দলের অন্য ৪টি গোল জন করদোবা, লুইস দিয়াজ, রিচার্ড রিওস ও মিগুয়েল বোরহার।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**